চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 257 Thursday, 17 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৫৭ সংখ্যা ✱ ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

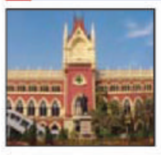

যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে এ বার কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করল তৃণমূল। সোমবার এই মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন গঙ্গাজলঘাটি ব্লক ২ এর দুই তৃণমূল নেতা। ব্লক ২ এর সভাপতি নিমাই মাজি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। ...বিস্তারিত পাতা ৫

হিমাচল প্রদেশকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আবেদন হিমাচলের প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান বীরভদ্র সিংয়ের। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বাইশ গজে চার-ছক্কা হাঁকাচ্ছেন ঋষভ পন্থ। এই দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন তাঁর অগণিত ভক্তরা। এ বার সেই দৃশ্যই দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'জম্মু-কাশ্মীরের ছেলে যাদবপুরে ভর্তি হতে পারে না', ছাত্রমৃত্যুতে এনআইএ চাইছেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ যাদবপুরের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় হচ্ছে গোটা রাজ্য। উঠছে র‍্যাগিং-এর তত্ত্ব। কীভাবে ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। পুলিশ তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। আর এসবের মধ্যেই যাদবপুরের পড়ুয়া মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এনআইএ তদন্তের দাবি তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, গ্রেফতার হওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে একজন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এসেছেন। আর তারপর তাঁকে রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট দিয়েছে এ রাজ্যের শাসক দলের নেতা। বুধবার বিকেলে কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় এই দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুরের পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''যাদবপুরের যে ভবিষ্যৎ আমাদের চলে গিয়েছে, সেখানেও আমি এনআইএ-র দাবি করব। আজ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আসা আজমল বলে একটি ছেলে ধরা পড়েছে। সঙ্গে আরিফ বলে আর একটি ছেলেও ধরা পড়েছে।'' তাঁর বক্তব্য, ''জম্মু ও কাশ্মীরের ছেলে যাদবপুরে ভর্তি হতে পারে না। তাঁকে রেসিডেনশিয়াল সার্টিফিকেট দিয়েছে শাসক দলের নেতা। ওবিসি (এ)- করে তাঁকে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আজ তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। এর সঙ্গে কাদের লিঙ্ক আছে, মধ্যযুগীয় বর্বরতা কারা করতে পারে, তা সহজেই আমাদের অনুমেয়। একে একেবারে শিকড় থেকে তুলে ফেলতে হবে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'' এদিকে শুভেন্দুর এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তৃণমূল যুব নেতা কোহিনুর মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়কে উপাচার্যহীন করে রাখার কারণেই

যাবতীয় সমস্যা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যপাল বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন বলেও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। বললেন, ''শুভেন্দুর দলের নেতা আমাদের রাজ্যপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উপাচার্যহীন করে রেখে দিয়েছেন। উপাচার্যহীন করে রাখার ফলে প্রশাসন মাথার উপর নেই। প্রশাসন মাথার উপর না থাকায় এক ঘটনাগুলি ঘটছে। এখানে বাম-রাম গোটাটাই মিলিত। গোটাটাই সিন্ডিকেট। এখানে শুভেন্দুর দলের লোকও আছে। সুজন-সেলিমদের দলের লোকও আছে।'' একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর যোগ থেকে এসে যাদবপুরে ভর্তি হওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটিকেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের যুব নেতা। তাঁর বক্তব্য, ''শুভেন্দু অধিকারী প্রতি মাসেই একটি করে গল্প ফাঁদেন, একটি করে টুইট করেন। এর কোনও গুরুত্ব বাংলার মানুষ আর দিচ্ছেন না।'' শুভেন্দুর এনআইএ-র দাবি নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও। তাঁর প্রশ্ন, এনআইএ দিয়ে কী হবে! কুণাল সাফ বক্তব্য, তৃণমূল মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে না। রাজ্য সরকার ও তৃণমূল চায় ঘটনার ন্যায় বিচার হোক।

শিল্পে এগিয়ে বাংলা, অটোমোবাইলে সাফল্য পেতে বিদেশ সফর মমতার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের আরও উসাহ যোগাতে ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বিশেষ কর্মসূচি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কয়েকদিনের মধ্যেই দুবাই ও স্পেনে গিয়ে একাধিক শিল্পপতির সামনে সবকিছু তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাঙ্ক তাঁর সরকারকে সহজ শর্তে ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই দুবাই ও স্পেনে গিয়ে একাধিক শিল্পপতির সামনে সবকিছু তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদন চেয়ে আবেদন জানিয়েছে নবান্ন। অনুমোদন এলেই বিদেশ যাত্রা চূড়ান্ত হবে। রাজ্যে শিল্পের জন্য লগ্নি

টানতেই বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাগড়া না দিলে দুবাই এবং স্পেন সফরে যেতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজোর আগেই এই সফর হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। আগে রোম এবং বার্লিনে মুখ্যমন্ত্রীকে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশমন্ত্রক ছাড়পত্র না দেওয়ায় যেতে পারেননি তিনি। এই নিয়ে রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। তাই সবকিছু ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে যেতে চলেছেন। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরই নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন মমতা। রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগ টেনে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান তিনি। বাংলায় যে শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, তা ইতিমধ্যে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছর বেশ জাঁকজমক করে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান থেকেও শিল্পপতিদের আহ্বান করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে দেশের সেরা শিল্পদ্যোগীরা আসছেন। রাজ্যে বিনিয়োগও হচ্ছে। এবার বিদেশ থেকেও বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন মমতা। এবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বিরাট কর্মসংস্থানের বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, এই দাবি করে সরব হয়েছেন মমতা। তবে টাকা না দিলেও গরিব মানুষের কথা ভেবে বাংলা নিজের অর্থে ১০০ দিনের প্রকল্প শুরু করবে, এমনটাই জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পে মজবুত ভিত্তি রয়েছে বাংলায়। পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষেত্রে উকর্ষতা এবং একত্রে একাধিক স্টিল প্লান্টের উপস্থিতি বাংলাকে অটো হাবের জন্য আদর্শ অবস্থান হিসাবে পরিণত করেছে। এগিয়ে বাংলার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলার অটোমোবাইল শিল্প। ২০১৬ থেকে ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৮ শতাংশ। বাংলায় অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার সংস্থাগুলির আধিপত্য বেশি। এখানে বোল্ট থেকে শুরু করে শ্যাফ্ট, রেডিয়েটর এবং অ্যাক্সেল (গাড়ির চাকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ও চাকার অবস্থান একে অপরের সঙ্গে ধরে রাখে) এর মতো জটিলতা পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা রয়েছে। বাংলায় রয়েছে লোহা, স্টিলের মতো কাঁচামালের পর্যাপ্ত জাগান। রয়েছে একাধিক বন্দর যেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সহ এশিয়ার একাধিক দেশে গাড়ি বিক্রি করা যাবে। এ রাজ্যে অটোমোবাইল শিল্পের বিপুল সুযোগ রয়েছে। কারণ আয় বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ণ এবং গতিশীলতার প্রতি বাড়তে থাকা মানুষের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যে অসংখ্য দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। প্লাগ অ্যান্ড প্লে পরিকাঠামো এবং নীতি সহায়তা বা পলিসি সাপোর্ট রয়েছে বাংলায়। রাজ্যে অবস্থিত একাধিক সমৃদ্ধ ইন্ডাস্ট্রি পার্ক যেমন বাঁকুড়া জেলার প্লাস্টো স্টিল পার্ক, হাওড়া জেলার রাবার পার্ক, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মাল্টি প্রোডাক্টস পার্ক ইত্যাদি।

'মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টা দেখছেন, বিচার পাবেনই!'

মৃত ছাত্রের বাবা-মাকে আশ্বাস ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, বাগুল (নদিয়া), ১৬ আগস্টঃ 'বিচার পাবেনই' কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত ছাত্রর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এমনই আশ্বাস দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার নদিয়ার বাগুলে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায় তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। যে প্রতিনিধি দলে ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। মৃত ছাত্রের বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের এই আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলকে মৃতের মা কাঁদতে কাঁদতে থাকেন। সায়নী ঘোষ তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন। সেই সময় ব্রাত্য বসু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। দোষীরা কেউ ছাড় পাবে না।'' একই সঙ্গে তাঁদের ছোটছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন শিক্ষামন্ত্রী। সায়নী ঘোষ ও ব্রাত্য বসুর দাবি, ''আজও সকালে ছয়জন গ্রেফতার হয়েছে। এটা একটা গ্যাংয়ের কাজ। কারও একার কাজ নয়। আজও সকালে ছয় জন গ্রেফতার হয়েছে।'' সায়নী মৃতের

মাকে আশ্বাস দেন, ''এখানে সারাক্ষণ চিকিৎসক ও সহকারী থাকবে আপনাদের অসুবিধা হবে না। আমরা দল থেকে ব্যবস্থা করে দেব।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন এই ঘটনায়। ছাত্রের মাকে জানান কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বলেন, ''উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে।'' তৃণমূলের সদস্যদের কাছে মৃতের মা বলেন, ''আমার ছেলেটাকে ওরা কেড়ে নিল। আমার ছোট ছেলে আর যেতে চায় না কলকাতায়। ওদের শাস্তি চাই। আমার দীপ কোথায়? দীপকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেল। আমার দীপকে ফিরিয়ে দাও। আমি কত কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছি। আমাকে বলেছিল, আমি মা যাদবপুরে পড়ব তো? আমি বলেছিলাম পড়াব।'' মৃতের বাবার একটাই দাবি, ''আমি আমার ছেলেকে তো আর ফেরত পাব না। আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের কড়া শাস্তি চাই।'' গত বুধবার গভীর রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ-২ ব্লকের নীচ থেকে নগ্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় বাংলা অনার্সের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ হিসাবে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে বর্তমান প্রাক্তনী মিলিয়ে নজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং ডিন অফ স্টুডেন্টকে তলব করা হয়েছে লালবাজারে। সংবাদমাধ্যমের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষীও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ''সেদিন রাতে যখন খাচ্ছিলাম, কিছু ছেলে এসে বলে, গেটটা খুলে দিন। একটা বাচ্চা পড়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি আমি গিয়ে গেট খুলে দিলাম। তখন দেখলাম সেখানে জড়ো হয়েছে প্রচুর ছাত্র। হুড়োহুড়ি করছে। তারা এসে বলে, নজর রাখুন, বাইরে থেকে কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। গেট ছেড়ে যাবেন না।''

হাইকোর্টে ধাক্কা উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকদের ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ হাইকোর্টে জোর ধাক্কা উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকদের। প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পার্শ্ব শিক্ষকের জন্য আলাদা পদ থাকে। সেই পদগুলির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরা। বুধবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকদের প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শিক্ষকদের কোটার পদগুলিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দিয়েছিল। পরবর্তীতে একক বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় হাইকোর্টের উচ্চতর বেঞ্চে। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দেয় একক বেঞ্চের নির্দেশ। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে গত বছর এই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সিঙ্গেল বেঞ্চের ওই নির্দেশে

বলা হয়েছিল, ২০২২ সালের প্রাথমিকের নিয়োগে প্যারা টিচার ক্যাটেগরির সুবিধা পাবেন উচ্চপ্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরাও। ফলে প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যারা টিচার ক্যাটেগরির সুবিধা প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষক ও উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরা উভয়েই পেয়ে যাচ্ছিলেন। একক বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। সেই মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশকে খারিজ করে দিল ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ব্যাখ্যা, দুটি আলাদা প্রক্রিয়া, সেই কারণে আগের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হল।

৩০ লাখ শিল্পীর জন্য সুখবর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১৬ আগস্ট বুধবার ১৩,০০০ কোটির পিএম বিশ্বকর্মা স্কিমের অনুমোদন দিয়েছে। এর জেরে অন্তত ৩০ লাখ শিল্পীর সুবিধা হবে। সেই সঙ্গেই স্বর্ণকার, তাঁতি, ক্ষৌরকার, চর্মকার, ধোপা সহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা বিরাট উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে সরকারের তরফে ওই পেশার সঙ্গে থাকা লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেবে। এই প্রশিক্ষণপর্বেই প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সহায়তা করা হবে। ১ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে মাত্র ৫ শতাংশ সর্বোচ্চ সুদ দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপননের সহায়তা করার পাশাপাশি ২ লাখ টাকা ধারের সুবিধা মিলবে। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় মোদি জানিয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকা হস্তশিল্পীদের জন্য বিশ্বকর্মা যোজনার সূচনা করা হবে। স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সহায়তা করা হবে।

'আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, বাম-অতিবামদের চিনে নিন', সংঘর্ষে জ্ঞান হারালেন রাজন্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ 'দড়ি ধরে মারো টান মাও-মাকু-নকশালরা হবে খানখান', যাদবপুরে দাঁড়িয়েই বিকালেই হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে। এরপরই যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে দলবল নিয়ে সোজা ঢুকে গিয়েছিলেন যাদবপুর ক্যাম্পাসে। এদিকে একদিকে তখন বাম-অতিবাম সংগঠনের ছাত্রছাত্রীদের জিবি চলছে। অরবিন্দ ভবনের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা আসতেই তাঁদের দেখা স্লোগান দিতে শুরু করে বাম ছাত্রছাত্রীরা। উল্টোদিকে পাল্টা স্লোগান তোলে টিএমসিপিও। মুহূর্তেই দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। আহতও হন বেশ কয়েকজন। এদিকে তৃণমূলের

মিছিলেই তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার। তাঁর উপরেও হামলার অভিযোগ উঠেছে বাম ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে। এই রাজন্যাই কয়েকদিন আগে তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে ভাষণও দিয়েছিলেন। তাঁকে বক্তব্য রাখার কথা বলেছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম 'আক্রমণের' মুখে পড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজন্যা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ''এই বাম অতিবামদের চিনে নিন। বর্জন করুন ওদের। ওরা খুনি। ওরা আমার এক ভাইকে খুন করেছে। সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য ওরা তপর। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে এলে আমাদের অত্যাচার করেছে। আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছে। আমাদের মেরেছে। ওরা প্রোগ্রেসিভ বলে নিজেদের! এটা ওদের প্রগতিশীলতা? একজন মহিলার সঙ্গে ওরা কী করেছে দেখুন। আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে।'' যদিও বামেদের দাবি তৃণমূল এখানে যে সমস্ত লোকজন এনেছিল তাঁদের বেশিরভাগই বহিরাগত। যাদবপুরের ছাত্রই নয়। ওরাই প্রথম অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিল। এদিকে সংঘর্ষের শুরুতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক কর্মীকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা যায়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। অসুস্থ হয়ে পড়েন বামদের বেশ কিছু কর্মীও। সংঘর্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজন্যাও। হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে অ্যাম্বুলেন্স। ইতিমধ্যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।

বাড়ি যেন তাসের ঘর, ৪৮ ঘণ্টায় মৃত ৬০, হিমাচলে চলছে প্রলয়

সিমলা, ১৬ আগস্টঃ যেন প্রলয় নেমে এসেছে হিমাচলে। একের পর এক মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, ধস এবং পড়পা বানের জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য জুড়ে। গত ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে অন্তত ৬০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। রবিবার সকাল থেকে একটানা ভারী ষ্টিড হয়ে চলেছে এই পাহাড়ি রাজ্যে। রাজধানী সিমলার সামার হিল, কৃষ্ণ নগর এবং ফাগলি এলাকায় ধসের কারণে প্রায় কুড়ি জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিমলার একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত কৃষ্ণ নগর এলাকায় ধসের কারণে প্রায় আটটি বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল দুই জনের। এদিন সকালে সামার হিলে আরও বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেসে গিয়েছে। এই ঘটনাতেও বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সামার হিল এবং কৃষ্ণ নগর এলাকায় সেনা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটির সদস্যরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত সামার হিল থেকে ১৩টি, ফাগলি থেকে পাঁচটি এবং কৃষ্ণনগর থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার যে শিব মন্দিরটি ভেঙে পড়েছিল, তার তলায় এখনও অন্তত দশটি মৃতদেহ চাপা পড়ে রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কৃষ্ণ নগর এলাকার প্রায় ১৫টি বাড়ি ধসে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। সেগুলি খালি করে পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির কারণে ধসের ভয়ে আরও বেশ কয়েকজন নিজ নিজ বাড়ি ছেড়ে নীচে নেমে গিয়েছেন। ইন্দোরা এবং

কাংড়ার মতো রাজ্যের নীচু এলাকাগুলিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখি জানিয়েছেন, ওই এলাকাগুলি থেকে ৮০০-রও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ''আমি কাংড়ায় যাচ্ছি। সেখান থেকে ৬৫০ জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০ জন এখনও আটকে আছেন, উদ্ধার অভিযান চলছে। সিমলায় আরও একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের পরিকাঠামো ফের নতুন করে গড়তে আমাদের প্রায় ১ বছর সময় লাগবে।'' ভারী বৃষ্টি এবং বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে বুধবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় শিক্ষা বিভাগ। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত পঠনপাঠন স্থগিত রেখেছে হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ও। রাজ্যের প্রায় ৮০০ রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ধসের জেরে। এর আগে, জুলাই মাসের শুরুতেও মান্ডি, কুলু এবং সিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছিল এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। রবিবার থেকে ফের বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এই পাহাড়ি রাজ্য। শুধু তাই নয়, এখনই বৃষ্টি পরিস্থিতির কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রাজ্যে ক্ষমতায় আছে কংগ্রেস। এই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে সরকার। হিমাচল সরকার চাইছে, হিমাচল প্রদেশকে দুর্যোগ-বিধ্বস্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত ৬ জনের ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত মঙ্গলবার ধৃত ছ'জনকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার তাদের আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়। আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত তাঁদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মঙ্গলবার আরও ছজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদের তিন প্রাক্তনী এবং তিনজন বর্তমান ছাত্র। অভিযুক্তরা হলেন জম্মুর বাসিন্দা মহম্মদ আরিফ, পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা আসিফ আফজল আনসারি, উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা অঙ্কন সরকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানা এলাকার বাসিন্দা অসিত সর্দার, মন্দিরবাজারের সুমন নস্কর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার বাসিন্দা সপ্তক কামিল্যা। এঁদের মধ্যে অসিত, সপ্তক এবং সুমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এই ঘটনায় আরও তিনজনকে এর আগে গ্রেফতার করা হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, আগের তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বাকিদের নাম উঠে এসেছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ছ'জনের মধ্যে তিন জন ঘটনার পর হস্টেল ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁদের নিজেদের জেলা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ছাত্রদের ১৪

দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু আদালত ১২ দিনের হেফাজত মঞ্জুর করে। পুলিশ ইতিমধ্যে ধৃতদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এ ছাড়া, প্রাক্তনী সপ্তকের ল্যাপটপও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে আদালতে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন আদালতের বাইরে বেরিয়ে আইনজীবী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আগে যে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়, তাঁদের বয়ান থেকেই এই ছ'জনের নাম উঠে আসে। ঘটনায় এঁরা জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় এঁদের বয়ানে বেশ কিছু অসঙ্গতিও ধরা পড়েছে। তদন্ত অনেকটাই এগিয়েছে। পুলিশ ভাল কাজ করছে। আশা করছি, দোষীদের শীঘ্রই তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারব।''

দেশের অগ্রগতিতে বাজপেয়ীজির ভূমিকা

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃমৃত্যুবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে অন্তরের অন্ত ঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে দিল্লিতে, অটল সমাধি স্থল 'সদাইভ অটল'-এ গিয়ে বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, দেশের অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বাজপেয়ীজি।বুধবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ (আগে টুইটার) প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের সঙ্গেই পুণ্যতিথিতে অসাধারণ অটলজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর নেতৃত্বে ভারত অনেক উপকৃত হয়েছিল। দেশের অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

চাঁদের আরও কাছে পৌঁছল চন্দ্রযান-৩

বেঙ্গালুরু, ১৬ আগস্ট ঃ চাঁদের আরও কাছে পৌঁছে গেল ভারতের চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রযান ৩-কে চাঁদের দিকে এগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ পার করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ১৬ আগস্ট (বুধবার) সফলভাবে কক্ষপথ উত্তোলনের কাজ সফল করেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে পঞ্চম এবং চূড়ান্ত চাঁদের কক্ষপথের কৌশলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতের চন্দ্রযান-৩ অবস্থান করছে ১৫৩ কিলোমিটার স্ম ১৬৩ কিলোমিটার কক্ষপথে। ১৭ আগস্ট ল্যান্ডার মডিউলকে পৃথক করার পরিকল্পনা রয়েছে ইসরো-র।এবার চন্দ্রযান-৩-এর প্রপালশন মডিউল থেকে ল্যান্ডার 'বিক্রম'-কে আলাদা করবে ইসরো। বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) ল্যান্ডারকে বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে ইসরো-র তরফে। এই মুহূর্তে চাঁদের কক্ষপথে দিব্যি ভালো রয়েছে ভারতের চন্দ্রযান। চাঁদ থেকে একেবারে সামান্য দূরে তা অবস্থান করছে এবং আগামী ২৩ আগস্ট চাঁদে সফট ল্যান্ডিং করতে পারে এই চন্দ্রযান।

বিন্দেশ্বর পাঠকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাজ্যপালের

শিমলা, ১৬ আগস্ট ঃ সুলভ ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা বিন্দেশ্বর পাঠকের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করলেন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা।বিদেন্দশ্বর পাঠক নয়াদিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা বলেন, পাঠক স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি সুলভ

সুন্দরবনে ২০ হাজার ফলের গাছ বসাচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

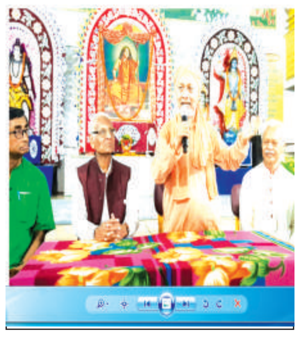

নিজস্বসংবাদদাতা,১৬আগষ্টঃ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং ভাঙ্গন রোধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। আয়লার পর থেকে নদী বাঁধ রক্ষা করতে কয়েক লক্ষ নারকেল, আম, কাঁঠাল,জামরুল,সবেদা গাছ সহ বিভিন্ন ফলের গাছ বসানো হয়েছে। এবছর ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফের কুড়ি হাজার ফলের গাছ বসানো শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে সংঘের সন্ন্যাসীদের হাতে আম, কাঁঠাল, লেবু সহ বিভিন্ন গাছ তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবর ফ্রেন্ডস ফোরাম ও লায়ন্স ক্লাব অফ সাউথ ক্যালকাটার উদ্যোগে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, এই কুড়ি হাজার গাছ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সংঘের যে শাখা গুলি রয়েছে তাদের মাধ্যমে এবং গ্রামবাসিন্দাদের মাধ্যমে রোপন করা হবে। আগামী দিনে আরো কয়েক লক্ষ গাছ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

'সদাইভ অটল'-এ বাজপেয়ীকে স্মরণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট গুণমুগ্ধদের

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ প্রয়াণ বার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। বুধবার সকালে বাজপেয়ীর সমাধিস্থল 'সদাইভ অটল'-এ গিয়ে বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জনদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ বিশিষ্ট গুণমুগ্ধরা।এছাড়াও সদাইভ অটলে উপস্থিত হয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর প্রমুখ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে এনডিএ নেতারাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'সদাইভ অটল'-এ গিয়ে বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এনসিপি-র প্রফুল প্যাটেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আপনা দলের (সোনিলাল) নেত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এবং হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার জিতন রাম মানঝি প্রমুখ।

জন্মদিনে কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, আপ সুপ্রিমোর দীর্ঘায়ু কামনা করলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ জন্মদিনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকাল ৬.৩৩ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জন্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। এরপর সকাল ৮.৪৭ মিনিট নাগাদ ' বয়'ও প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে।৫৫ বছরে পা দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দেশের রাজনীতিতে তিনি নতুন মুখ হিসাবে উঠে আসেন ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে। সেই সময় রাজধানীতে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে জোরালো আন্দোলন শুরু হয় অরবিন্দের নেতৃত্বে। সে সময় নির্ভয়াকাণ্ড নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছিল শীলা দীক্ষিতের সরকার। শেষমেশ ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস সরকারকে হঠিয়ে ক্ষমতায় আসে কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি। দিল্লির গণ্ডি পেরিয়ে এখন দেশের অন্যান্য রাজ্যেও বিস্তার হয়েছে কেজরিওয়ালের দলের। আপাতদৃষ্টিতে বিজেপির সঙ্গে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হঠাতে ইতিমধ্যে অবিজেপি দলগুলির 'ইন্ডিয়া' জোটে নাম লিখিয়েছে তাঁর দল আপ। যাইহোক, রাজনৈতিক বিভেদকে দূরে রেখে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

চাঁচল ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে জোটের সমর্থনে তৃণমূলের সভাপতি

মালদা তনুজ জৈন১৬আগস্টঃ মালদহের চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে নাটকীয় মোড়।তৃণমূলের জেলা সভাপতির প্রস্তাবিত প্রার্থী হলেন না সভাপতি।তৃণমূলের একাংশ এবং সিপিএম- কংগ্রেস জোটের জয়ী প্রার্থীদের সমর্থনে চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন বাদল সাহা।যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সুজাতা সরকার কে সভাপতি করার। সুজাতা সরকারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি খোদ আব্দুর রহিম বক্সী।যার ফলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল।চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি কার?এই নিয়ে টানাপড়েন তৃণমূল এবং জোটের মধ্যে।কংগ্রেস সিপিএম জোটের দাবি তৃণমূলের যিনি সভাপতি হয়েছেন তিনি কংগ্রেস সিপিএম জোটের জয়ী প্রার্থীদের সমর্থনেই হয়েছেন। তৃণমূল যাকে সভাপতি করতে চেয়েছিল তিনি হতে পারেননি। তাই পঞ্চায়েত সমিতি কার্যত কংগ্রেস সিপিএম জোটের দখলে।নবনির্বাচিত সভাপতি বাদল সাহাও মেনে নিয়েছেন তাকে ভোট দিয়েছিল কংগ্রেস সিপিএম জোটের জয়ী প্রার্থীরা।যদিও জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির পাল্টা দাবি পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলেরই। জোটের দাবি ভিত্তিহীন।সমগ্র ঘটনা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তর্জা। প্রসঙ্গত চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে ২১টি আসনের মধ্যে ১৪ টি আসনে জিতে তৃণমূল।কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের দখলে যায় সাতটি।স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত সমিতি দখলে বাধা ছিল না তৃণমূলের কাছে। কিন্তু সভাপতি কে হবে এই নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায় দলের অন্দরে।দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে তৃণমূলের জয়ী ১৪ জন প্রার্থী।জেলা সভাপতি রহিম বক্সীর নির্দেশে দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেই জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে সুজাতা সরকার কে সভাপতি করা হবে।কিন্তু সুজাতা সরকার কে কে মানতে রাজি ছিল না জয়ী প্রার্থীদের একাংশ।যার প্রভাব পড়ল সভাপতি নির্বাচনে। সোমবার চাঁচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল।সভাপতি হিসেবে উঠে আসে তৃণমূলের সুজাতা সরকার এবং বাদল সাহার নাম।ভোটাভুটিতে দশটি ভোট পড়ে সুজাতা সরকারের পক্ষে এবং এগারটি ভোট পা বোদল সাহার পক্ষে।সূত্রের খবর বাদল সাহা তৃণমূলের চারজন এবং কংগ্রেস সিপিএম জোটের সাতজন প্রার্থীর সমর্থন পেয়েছে।এদিকে বাদল সাহা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হতেই চাঁচল ২ নং ব্লক দপ্তরের বাইরে বিজয়উল্লাসে মেতে উঠেন সিপিএম কংগ্রেস জোটের কর্মী সমর্থকরা।কারণ এই জয় তারা তাদের জয় হিসেবেই দেখছেন। অন্যদিকে সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূলের আব্দুল কালাম।বাদল সাহা ব্লক দপ্তরের বেরিয়ে আসতেই সবুজ ও লাল আবিরে রাঙিয়ে দেয় জোটের কর্মীরা।এদিকে সমগ্র ঘটনা নিয়ে মুখে না বললেও অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব।নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা জানান, আমি তৃণমূল থেকেই জিতেছি। সভাপতি হিসেবে দুই জনের নাম উঠে এসেছিল তৃণমূলের। আমি ২১ জনের মধ্যে ১১ জনের ভোট পেয়ে জিতলাম। আমাকে কংগ্রেস সিপিএম জোটের প্রার্থীরাও সমর্থন করেছে। এই পঞ্চায়েত সমিতি তাই সর্বদলীয় ভাবে হল বলা চলে।চাঁচল ২ নং ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হকের দাবি, তৃণমূলের মধ্যে সভাপতি হওয়া নিয়ে মতানৈক্য ছিল। যিনি সভাপতি হলেন তিনি কংগ্রেস সিপিএম জোটের সমর্থনে হয়েছে। তাই এই জয় আমাদের জয়।পাল্টা তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির দাবি, ওই পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের। এককভাবে আমরা দখল করেছি। সভাপতি এবং সহ-সভাপতি তৃণমূল থেকেই হয়েছে। এই দাবি ভিত্তিহীন।অন্যদিকে চাঁচল ১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হল কংগ্রেসের।পঞ্চায়েত রাজ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মত চাঁচল ১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি দখল করলো তৃণমূল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন অঞ্জনা সাহা এবং সহ-সভাপতি জাকির হোসেন।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলে মৃত্যু ৬০-এর বেশি, লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ডও

শিমলা ও দেহরাদূন, ১৬ আগস্ট ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ভূমিধসের জেরে হিমাচল প্রদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। ভারী বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসের কারণে চার দিনে হিমাচল প্রদেশে মারা গিয়েছেন অন্তত ৬০ জন। মঙ্গলবার ধস নামার কারণে কালকা থেকে শিমলা যাওয়ার রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ব্যাপক ভূমিধসের জেরে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত শিমলার সামার হিল এলাকা, সেখানে বুধবারও উদ্ধারকাজ চলছে।এসডিএম শিমলা (আর্বান) ভানু গুপ্তা বলেছেন, এখনও পর্যন্ত এখানে ১৪টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এনডিআরএফ-এর সেকেন্ড ইন কমান্ড বি এস রাজপূত বলেছেন, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এখানে ২১ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা ১২টি দেহ উদ্ধার করেছি। বুধবার আমরা আরও একটি দেহ পেয়েছি, এখনও পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা ভারী যন্ত্রপাতি ছাড়া বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি। আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না কখন অনুসন্ধান শেষ হবে, কারণ নীচের এলাকায় মৃতদেহগুলি কমপক্ষে ২ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে মঙ্গলবার রাতে শিমলায় বৈঠকে বসেছিলেন। হিমাচলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ বুধবার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা হতে পারে বলেও প্রশাসন সূত্রে খবর। হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ডও। সেখানেও বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উত্তরাখণ্ডেও আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দুই রাজ্যের বিক্ষিপ্ত এলাকায় লাল সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,নিরন্তর বা।ছে যমুনার জলস্তর। দিল্লিতে ফের বিপদসীমার ওপরে পৌঁছে গেল যমুনার জলস্তর। মঙ্গলবার দিল্লির পুরানো রেল ব্রিজে যমুনার জলস্তর ছিল ২০৫.৩৯ মিটার, বুধবার সকালে তা একটু কমে ২০৫.৩৩ মিটারে পৌঁছয়। একটু কমলেও, যমুনার জলস্তর এখনও বিপদসীমাতেই রয়েছে। বিগত দু'দিন ধরে বৃষ্টিপাতের জেরে যমুনার জলস্তর ফের বৃদ্ধি পেয়েছে।কেন্দ্রীয় জল কমিশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাতে জানানো হয়েছিল, দিল্লিতে ফের বৃদ্ধি পেয়েছে যমুনার জলস্তর। মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ বিপদসীমা (২০৫.৩৩) অতিক্রম করে ২০৫.৩৯ মিটারে পৌঁছে যায়। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে প্রবল ভারী বৃষ্টিপাতের কারণেই যমুনার জলস্তর নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বুধবার সকালে একটু কমেছে যমুনার জলস্তর।অন্যদিকে চামোলিতে,উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার যোশীমঠে একটি বাড়ি ধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) সূত্রে জানা গিয়েছে, বদ্রীনাথ হাইওয়ে ও পিপালকোটি - যোশীমঠের মধ্যবর্তী এলাকায় হিলং গ্রামে মঙ্গলবার সন্ধ্যে নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ব্যক্তির দেহ বাড়িটির ধবংসাবশের মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। দেহটি জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া

মন্ত্রীর গড়ে মন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন করা রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয়দের

মালদাতনুজ জৈন১৬আগস্টঃমন্ত্রীর গা রাস্তা ঢালাই এর কাজে ব্যবহার হচ্ছে নিম্নমানের সিমেন্ট এবং বালি।মানা হচ্ছে না সিডিউল।যে কোনো সময় ধসে যেতে পারে রাস্তা। ব্যাপক ক্ষোভ জমেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে। কাঠগড়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার। তৃণমূল কাটমানি নিচ্ছে বলেই রাস্তার হাল বেহাল অভিযোগ বিরোধীদের। বিরোধীদের আরো অভিযোগ যেহেতু পঞ্চায়েত হাত ছাড়া হয়েছে তাই তৃণমূলের ইন্ধনে নিম্নমানের রাস্তার কাজ করছে ঠিকাদার। শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এলাকাবাসীকে। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। দুর্নীতি হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সাফাই তৃণমূল নেতৃত্বের। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় হাসপাতালগামী রামবিধু মোড় থেকে মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা সংস্কার হচ্ছে ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অর্থে।প্রায় চার মাস আগে শুরু হয় এই সংস্কারের কাজ।মাঝে পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন কাজ বন্ধ ছিল।ভোটের পর রাস্তার কাজ ফের চালু হতেই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। হাসপাতালগামী এই রাস্তা এলাকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। প্রত্যেকদিন প্রায় কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে এই রাস্তার উপর দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার দশা বেহাল ছিল।ভোটের মুখে ঘটা করে রাস্তার শিলান্যাস করে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এলাকাবাসী ভেবেছিল সামনে পঞ্চায়েত ভোট আছে বলেই হয়তো তাদের সমস্যার সমাধান হল। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি ছিল ভোটের আগে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর দখল করতে এটা তাদের মাস্টার স্ট্রোক। যদিও রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়াই কাজ স্থগিত থাকে।এবার পুনরায় কাজ শুরু হতেই দুর্নীতির অভিযোগের পাহাড় নিয়ে সরব স্থানীয়রা।স্থানীয়দের অভিযোগ সিডিউল টাঙানো হয়নি রাস্তার কাজের। নেই কোন বোর্ড। ১০ মিটার ঢালাইয়ের কথা থাকলেও করা হচ্ছে ৭ মিটার।অত্যন্ত নিম্নমানের বালি,সিমেন্ট এবং পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে রাস্তার কাজে।এই ভাবে নিম্নমানের কাজ হলে নবনির্মিত রাস্তা যে কোনো সময় ধসে যেতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ এই রাস্তার কাজের টাকা বোর্ড গঠনের কাজে ব্যবহার করছে তৃণমূল। যেহেতু হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বিরোধীরা বোর্ড গঠনের প্রচেষ্টা করছে।তাই একদিকে প্রশাসনকে ব্যবহার করে বোর্ড গঠন স্থগিত করিয়েছে তৃণমূল।অন্যদিকে এইসব রাস্তার কাজের টাকা বোর্ড গঠনের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে তারা। বিজেপির দাবী যেহেতু সদর এলাকার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে তৃণমূলকে।তাই নিম্নমানের কাজ করিয়ে মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে তৃণমূল।স্থানীয় ব্যবসায়ী নির্মল কেডিয়ার অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের জন্য চার মাস আগে রাস্তা খোড়া হয়েছে। তারপর মাঝে কাজ বন্ধ ছিল। এখন অত্যন্ত ধীর গঠিত হচ্ছে কাজ।রাস্তার এই অবস্থার জন্য চরম ভোগান্তি হচ্ছে মানুষের। হাসপাতালে যেতে গিয়ে রোগীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।রাস্তার দুই ধারে যে সব ব্যবসায়ী দোকান রয়েছে তাদের ব্যবসায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা পবন দাস জানান, ঠিকাদারের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তার পাশে কোন বোর্ড বা সিডিউল টাঙানো নেই। অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। এই রাস্তা দুই দিনও টিকবে না।বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়াল বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তৃণমূলের নেতা বা তাদের পরিবারের লোকেরাই ঠিকাদারি করে। রাস্তার কাজে কাটমানি দিতে হয়। তৃণমূলের আমলে যেই কাজই হবে তাতে দুর্নীতি হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকে মানুষ তৃণমূলকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।কংগ্রেস নেতা আদিত্য মিশ্রর কটাক্ষ করে বলেন , রাস্তার টাকা বোর্ড গঠনের কাজে ব্যবহার করছে তৃণমূল। ওই টাকা দিয়ে বিরোধীদল ভাঙ্গানোর চেষ্টা করছে।প্রশাসনকে ব্যবহার করছে।যদিও তৃণমূল নেতা তথা জেলা তৃণমূল -সহ-সভাপতি বাবলা সরকারের সাফাই,বিরোধীদের কথার কোনো ভিত্তি নেই।রাজনীতি করার জন্য এই অভিযোগ করছে।দুর্নীতি হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তৃণমূল দুর্নীতি কে প্রশ্রয় দেয় না।জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।ভোটের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে হাজির হয় রাজনৈতিক দলের নেতারা। কিন্তু ভোট মিটলেই উধাও হয়ে যায় প্রতিশ্রুতি।যে টুকুও কাজ হয় তার মধ্যে উঠে আসে দুর্নীতির অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি এইভাবে দুর্নীতি করলে কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের মানুষের মনে সর্বদা বিরাজমান বাজপেয়ীঃশিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ১৬ আগস্ট ঃ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকী। সারা দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই নিয়ে একটি ট্যুইট করেন। তিনি ট্যুইটে লিখেন, আমি নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা এবং সুশাসনের পথপ্রদর্শক অটল বিহারী বাজপেযীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি''।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতবর্ষের মানুষের মনে সবসময় বিরাজমান রয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে সকলের মনে জীবিত রেখেছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী ও নজিরবিহীন। তিনি সবসময় জনকল্যাণের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। অন্য একটি ট্যুইটে, মুখ্যমন্ত্রী চৌহান আধ্যাত্মিক গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

খাড়গে-কে অহঙ্কারী বললেন জিতেনরাম, প্রধানমন্ত্রীর ঢালাও প্রশংসা এইচএএম প্রধানের মুখে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর ঢালাও প্রশংসা করলেন হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চা (এইচএএম)-র প্রধান জিতেনরাম মানঝি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসার পাশাপাশি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। খাড়গে-কে অহঙ্কারী বলেছেন জিতেনরাম। বুধবার সকালে দিল্লিতে অটল সমাধি স্থল 'সদাইভ অটল'-এ গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চা (এইচএএম)-র প্রধান জিতেনরাম মানঝি।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করেন মোদীজি। আগামী দিনে তিনি আবার পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। তিনি বাজপেয়ীজির মতো সম্পূর্ণ উন্নয়ন করতে চান...খাড়গে অহঙ্কারী, তাঁর কোনও ভিত্তি নেই। যেখানেই বিজেপি সরকারে নেই, সেখানেই দুর্নীতি। ১৭০০ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি সেতুগুলি ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে খুনসুটি। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ধর্মীয় রাজনীতি করেন, অথচ মোদীজি দেশ হিসেবে একসঙ্গে চলার কথা বলছেন।

স্বাধীনতা দিবসে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্বসংবাদদাতা,১৬আগষ্টঃ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে। সারাদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ভারত সবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৮ তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষ্যে স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ ১২৮জন কিশোর কিশোরী কে সাধন দীক্ষা দান করেন। ১২৮টি পরিবারকে হিন্দুধর্মগ্রন্থ প্রদান করা হয়। ৩০জন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ৭৭জন গৃহশিক্ষক ও চিকিৎসককে প্রণব সেবা সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী ওমপ্রকাশানন্দ, বাসুদেব হালদার, মণীন্দ্রনাথ মন্ডল, গিরিধারী সাহা, অভিজি বসু, আইনজীবী মানব সরকার, দেবব্রত দোলুই, পঞ্চায়েত প্রধান মাধুরী ঘোরামী, উপপ্রধান শুভজি মন্ডল প্রমুখ।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর, তীব্রতা ৩.৪

মুম্বই, ১৬ আগস্ট ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৬.৪৫ মিনিট নাগাদ মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর জেলায় ৩.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ১৭.১৯ অক্ষাংশ ও ৭৩.৭৯ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায়।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, গোয়ার বাগা থেকে ১৮১ কিলোমিটার উত্তর, পানাজি থেকে ১৮৯ কিলোমিটার উত্তর ও গোয়ার ভাস্কো ডা গামা থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭আগষ্টঃবৃহৎবার, ৩১শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩১ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩১ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**আপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা হবে। **মিথুন রাশিঃ**কোন বন্ধুর দ্বারা জ্যোতিষতাত্ত্বিক পথপ্রদর্শন আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য ভালো করতে উৎসাহিত করবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করবে **কর্কট রাশিঃ**উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে।।। **সিংহ রাশিঃ**ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে হবে **কন্যা রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। টাকাপয়সা লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না।শুভদিন **তুলা রাশিঃ**আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিপরীত লিঙ্গের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ**বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। **ধনু রাশিঃ**আপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত হবে **মকর রাশিঃ**ধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুনা। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। সংসারে শান্তি **মীন রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে

বুকে ব্যথা, হাসপাতালে ভর্তি সূর্যকান্ত মিশ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ হাসপাতালে ভর্তি করতে হল অসুস্থ বর্ষীয়ান বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। বুধবার শহরের একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। তবে তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। আলিমুদ্দিন সূত্রে খবর, আচমকা বুকে ব্যাথা শুরু হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত শারীরিক পরীক্ষার জন্য কয়েকদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, দলের আর এক নেতা, তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বেশ কদিন চিকিৎসার পর বাড়ি ফিড়ে গিয়েছেন।

ছেলে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, আত্মবিশ্বাসী সুমনের বাবা

দুরন্ত বার্তা, মন্দিরবাজার, ১৬ আগস্ট ঃ যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে নজন। ধৃতদের মধ্যে একজন সুমন নস্কর। আদতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার অন্তর্গত আটমসিপুর গ্রামের সুমন গত কয়েক বছর ধরে পড়াশোনার কারণে মন্দিরবাজার থানা এলাকার মাধবপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। সঙ্গে তাঁর বাড়ির সদস্যরাও বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকেই বুধবার সুমনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ধৃত সুমনের বাবা জগদীশ নস্কর বলেন, 'পুলিশ এল, এসে দরজা খুলতে বলল, আমি আর আমার স্ত্রী দরজা খুললাম। আমায় নাম জিজ্ঞাসা করল, ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করল, আমি ছেলেকে ডাকলাম। আধার কার্ড দেখতে চাইল, দেখালাম। আমি জানতে চাইলাম কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বলল যাদবপুরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। এখন গ্রেফতার করছি না। ফোন নম্বর লিখে নিল। বলল পরে আইনগতভাবে কিছু হলে জানাব।' জগদীশবাবু জানাচ্ছে, ঘটনার দিন তাঁর ছেলে সেখানে ছিল। তবে ঘটনার মূহূর্তে সুমন সেখানে ছিল না বলেই দাবী তার বাবার। সুমন কি এই ঘটনায় যুক্ত? উত্তরে জগদীশবাবু বলেন, 'কোনও মতেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনা, ও কোনওদিন এইরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। সুমনের দিদি তিথি নস্কর বলেন, সুমন বাড়িতে এসে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলেছিল। কিন্তু আমি বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওকে ও কিছু জানে কিনা। এই ঘটনার সঙ্গে কোন রকম ভাবে যুক্ত নয়।

উত্তরপাড়ায় খুঁটি পূজার উদ্বোধন পুরচেয়ারম্যানের

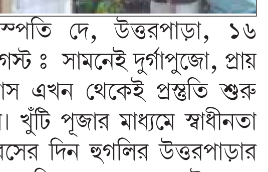

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১৬ আগস্ট ঃ সামনেই দুর্গাপুজো, প্রায় দুমাস এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হল। খুঁটি পূজার মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের দিন হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে খুঁটিপুজো করে সূচনা করা হলো সঙ্গে ঢাকের বাজনা। এই খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। বড় খুঁটিকে সাজিয়ে পুরোহিত সেই খুঁটি পুজো করে মাটিতে পোতা হলো পুরো চেয়ারম্যান খুঁটি মাটিতে বসিয়ে উদ্বোধন করলেন এই খুঁটিপুজ উপলক্ষে এলাকায় সাড়া পড়ে যায় । উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা ক্লাবের পক্ষ থেকে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সঙ্গে দুই সাংবাদিককে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন মাখলা বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজো এবার ৭১ তম বর্ষে পড়ল প্রত্যেক বছর এরা খুব ভালো পুজো করে থিমের উপর জোর দেয় এবারও তারা থিমের পুজো করছে সেই সঙ্গে পুজোর পরিবেশের উপর জোর দেয়। ক্লাবের প্রত্যেকটি ছেলে পরিশ্রম করে এই দুর্গা পুজো টি সার্থক করে তোলে প্রত্যেক বছর এলাকার মানুষের আগ্রহ থাকে এই পুজোর উপর। ক্লাব কর্তাদের বক্তব্য এই পূজো আমাদের এবার ৭১ বছরে পড়ল আমরা থিমের পুজো করি এবার কেরালার উপর থিম তৈরি করে পুজো হবে সেই সঙ্গে আমরা পরিবেশের উপর নজর দিয়ে থাকি সাধারণ মানুষের প্রত্যেকবার আগ্রহ থাকে আমাদের পুজোর ওপর আমরা সেটা সার্থক করার চেষ্টা করি।

যাদবপুর নিয়ে হাই কোর্টে এ বার জনস্বার্থ মামলা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে এ বার কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করল তৃণমূল। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ সভাপতি সুদীপ রাহার করা এই মামলা নিয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বঃে দ্যাপাধ্যায়। সোমবার এই মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। গত সোমবারেই যাদবপুরকাণ্ডের সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সায়ন বঃে দ্যাপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় আদালত। চলতি সপ্তাহেই

মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতে কল্যাণবাবুর বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন বলে কিছু নেই। সেখানে সিসি ক্যামেরা বসানো হলেও ভেঙে দেওয়া হয়। অবাধে বাইরের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এর পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে নিশানা করে কল্যাণবাবু বলেন, আচার্যের কাজ কেবল উপাচার্য নিয়োগ করা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দিকেও তাঁর নজর দেওয়া উচিত। জনস্বার্থ মামলায় মূলত তিনটি আবেদন জানানো হয়েছে। এক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)'র নিয়ম মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সিসি ক্যামেরা বসাতে হবে। দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্র তৈরি করতে হবে এবং বাইরে থেকে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে নাম নথিভুক্ত করে ঢুকতে হবে। এই মামলার আর এক আইনজীবী হলেন অর্ক নাগ।

চালকের কানে মোবাইল, পুলকার দুর্ঘটনায় আহত ২ ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ পুলকার দুর্ঘটনায় আহত ২ পড়ুয়া। মুঠোফোনে কথা বলতে গিয়েই দুর্ঘটনা বলে স্বীকার করেছেন চালক। ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গাড়িসহ চালককে আটককে করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার নিউটাউনের সাপুরজি এলাকা থেকে পাঁচ জন পড়ুয়াকে নিয়ে একটি বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছিল পুলকারটি। কারিগরি ভবন পেরনোর পর চালকের মোবাইলে ফোন আসে। তাঁর দাবি, সেই ফোন ধরতে গিয়েই ঘটে যায় বিপত্তি। ফোনে কথা বলতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় দু'জন ছাত্র আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় গাড়িতে থাকা পড়ুয়াদের বাড়ির লোকেদেরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্তানদের নিয়ে যান

অভিভাবকরা। এই ঘটনায় গাড়িসহ ওই চালককে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় গাড়ির চালক শুকদেব বিশ্বাস জানান, তিনি কাজ করেন অন্য জায়গায়। সেখানে একটা গাড়ি বিকল হয়ে যায়। যার জন্য তাঁর কাছে লাগাতার ফোন আসছিল। তিনি বেশ কয়েকবার ফোন কেটে দিয়েছেন বলেও দাবি ওই চালকের। কিন্তু তারপরেও আসতে থাকে ফোন। আর সেই ফোন ধরতে গিয়েই ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে বারাসতে 'হেরিটেজ ওয়াক'

বারাসাত, ১৬ আগস্ট ঃ ১৮৪ বছর আগে ১৮৩৯ সালের ১৯শে আগস্ট ফটোগ্রাফির প্রযুক্তি এবং শিল্পের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিলো সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। দিনটিকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর ১৯শে আগস্ট সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি ডে। এই বিশেষ দিনটি উদযাপনের লক্ষ্যে কলার্ট এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে 'বারাসাত হেরিটেজ ফটো ওয়াক'-এর। দু ঘণ্টার এই ফটো ওয়াক এ ছবি তুলতে তুলতে পথচলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত শহরের ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন। ছোট্ট করে জানার চেষ্টা করবো তার ইতিহাস। কোথায় ছিল আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সত্যিই কি ছিল বারাসাত থেকে একেবারে ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধার পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গপথ, বারাসাতের কাছেই কোথায় হয়েছিল সেই নারকীয় হত্যাকান্ড যা নাকি জালিয়া নওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডকেও হার মানায়? বারাসাতের কোথায় আছে সেই মন্দির যেখানে দুর্গাপুজোর সংকল্প হতো মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত স্ত্রী যোধাবাইয়ের নামে? জানার থাকবে আরও অনেক কিছুই। সঙ্গে থাকবে সামান্য একটু চা বিস্কুটের আয়োজন। যোগ দিতে পারেন আপনিও। কোন প্রবেশমূল্য নেই, কিন্তু সর্বাধিক ৩০জন যোগ দিতে পারেন আগে রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে। অন্ততঃ চার কিলোমিটার হাঁটার মতো শারীরিক দক্ষতা, অনুশাসন ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। ফটো ওয়াক চলাকালীন ধূমপান বা অন্য কোন নেশার দ্রব্য গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ৮১১৬৭৬৭১৮২ নম্বরে। বৃষ্টি অথবা কোন অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তিত হতে পারে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা অ্যাথলিট ছিলেন নীলিমা ঘোষ, স্মৃতি রোমন্থন

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ নীলিমা ঘোষ। স্বাধীন ভারতের প্রথম বাঙালি মহিলা অ্যাথলিট, যিনি ১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আরেক এক মহিলা অ্যাথলিট মেরি ডি সুজার সাথে তিনি অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। নীলিমার আগে অবশ্য টোকিও অলিম্পিকে ইলা মিত্র প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঐ বছর অলিম্পিক বাতিল হওয়ার জন্য তিনি অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারান। এর ১২ বছর পর ১৯৫২ সালে আরেক বাঙালি মহিলা নীলিমা ঘোষের হাত ধরেই হেলসিংকি অলিম্পিকে স্বাধীন ভারত তার প্রথম মহিলা অলিম্পিয়ানকে খুঁজে পায়। নীলিমা যে সময় ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ভারতের মহিলারা সেই সময় স্কুল স্তরে অ্যাটলেটিক্স করলেও কেবল খেলাকে পেশা হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার তাদের কাছে অসম্ভব এক

কল্পনা ছিল।তবুও এই পুরুষ শাসিত সমাজের হাজারো বিধি নিষেধকে তোয়াক্কা না করে খেলা বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্স এর মত কঠিন বিভাগকে বেছে নিয়েছিলেন যেসব মহিলারা নিজের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম হিসেবে, নীলিমা ঘোষ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হেলসিংকি অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট ও ৮০ মিটার হাডলস বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন, ১০০ মিটার স্প্রিন্টের প্রথম রাউন্ডে প্রথম হিটেই নাম ছিল নীলিমার। ডিসুজার নাম ছিল নবম হিটে। ফলত, প্রথম স্বাধীন ভারতীয় মহিলা অলিম্পিয়ান হিসেবে বাঙালি কন্যা নীলিমা ঘোষের নামই ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে যায়। ১০০ মিটার দৌড়ে নীলিমা ১৩.৮ সেকেন্ড দৌড় শেষ করে চতুর্থ হন এবং আশি মিটার হার্ডেলসে তিনি হিটের বিজয়িনীর থেকে ২ সেকেন্ড পরে শেষ করে পঞ্চম হন। অলিম্পিকে নীলিমার যাত্রা হিটে শেষ হয়ে গেলেও কিন্তু আগামীদিনে ভারতীয় মহিলাদের অলিম্পিকে অংশগ্রহণের পথ রচিত হয়েছিল এই নীলিমার হাত ধরেই। আর এই নীলিমা ঘোষকে আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো মনে রাখি নি, কিন্তু আমাদের অ্যাথলিটরাও কিন্তু জানেন না তাকে!

সাইবার অপরাধ রুখতে পৃথক বিভাগ রাজ্য পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ সাইবার অপরাধ রুখতে রাজ্য পুলিশেও এবার কলকাতা পুলিশের ধাঁচে পৃথক সাইবার অপরাধ বিভাগ চালু হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এডিজি পদ মর্যাদার আই পি এস অফিসার হরিকিশোর কসুমাকারকে এই উইং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিউ টাউনে নব গঠিত রাজ্য পুলিসের সাইবার অপরাধ বিভাগের দফতর তৈরি হবে। আপাতত রাজ্য পুলিসের অন্যান্য বিভাগ থেকে এখানে কর্মী নিয়োগ করা হবে। মুলত,কম্পিউটারে দক্ষ এবং এই নতুন উইংয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের নিয়োগ করা হবে। ডি এস পি, ইন্সপেকটর, এস আই, এ এস আই, কনস্টেবল পদে নিয়োগ হবে। রাজ্যের সব জেলাতেই এই সাইবার ক্রাইম উইংয়ের শাখা থাকবে। যেখানে থাকবেন প্রশিক্ষিত গোয়েন্দারা। নিউ টাউনের সদর দফতরে কন্ট্রোল রুমের পাশাপাশি সাইবার ল্যাব, হেল্প লাইন চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই জেলার সাইবার অপরাধ শাখার সঙ্গে সমন্বয় রাখা হবে। রাজ্য সরকারের মতে, এরফলে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা উপকৃত হবেন। তাঁদের অভিযোগ জানাতে ভবানী ভবনে ছুটে আসতে হবে না। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের এলাকাতেও সাইবার অপরাধ মোকাবিলা করা সহজতর হবে।

হাওড়া জেলা পরিষদের শপথ গ্রহণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহ সভাধিপতি হিসেবে পুনঃ নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে কাবেরী দাস এবং অজয় ভট্টাচার্য। বুধবার হাওড়া জেলা পরিষদের পঞ্চম তলে নবনির্মিত কক্ষে দুপুর ১২টায় ছিল ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে ৪২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে হাজির ছিলেন ৪১ জন। এদিন হাওড়া জেলা পরিষদের দশম বোর্ড গঠন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন কুমার পাল, হাওড়া সদরের মহকুমা শাসক তরুণ ভট্টাচার্য, হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাঝি, সীতানাথ ঘোষ, প্রিয়া পাল, গুলশান মল্লিক, হাওড়া জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি সোমনাথ পাল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলর আকবর শেখ প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় জানান, জেলা পরিষদে কাবেরী দাস সভাধিপতি এবং অজয় ভট্টাচার্য সহ সভাধিপতি হয়েছেন। এটা আমাদের টিম ওয়ার্ক। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ মানুষের জন্য কাজ করেছে। এর পাশাপাশি প্রশাসন উন্নয়নের কাজে সহায়তা করেছে। যে কারণে এই জয় হয়েছে। এদিন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার উন্নয়নের জন্য যা করেছেন এবং যা কাজ বাকি আছে সেই কাজগুলো করার জন্য আমরা সচেষ্ট। সরকারি প্রকল্পগুলি হাওড়া জেলা পারিষদের প্রতিটি ব্লকে পরিপূর্ণতা আনবে। পুনর্নির্বাচিত সহ সভাধিপতি হিসেবে এদিন অজয় ভট্টাচার্য বলেন, দল আমাকে ১৯৯৮ সালে জেলা পরিষদের দায়িত্ব দেয়। তারপর থেকে কোনও সময় বিরোধী দলনেতা বা কোনও সময় সহ সভাধিপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত আইন মেনে উন্নয়নের স্বার্থে যা করার তা চেষ্টা করেছি। সকলে মিলে আগামী দিনেও কাজ করব। সার্বিকভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে হাওড়া জেলা পরিষদ দিশা দেখাতে পেরেছে। এদিন হাওড়া জেলা পরিষদের পুনর্নির্বাচিত সভাধিপতি কাবেরী দাস বলেন, আমরা বিগত দিনের মতো প্রত্যেকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব। গ্রামোন্নয়নে জোর দেওয়া হবে।

উলুবেড়িয়া কলেজে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, ,উলুবেড়িয়া, ১৬ আগস্ট ঃ উলুবেড়িয়া কলেজের ৭৫তম বর্ষ অর্থাৎ প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ পাল প্রমূখ।

১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস পালিত হল গোটা রাজ্যজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ আজ, ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস পালিত হল গোটা রাজ্যজুড়ে। 'খেলা হবে' কথাটি ছিল একুশের বিধানসভা নির্বাচনের টার্নিং পয়েন্ট। তারপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ১৬ আগস্ট দিনটিকে খেলা হবে দিবস বলে ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষায় খেলা হবে বলে গানও আছে। যা বেশ জনপ্রিয় এই রাজ্যে। বন্ধু এবার খেলা হবে-এটা নতুন প্রজন্মের ছেলে ও মেয়েদের মুখে শোনা যায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এটা বলে থাকেন। আবার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরাও বলতে ছাড়েন না। এবার এই গানের হিন্দি সংস্করণ আসতে চলেছে। এদিকে গত ২৮ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক করণ জোহরের সিনেমা 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহিনী'। যেখানে অভিনয় করেছিলেন আলিয়া ভাট এবং রণবীর সিং। তবে এই ছবি মুক্তির আগে জোর বিতর্কে জড়িয়েছিল। সেন্সর বোর্ড থেকে ছবির একাধিক দৃশ্যে কাঁচি চালানো হয়েছিল। কারণ এই সিনেমাতে বাংলার শাসকদলের একটি কথিত সংলাপ দেখানো হয়েছিল। হ্যাঁ, 'খেলা হবে'। যেটি তৃণমূল কংগ্রেসের একান্ত নিজস্ব সংলাপ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন দলেরই আইটি সেলের নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। এবার এটা নিয়ে হিন্দি ভাষায় গান হবে। অন্যদিকে এখন এই খেলা হবে সংলাপ শহর থেকে গ্রামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই নিয়ে তৈরি হওয়া গানও নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মুখে ফেরে। আজ, এই দিবস পালন করতে ফুটবল খেলা হচ্ছে সর্বত্র। শহরে আবার রাতের ফুটবল ম্যাচ হতে চলেছে। চারিদিকে অনেক মিম তৈরি হয়েছে 'খেলা হবে' নিয়ে। তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের অনুমতি না নিয়ে এই সংলাপটি হিন্দি ছবিতে ব্যবহার হওয়ায় অনেকেই চটে যান। যদিও সংলাপটি কাটা হয়নি ছবি থেকে। তবে এবার এই গানটি আসতে চলেছে হিন্দিতে। হ্যাঁ, জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে দাগ কাটতে গানটি হিন্দিতে বাঁধতে চলেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য নিজেই। দু'দিন আগে বেহালার মঞ্চ থেকে এই বার্তাই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন হিন্দি ভাষায় খেলা হবে? এখন দেশজুড়ে তামাম বিরোধীরা একজোট হয়েছে। এই মহাজোটের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া। আর বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। ভিন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করলে এটাই হবে থিম সং। যাতে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয় খেলাটা কেমন খেলতে হবে। এই খেলা হবে গান এবার আসতে চলেছে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে। আসলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই হিন্দি ভাষায় আসতে চলেছে 'খেলা হবে' গানটি। বাংলায় খেলা জেতার পর এবার জাতীয় স্তরের ময়দানে নিয়ে আসা হচ্ছে 'জাতীয় খেলা'। তাহলে এবার কি ভয়ঙ্কর খেলা হবে? উঠছে প্রশ্ন।

বুধবারই যাদবপুরের দুই কর্তাকে ডেকে পাঠাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু ও ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। সূত্রের খবর, বুধবার তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। দুজনকেই এদিন লালবাজারে ডেকে পাঠানো হরেছে। এর আগে ডিন অফ স্টুডেন্টসকে ২বার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। সূত্রের দাবি, তদন্তকারীরা জানতে চান, ইউজিসির নির্দেশিকায় হস্টেলে সিসি ক্যামেরা লাগানোর কথা বলা থাকলেও, যাদবপুর হস্টেল ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা নেই কেন? গত কয়েকদিনে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, মেন হস্টেলে অন্তত ২০ জন প্রাক্তনী থাকতেন। হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়ম চললেও কেন উদাসীন ছিল কর্তৃপক্ষ? এছাড়াও রেজিস্ট্রার ও ডিন অফ স্টুডেন্ট সের কাছ থেকে আরও বেশ কিছু তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আলাদা করে গড়া হয়েছে তদন্ত কমিটি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল রবিবার জানান, এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে। শীঘ্রই রহস্যের সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী।

যাদবপুরের ঘটনায় আরও ৪ গ্রেফতার, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আরও চার জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এ নিয়ে যাদবপুরকাণ্ডে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৯। সূত্রের খবর, রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ৪ জনকে গ্রেফতার করেছেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃতদের মধ্যে রয়েছে তিন প্রাক্তন ছাত্র। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেফতারির সিদ্ধান্ত নেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা। ধৃত চার জনই পলাতক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ২ ব্লকের নীচ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার হয় প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পড়ুয়ার পরিবার র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তোলে। মৃত ছাত্রের বাবা পুলিশের কাছে লিখিত ভাবে খুনের অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭।

শ্রী অরবিন্দ ভবনে, নিউ ভারত সাহিত্য কুটির প্রকাশিত রবীন্দ্র কুমার শীল রচিত 'বিপ্লবী অরবিন্দোত্তর ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম' পুস্তকটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হল।পুস্তকটি উদ্বোধন করলেন মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল সেন, শ্রী অরবিন্দ ভবনের প্রধান শ্রী বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট বিচারপতি শ্রী তপন কুমার দত্ত মহাশয়। স্বাধীনতা দিবসের প্রভাতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠান।

হুগলি জেলা পরিষদ গঠন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ আগস্ট ঃ হুগলি জেলা পরিষদ গঠন হলো বুধবার নতুন সভাধিপতি হলেন রঞ্জন ধারা সহ সভাধিপতি হলেন আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা। এদিন দুপুরে চুঁচুড়ায় জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ বাক্য পাঠ করেন এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসন সংরক্ষিত সেই জন্য এবারে আর প্রাক্তন সভাধিপতি মেহেবুব রহমান যিনি আগে দুবার সভাধিপতি ছিলেন তার বদলে এবার নতুন জেলা সভাধিপতি পদে আসলেন রঞ্জন ধারা সহ সভাধিপতি এবার নতুন কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা । এবার জেলা পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যই নবনির্বাচিত নতুন জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারার বক্তব্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যে কাজ দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করব হুগলি জেলায় বেশিরভাগই এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে রাস্তাঘাটে আলো যথেষ্ট হয়েছে পানীয় জলের একটু সমস্যা আছে সেটাও দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করব। সারা বাংলায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক উন্নয়ন করেছেন তিনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন আমি যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করবো প্রাক্তন জেলা সভাধিপতির পরামর্শ নেব তিনি অনেক উন্নয়ন করেছেন । সহসভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা একই কথা বললেন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্টরা। বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত জানালেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সারা বাংলায় একের পর এক উন্নয়ন করেছেন নতুন সভাধিপতি ভালো কাজ করবেন নতুন সব সদস্য একসঙ্গে কাজ করবেন কোনো চিন্তার কারণ নেই সবাই খুব ভালো।

জয়নগরে মাঠে নামলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ আগস্ট ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিবছর খেলা হবে দিবস পালন করা হচছে খেলার মধ্যে দিয়ে। বুধবার জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা নবীন চন্দ্র হাইস্কুলে জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে খেলা দিবস পালন করা হলো।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য।

নামখানায় ১৫ আগষ্টের দিন সুন্দরবন বাঁচাও অভিযানের ডাক দিলেন মহারাজ স্বামী নির্মলানন্দ

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৬ আগস্ট ঃ দুদিন ব্যাপী ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হলো দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে।

গত সোমবার সকাল ১০ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধীরেন কুমার দাশ। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি অভিষেক দাস ও হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান দেবব্রত মন্ডল। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এই দিনের সভায় বোলপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী নির্মলানন্দ উপস্থিত থেকে সুন্দরবন বাঁচাও অভিযানে বেশি করে তালগাছ ও কেওড়া গাছ লাগানোর কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এই দুটি গাছ ক্যান্সার প্রতিরোধক। এদিন একটি দুস্থ পরিবারকে সংগঠন মাসিক সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এদিন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ড. অশোক সান্যাল, সভাপতি, পেস ড. প্রদীপ

কুমার দাস ¯ সম্পাদক, পেস ড. সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়াদ্দার, কার্যকরী কমিটির সদস্য, পেস সন্দীপ সেন, কোশাধক্ষ্য, পেস, সুকুমার বেরা, সহসম্পাদক, পেস ড. গোরা ঘোষ, কার্যকরী কমিটির সদস্য, ড. চন্দন বিশই। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য অখিলেশ বারুই। পরের দিন অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদীপ কুমার দাস ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সভাপতি অনুপ মাইতি। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন ডক্টর দাস এবং কমল কৃষ্ণ মাইতি। এদিন মইনুল হক বৃত্তি প্রদান করা হয় মৌমিতা পরিয়াকে। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শান্তনু দাস ও মৌমিতা পরিয়া এবং নৃত্য পরিবেশন করেন দেবস্মিতা মাইতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পায়েল বসাক । এদিন কৃষি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন কৃষি বিশেষজ্ঞ রনজিত পাল ও শান্তনু দাস। এরপর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতায় নামখানা ব্লকের ৬ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এবং শুরু হয় প্রাণী চিকিৎসা ও বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ শিবির (ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র, নামখানা ব্লক)। উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের বিএলডিও ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি, নামখানা ব্লকের প্রাণী চিকিৎসক ডক্টর প্রদীপ মান্না ও ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের ড. ইনজামাম উল হক। সকালে ১১ টায় শুরু হয় প্রাণী প্রজনন ও বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ বিষয়ক সেমিনার। এদিন প্রায় ৪০ জন প্রাণী বন্ধু প্রাণী মিত্রা ও প্রাণী সেবীরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন প্রফেসর ডালিম নন্দী, ড. দুর্গা দাস মন্ডল, ডঃ মধুসূদন সরকার, ড. প্রমোদ নন্দী , ড. প্রদীপ মন্ডল, ড. সলিল সুর রায়চৌধুরী প্রমুখ। সর্বভারতীয় সংস্থা ইশার, প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ ও দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এই প্রানী বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ শিবির ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে দুদিন ব্যাপী জনমানুষের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ , ১৪৩০

গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব

বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার না করলে চলবেই না। কারণ প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার পথের মূল লক্ষ্য। আর একথা বলতেই হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব এখন প্রবল। কেন না সিংহভাগ নাগরিকের বাস গ্রামাঞ্চলে। নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তাই প্রয়োজন অর্থনীতির সুপরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ। যার মূল উপায় হয়ে উঠবে প্রযুক্তি। কেন না প্রযুক্তি না থাকলে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে, নতুন পঞ্চায়েত গঠনের। প্রাক্তন পঞ্চায়েত ও বর্তমানের সাংবিধানিক পঞ্চায়েতের ফারাক আকাশপাতাল। দেশে যেহেতু সিংহভাগ নাগরিক বসবাস করেন গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কাজেই দেশের অর্থনীতি দুনিয়ায় তৃতীয় স্থান দখল করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব দিতে হয়। আমরা জানি যে গ্রামের বিকাশ ও উন্নয়ন শহরে বসে ঠিক হয়। কারণ, সাংবিধানিক ক্ষমতার কেন্দ্র জেলার সদরে ও রাজ্যের রাজধানীতে। গ্রামের অর্থনৈতিক কাজকারবার বৃদ্ধি কীভাবে নগরের সমতুল্য করে তোলা সম্ভব কি।

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিকভাবে শহরে আয় বেশি বললে গ্রাম ছেড়ে মানুষের শহরমুখী ঢেউ শিল্পোয়নের সূচনা থেকেই চলছে। পাল্লা দিয়ে দেশে শহরের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে মহানগরগুলি অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে এবং বিপুল নগরায়নের চাপে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে। এখানে মনে রাখতে হবে, শহর কিন্তু স্বনির্ভর নয়। তাকে রসদ জোগায় গ্রামই। তাই গ্রামের উন্নতি হলে তবে শহরের উন্নতি হবে বা হতে বাধ্য। আবার এটাও বলা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিকভাবে গ্রামকে ভরতুকি জোগায় কিন্তু শহর। প্রকৃতির খুব কাছেই গ্রামের অবস্থান। প্রকৃতি থেকে যে সুযোগ গ্রাম পেয়ে থাকে তা শহর কখনই পায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর বৈষম্যের কারণে মানুষ গ্রামে থাকতে নারাজ। এমন প্রেক্ষাপটে নতুন পঞ্চায়েতের যাত্রা শুরু। উন্নয়নের লক্ষ্যে নগরের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা দরকার। যদিও তা বাস্তবে সম্ভব কি? নগর ও গ্রামের সাম্য আনার পথে বড় সহায় প্রযুক্তি। প্রযুক্তি কৃষিকাজে প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো যেমন উন্নত দুনিয়ায় সম্ভব হয়েছে, তেমনই কৃষিপণ্য বাজারজাত করাতেও তার ভাল সম্ভাবনা। আলু যখন বাংলার মাঠ থেকে তোলা বাজার দরে পোষায় না, তখন পড়শি রাজ্য বা দেশে দেখা যায় আলুর দাম লাভজনক। বাজারের চাহিদা ও উৎপাদনের গুণমান জানার বেলাতেও প্রযুক্তি দারুণ কাজে আসছে। এখানে রয়েছে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সঠিক পেশাদারি পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। চাষবাস, সমবায় শিল্প প্রভৃতি ছাড়াও অর্থ আসে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের মাধ্যমে। তৃণমূল স্তরের নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তা বুঝে প্রকল্পের এলাকা নির্দিষ্ট করবে। কৃষি বাজার যেমন বহু ব্লকে সফল নয়। কোনও গ্রাম চাষ ভাল করে তো কোনও গ্রামে তাঁতের কাজ ভাল। এককালে এই গ্রামবাংলার কাপড় দেশবিদেশে রফতানি হত। বিনিয়োগ সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রামের প্রোফাইল তৈরি করা হোক। সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োগে অনায়াসে গ্রামীণ পণ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন বাজার যাওয়া যেতে পারে। কী প্রযুক্তি ব্যবহার হবে ও কীভাবে হবে, সেটা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাছাই করতে হবে। হাতে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট নেই, এমন নয়া প্রজন্ম গ্রামেও এখন বিরল। বিশেষত গ্রামে নারীদের হাতে প্রযুক্তি তুলে দিলে আখেরে লাভ। গ্রামের ছেলেরা অল্পবয়সে পরিযায়ী হয়ে কাজে চলে যায়। ফলে নারীরা বেশি শিক্ষার সুযোগ নিচ্ছে। সেই শিক্ষিত নাগরিকদের শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী বা সরকারি কাজের জন্য উৎসাহিত করলে মানবসম্পদের ব্যবহারে বড় ভুল হয়ে যাবে না তো? পশ্চিমের কিছু রাজ্যে নারীরাই যাবতীয় অর্থনৈতিক কারবার সামলান। গ্রামীণ জনতাকে টাকার ব্যবহার ও প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে সচেতন করা আবশ্যক। টাকা আয় করা ও সংসারে সচ্ছলতা আনা এক বিষয় নয় এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে অজানা। এই সময়ে টাকার ব্যবহার জানলে একজন সামান্য আয়ের নাগরিকও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারবেন। টাকার ব্যবহার ও চালু আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে ধারণাটা প্রাথমিক স্তর থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাই পঞ্চায়েতেরই উচিত প্রযুক্তি ও টাকার ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামীণ নাগরিকদের আরও সচেতন করে তোলা।

বিরোধী ঐক্য

নরেন্দ্র মোদি সরকারকে ফেলে দিতে অনাস্থা প্রস্তাব-র ডাক দিয়েছে বিরোধিরা। একই ভাবে এক সময় মোরারজি দেশাই থেকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এমনকী, অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারেরও পতন হয়েছিল অনাস্থা প্রস্তাবে। নরেন্দ্র মোদি জমানায় এটি দ্বিতীয় অনাস্থা প্রস্তাব বলে জানা গিয়েছে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ যে, তিনি কেন মণিপুর নিয়ে চুপ ছিলেন। কাজেই অনাস্থা প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য যতটা না বিজেপি, তার চেয়েও বেশি নরেন্দ্র মোদি বলেই মনে হচ্ছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে শাসক বিরোধিদের লড়াই তুঙ্গে। তবে এই অনাস্থা প্রস্তাবে বিরোধীরা যে নরেন্দ্র মোদিকে পরাস্ত করতে পারবে না, সংখ্যার জোরে যে বিজেপি বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থাকবে এবং ২০২৪ পর্যন্ত যে নরেন্দ্র মোদির সরকারই ক্ষমতাসীন তা প্রমাণিত হল। শুধু বিজেপিরই আসন সংখ্যা এখন ৩০৩। আসলে অনাস্থা প্রস্তাবে নরেন্দ্র মোদি সরকার পরাস্ত হবে এমনটা কেউ ভাবেনি। তাহলে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনল কেন? সংখ্যায় জয় যে সম্ভব নয়, সেটা জেনেও বিরোধীরা যে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এল, আর কংগ্রেস এই বিষয়ে যে এতটা উদ্যোগী হল, অন্যান্য বিরোধী দলও সমবেতভাবে হাত মেলাল এর প্রধান কারণ অনেক দিন পর বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যর একটা সুস্পষ্ট ছবি তৈরি করা যাচ্ছে। দেশের মানুষের সামনে বিরোধী ঐক্যর এই প্রতিষ্ঠা বিগত দশ বছরেও দেখা যায়নি। কোনও একটা বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যদি সোচ্চার হয়, তবে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী তার সুরে সুর মেলাননি। অথবা, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতির মামলা উঠেছে, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' অথবা আয়কর ফাঁকির তখন কেজরিওয়াল অথবা অখিলেশ নিরুত্তর থেকেছেন। এখন কিন্তু বিরোধীরা হাতে হাত ধরেছে। কর্নাটকে বিজেপির পরাজয়ের পর উৎসাহিত কংগ্রেসও অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছে। এখন সেই প্রাচীন প্রবাদটি অনেকের মনে এসেছে যে, একটা পাটকাঠি সহজে ভেঙে দেওয়া যায়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচেছ আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যাদের সেই ক্ষমতা থাকে তাদেরকে বলতে হয় না। তারা অতি সহজেই বড় মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। আসলে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে একটি কল কারখানা। এখানে সবাই শ্রমিক।

ছাত্রদের বুঝতে হবে, হস্টেল-মেট দুই ধরনের হয়, মানুষ আর অমানুষ

পুরুষও দুই ধরনের হয়, রক্ষক আর ভক্ষক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা আজ সকলেরই মনে বিরাট দাগ কেটে গিয়েছে। তাই নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানান প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠছে। 'র‍্যাগিং' নিয়ে মানুষের মুখে মুখে আজ একটাই প্রশ্ন। কেন হয়। তাই র‍্যাগিংয়ের ইতিহাস নিয়ে দুচার কথা বলতেই হয়। র‍্যাগিং বিষয়টা শুরু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যন্ত সীমান্তের নির্জনতম এলাকায় দিনের পর দিন পড়ে থাকা সেনাদের প্রবণতা জন্মায় র‍্যাগিং করার। হস্টেলজীবনে সিনিয়র হয়ে যাওয়া মানেই নতুনদের সঙ্গে মজা করার প্রবনতা দেখা দেয়। সেই মজার এই পরিনতি হবে তা কে জানে।

আজ দেশের বা এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ চাইছেন 'র‍্যাগিং বন্ধ হোক'। তবে প্রশ্নটা তাদের নিয়ে, যারা চাইছে 'র‍্যাগিং চলুক'। কেন তারা র‍্যাগিং চাইছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা কোনও উত্তর তারা দেয় না। আর দুর্ভাগ্যজনক, বোধহয় এই একটিমাত্র বিষয়েই সংখ্যালঘুরা যা ভাবে, তাই চলতে থাকে বছরের পর বছর! ইতিহাস বলে, ওই যুদ্ধ দিয়েই কিন্তু 'র‍্যাগিং' শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে ফরাসি সেনাবাহিনী এই পৃথিবীতে প্রথম সমাজজীবনে র‍্যাগিংয়ের ফিতে কেটেছিল। এই র‍্যাগিং রেসের সেকেন্ড বয় ছিল শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী। যুদ্ধফেরতা তারাও সমাজে ওই সংক্রমণ ঘটিয়েছিল 'রাকিন' নাম দিয়ে। পরাধীন ভারতে র‍্যাগিং আমদানি করেছিল যুদ্ধফেরত ব্রিটিশ সেনারা। ইউরোপকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে পৃথিবীর স্বঘোষিত 'সভ্যতম' আমেরিকাতেও র‍্যাগিং ঢুকিয়েছিল জওয়ানরাই, 'হ্যাজিং' নাম দিয়ে। ঠান্ডা যুদ্ধের পর রাতারাতি 'সামন্ত প্রভু' বনে যাওয়া আমেরিকা, ইংরেজদের তৈরি 'হ্যাজিং' শব্দটা মুছে 'বুলিং' শব্দটা বাজারে চলে আসে।

প্রশ্ন এখন তাই উঠছে সেনাবাহিনী' র‍্যাগিং চালু করল কেন? পাড়াপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যন্ত সীমান্তের নির্জনতম এলাকায় দিনের পর দিন পড়ে থাকা। বিনোদন বলতে তাই এরতার পিছনে লাগা, একেতাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপের নাম করে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা। এবার কারা র‍্যাগিং করবে, আর কারা তার শিকার হবে তা ঠিক করবে পেশাগত ক্ষমতা। মজা লোটার নাম করে ঊর্ধ্বতনরা অধস্তনদের দিয়ে নানা শ্লীলঅশ্লীল ফাইফরমাশ খাটিয়ে নেবে। তবে সব সেনাকর্তা তো অমন নয়, কেউ কেউ ওরকম। যারা ওরকম, তারা চিকিৎসা না পাওয়া মনোরোগী। এই রোগীদের সমস্যা হল, তারা নিজেদের অসুস্থতার কুফল চাপিয়ে দেয় অন্যের উপর।

কলেজ হস্টেলের র‍্যাগিংয়ের কার্যকারণ, উৎস এবং বিস্তারের কারণে একই রকম। আমাদের পাড়াতে র‍্যাগিং করে ফচকে ছেলেরা, যারা পাড়ার নেড়ি কুকুরটার লেজে পটকা বেঁধে ফাটিয়ে, একটা নিরীহ পশুর হাহাকারে উল্লাসে মেতে ওঠে। কিংবা যারা একটা জ্যান্ত পোকামাকড়কে দেশলাইয়ের বাক্সে পুরে জ্বলন্ত উনুনে ছুড়ে ফেলে দেয়। যারা হস্টেলে র‍্যাগিং করে, তারা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গণপিটুনি চলছে দেখলেই, নিজেরাই ভিড়ে যায় ভিড়ের একজন হয়ে। কাজেই র‍্যাগিং কোনওভাবেই একটা 'ব্যবস্থা' কি, মনে হয় না। এটা বরং একটা অসুস্থ মনোবৃত্তি।

যারা র‍্যাগিং করে, তাদের বাবা-মায়েরা বলেন, 'ছেলেমানুষরা ওরকম একটুআধটু করে।' ঠিক যেভাবে, কোনও শিক্ষক বা অভিভাবক ছাত্র বা ছেলেমেয়েদের পেটালে আমরা বলি, 'একটুআধটু শাসন করা প্রয়োজন।'

মেয়েদের হস্টেলে র‍্যাগিং কম হয় বলে কেউ কেউ বলেন। কিন্তু তা কি আদৌ সত্যি। নিজেদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকে মেয়েরা সবার কাছে শাসিত হয়। সেটা তাদের অভ্যাসও হয়ে যায়। ক্ষমতায়নের অভ্যাস না থাকায় মেয়েরা হস্টেলে গিয়েও অনেক সময় টেরই পায় না যে, র‍্যাগিংয়ের মধ্যে একটা 'নিষিদ্ধ' আনন্দ আছে। এই পারমিসিবিলিটি ক্রমশ একটা পরম্পরা, একটা হেরিডিটি হয়ে ওঠে। আর সমাজের অন্য সব ব্যবস্থার মতোই, এই পারমিসিবিলিটিও পুরুষদের প্রতি পক্ষপাত করে। ছেলেরা বুঝে যায় যে, ইচ্ছা করলেই বাড়ির সবাইকে তড়পানো যায়। সেই ছেলেদের কেউ কেউ হস্টেলে গিয়ে ওই মানসিক ও শারীরিক বলপ্রয়োগের শিকার হিসাবে জুনিয়রদের বেছে নেয়। র‍্যাগিং এতটাই ব্যাপক। এটা শুধু হস্টেলে হয় না। র‍্যাগিংয়ের নেপথ্যে মূল কারণ, রাজনৈতিক মদত এবং প্রশাসনিক ঢিলেমি। এটা অংশত ঠিক বটে। তবে আবারও, হস্টেলের অধিকাংশ বহিরাগত বা অবৈধ আবাসিক কিন্তু র‍্যাগিং চায় না। বেশিরভাগ ছাত্রনেতাই র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে। তবু র‍্যাগিং চলতেই থাকে। হস্টেলে ভর্তির সময় মুচেলকা লিখিয়ে, সিসিটিভি বসিয়ে, দিনে একবার রাউন্ড দিয়ে র‍্যাগিং বন্ধ করা যাবে না। ঘরে না হলে বারান্দায় কিংবা শৌচাগারে অথবা আহারকক্ষে নানাভাবে চোরাগোপ্তা র‍্যাগিং চলবেই। এখন প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ আদালতকে দিয়ে র‍্যাগিংয়ের পূর্ণ প্রতিরোধ করার কথা বলেন। এখন তাহলে উপায় কি। এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ছাত্রদের বুঝতে হবে, হস্টেলমেট দুই ধরনের হয়, মানুষ আর অমানুষ। পুরুষও দুই ধরনের হয়, রক্ষক আর ভক্ষক। মাবাবাদের শিশুকালেই ছেলেদের শিখিয়ে দিতে হবে, মনোমালিন্য নয়, বন্ধুত্বই পথ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অমানবিকতার ইতিহাসের উপর গড়ে উঠেছিল আরেক ধরনের ফ্যাসিবাদ

ডঃ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ মানেই নানান শক্তির দ্বারা মানুষের উপর কেবল দমন ও পীড়ন। ধনতন্ত্রবাদ বা ক্যাপিটালিজম ও ফ্যাসিবাদের দ্বারা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ লাঞ্ছিত হয়েছিল। এখনো হচ্ছে অনেক দেশে একবিংশ শতাব্দীতে। মানুষের উপর তখন নেমে এসেছিল এক নিষ্ঠুর ধরনের ক্যাপিটালিস্টক শোষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানবিকতার ইতিহাসের উপর গড়ে উঠেছিল আরেক ধরনের ফ্যাসিবাদ, যাকে ফ্যাসিবাদই হয়তো বলা যেত, কিন্তু মৌলবাদও হয়তো আমরা বলতে পারি। সাম্রাজ্যবাদতো বলতেই হয়। রাশিয়ায় স্তালিনিস্ট জমানায় , রুশ সাম্রাজ্যবাদ, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগের সরকার যখন মানুষের কণ্ঠরোধ করছে, যখন একজন ব্যক্তিমানুষ কী ভাববে লিখবে বা কী লিখবে, তাও নিয়ন্ত্রণ করছে প্রাগের কমিউনিস্ট পার্টির সরকার, তখনই মিলান কুন্দেরা তার লেখনীর দ্বারা তৈরি করলেন ব্যক্তি মানুষের প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধ উচ্চকিত নয়, বরং তীব্রভাবে শ্লেষাত্মক, এবং তিক্ত এক যৌণরসের যেটা রুশ সমাজের পক্ষে কমিউনিষ্ট শাসনের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব কখনোই ছিলো না। ক্ষমতার সমস্ত রূপভেদ নিয়েই তিনি একপ্রকার সন্দর্ভ তৈরি করলেন তাঁর লেখায়। ১৯৪৮ এ কুন্দেরা যোগ দেন কমিউনিষ্ট পার্টি তে। ১৯৫০ সালে তিনি প্রাগের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি প্রাগের পাঠরত ছিলেন। গ্রাজুয়েট হবার পর প্রাগেই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ তে ফিরে আসেন। আবার ১৯৭০ সালে বহিষ্কৃত হন তার যৌনতায় ভরা লেখার জন্য। প্রাগে তাঁর নাগরিকত্বও কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি তখন ফ্রান্সে চলে যান ১৯৭৫ সালে। বাকি জীবন আর তিনি তাঁর প্রিয় প্রাগে ফিরে যাননি।মিলান কুন্দেরার লেখার ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে যদি আমি সামান্য অল্প কিছুটাও বুঝে থাকি তবে আমাকে বলতে হয় যেটা, সেটা হলো, ওর বিষয় বস্তু ছিলো totalitarianism ,explorer of his identity and existentialism ' বা নিজেই নিজের অস্তিত্বকে খোঁজা এবং নিজে যেটা ওনার মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছেন এবং নিজে উনি যে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন সেটাই উনি পুংখানুপুংখ ভাবে লিখেছেন। ইংলিশে বললে A philosophy that emphasizes the uniqueness and isolation of the individual experience in a hostile or indifferent universe, regards human existence as unexplainable, and stresses freedom of choice and responsibility for the consequences of one's acts.১৯৮৫ সালে একটি সাক্ষাৎকারে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় তিনি প্রাগের স্পিরিট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, একজন চেক নাগরিক ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন। আধিকারিক প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় যেতে চান? তার উত্তরে সেই নাগরিক জানালেন, কোথায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখন তাঁকে একটি গ্লোব দিয়ে বলা হল বেছে নিন। সেই গ্লোবটা ভালো করে দেখে রেখে দিয়ে সেই নাগরিক বললেন, আর একটি গ্লোব কি পাওয়া যাবে? মিলান কুন্দেরার এই যে রসবোধ তা তীব্র এক সন্দর্ভ তৈরি করে আসলে। তেতো রসবোধের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সময়কেই ছুরি চালিয়ে ফালাফালা করেন, তুলে আনেন এমন এক রাজনৈতিক ভাষ্য, এমন সব প্রশ্ন, যা যে কোনও দেশের শাসকের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবেই। আর ঠিক সেটিই হয়েছিল প্রাগে চেকোস্লোভাকিয়ায়। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত, দেশ থেকে বহিষ্কৃত, শেষে অনেক কষ্টে গিয়ে আশ্রয় পেলেন ফ্রান্সে। যেমন আমাদের এখানে তসলিমা তার উপন্যাস লজ্জার জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দ্বারা বাংলাদেশ থেকে। আশ্রয় পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে, পরে দিল্লীতে। অথচ সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল লাইব্রেরীতে তসলিমার লেখা লজ্জা উপন্যাস তারা রেখেছেন কিন্তু। যেমন আছে কুন্দেরার চারটি উপন্যাস। কুন্দেরা কিন্তু উপন্যাস লিখতেন চেক ভাষায় আর ফরাসি ভাষায়।, কেননা তিনি বলেছিলেন, আমার কল্পনা এখনও দানা বাঁধে প্রাগের বোহেমিয়ায়। সে সময় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন ফরাসিতে। অবশ্য পরবর্তীকালে, তিনি চেক ভাষার বদলে ফরাসি ভাষাতেই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। এই যে তিনি ছাড়তে ছাড়তে চলেছেন, নিজেকে একবারের জন্যও ছিন্নমূল ভাবছেন না, বরং, যেখানে তিনি থাকছেন, সেখানেই নিজের ঘর তৈরি করছেন, এই বিষয়টাই হয়তো মিলান কুন্দেরাকে আধুনিকোত্তর এক জায়গায়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সংস্কৃতি রয়েছে

শুভঙ্কর দাস

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সংস্কৃতি রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এই সংস্কৃতি দেখা যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই। প্রকৃত প্রতিবাদী নিজের ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেই প্রতিবাদ করে থাকে। প্রতিবাদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে নিরপেক্ষ থাকাটা একান্ত জরুরি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রতিবাদের নামে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করার প্রবণতা রয়েছে। প্রতিবাদের নামে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। মণিপুরের হিংসার ঘটনায় এ রাজ্যের যে সকল বুদ্ধিজীবী, কবিয়াল এবং একশ্রেণীর রাজনৈতিক কারবারীরা আলোচনা সভা, লেখালেখি এবং বক্তৃতা দিয়েছেন সেই তারাই আবার সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসার ঘটনায় নীরব থেকে গিয়েছে। একই সঙ্গে দেখা গিয়েছে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনায় যে সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিবাদ করেছেন সেই তারাই আবার মণিপুর প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এর ফলে প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ ব্যাহত হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থা যেন দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা নতুন নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে একটা সময় আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন নিয়ে এ রাজ্যের বামমনস্ক বুদ্ধিজীবীরা যতটা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেছিলেন তার ছিটেফোঁটা তারা করেননি যখন বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালিদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। এর ফলে সমাজে একমাত্রিক মানসিকতা তৈরি হয়েছে। কোন বিষয়ে সোচ্চার করলে চটজলদি জনপ্রিয়তা পাওয়া যাবে সেই ধারণা সমাজে তৈরি হয়েছে। এতে করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ধারা ব্যাহত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময় দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের হাতরাস এবং দিল্লিতে এনআরসি, সিএএ বিরোধী শাহীনবাগ আন্দোলন নিয়ে যে সকল বুদ্ধিজীবী প্রবল ভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। সেই তারাই আবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে প্রবলভাবে সোচ্চার হননি। এতে করে তাদের কায়েমী রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার মানসিকতা প্রকাশ পায়।

সম্প্রতি যাদবপুরে স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যু সেই একই প্রসঙ্গকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বারে বারে গর্জে উঠেছে তারাই আবার র‍্যাগিং প্রসঙ্গে নীরব থেকেছে। এই দ্বিচারিতায় মনোভাবই মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি লাতিন আমেরিকায় আমাজনের জঙ্গল পুড়ে গেলে সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে প্রতিবাদে গর্জে ওঠা হয় ঠিক একইভাবে অবৈধ বালি খাদান, অন্যায়.ভাবে পুকুর ভরাট করা নিয়ে. সেভাবে প্রবল প্রতিবাদ হয় না। এতে করে সমাজের অন্তঃসারশূন্য কালিমা লিপ্ত চেহারা বেরিয়ে আসে।

সদ্য আমরা ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে উঠলাম। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ব্রিটিশ রাজের শোষণ ও অত্যাচারের কথা স্মরণ করা হয়। আগামী বছরের স্বাধীনতা দিবসেও একই ভাবে তা স্মরণ করা হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার আমরা কবে হবো? কবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রকৃত প্রতিবাদী হয়ে উঠবো ? সামাজিক গণমাধ্যমের এই যুগে ফেসবুকে পোস্ট করে প্রতিবাদী হওয়ার বৃথা চেষ্টা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যমে যে বিষয়টি ট্রেন্ডিং হবে সেই বিষয় নিয়ে প্রতিবাদের সোচ্চার হবে সামাজিক গণমাধ্যমের কারবারিরা। এমনটা করলে প্রচারের আলো পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রতিবাদী কোন সময় প্রচারের আলোর অপেক্ষা করবে না। সে নিরলস ভাবে তার কাজ করে যাবে। সভ্যতা, সময় এবং সমাজের অগ্রগতির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে নিরপেক্ষতা। সেই নিরপেক্ষতাই সুস্থ সাবলীল সমাজ ব্যবস্থা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এমনটা হচ্ছে কোথায়? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই একই ঘটনা যদি উত্তর ভারতের কোনো রাজ্যে হতো এবং সংবাদের শিরোনামে যদি উঠে আসত র‍্যাগিং এর জেরে নিহত বাঙালি পড়ুয়া তবে এ রাজ্যের ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক আন্দোলন করা সংগঠনগুলি হাতে ফ্লেক্স এবং ব্যানার নিয়ে বেরিয়ে আসতো। আমাদের আজকের সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় এখানেই নিহিত রয়েছে। কালী পুজোর সময় পাঠা বলি হলে যে দল সোচ্চার হয় সেই তারাই আবার কলকাতা বা ব্যারাকপুরের কোনো দামি বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে মটন বিরিয়ানি অর্ডার দেয়। এই যে দ্বিচারিতা বোধ সেখান থেকেই সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃত্ব পরায়ণ শাসন ব্যবস্থায় নিজেকে পরিণত করে নেয়।

রাস্তার নামকরণ ঃ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াতে রুপেশ্বর মন্দির

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াতে রয়েছে রূপেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরে রূপেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে রাশ পূর্ণিরা দিন মেলাও বসে। বিষ্ণু পুরের রাস মঞ্চের মতো এটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রতি বছর মেলাও বসে। পাশে রয়েছে বিশাল শিব মন্দির। এখানে বড় করে দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে এখনকার বাসিন্দাদের কাছে বড় পুজো হচ্ছে কার্তিক পুজো। এই পুজোকে বলা হয়ে থাকে কার্তিক লড়াই। কার্তিক লড়াই করার মানেই হল কার্তিক হচ্ছে সেনা প্রধান। তিনি যুদ্ধের প্রতীক। তিনি শক্তির প্রতীক। তিনি সেনার প্রতীক। সেই কারণে কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম লড়াই করতে দেখা যায় উৎসাহী যুবকদের মধ্যে। তবে নবীন যুবকদের প্রতিমা যা তারুণ্যের প্রতীক তাকে আবার ন্যাংটো কার্তিক বলা হয়ে থাকে। সারা দিন ধরে বিভিন্ন উৎসব করে হুগলী নদীর তীরে প্রতিমা বিসর্জন করে থাকে। কাটোয়া কাশিরাম দাস বিদ্যায়ন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কাটোয়া বৈষ্ণবদের তীর্ত ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য। মারাঠা বর্গিদের প্রধান ভাস্কর পণ্ডিত এখানে দুর্গা পুজোর প্রচলন করেছিলেন। এই কাটোয়াতে ফরাসি সেনা প্রধান নবাবী গ্যারিসনকে পরাস্ত করেছিলেন লর্ড ক্লাইভ। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরির পুত্র কেরি জুনিয়র উৎসাহী ছিলেন কাটোয়া নিয়ে। তাঁর উৎসাহে এই কাটোয়া এলাকাটি ক্রমশ শহরে পরিণত হতে থাকে। কটোয়া-আজিমগঞ্জ (১৯০৩), কাটোয়া-ব্যাণ্ডেল (১৯১২) এবং কাটোয়া বর্ধমান(১৯১৫) রেল লাইন তৈরি হয়েছিল। কাটোয়াতে শাহি মসজিদ রয়েছে। এখানে অজয় এবং ভাগিরথী নদী এসে মিশেছে। এখানে সন্ন্যাসী পণ্ডিত কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তাঁর সেই দীক্ষাস্থলের নাম হয়েছে গৌরাঙ্গবাড়ি। এই দীক্ষাস্থলটি দেখতে বহু চৈতন্যভক্ত এবং বৈষ্ণবেরা পরিদর্শন করতে আসেন।

ভিনরাজ্যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান মালদার মানিকচকের সেখপুরা এলাকার ১৮ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক রাজিকুল সেখ। মৃত সেই শ্রমিকের অসহায় পরিবারবর্গের সঙ্গেই দেখা করলেন এনায়েতপুর অঞ্চলের নব নির্বাচিত প্রধান তপতী মন্ডল মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন এনায়েতপুর হাইস্কুলের সহকারি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার। তারা পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পাইয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। জানা গেছে, মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের শেখপুরা গ্রামের শেখ রাজিকুল নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে টাওয়ারের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে এসেছিল শেখপুরা গ্রামে। বুধবার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের নবনির্বাচিত প্রধান তপতী মন্ডল মজুমদার এবং এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা বলেন। পুরো ঘটনার বিবরণ মৃত রাজিকুলের মায়ের মুখ থেকে শুনে এনায়েতপুর অঞ্চল প্রধান তপতী মন্ডল মজুমদার সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন। সকলের কাছে বার্তা দেন যাতে বাইরে কাজ করতে গেলে রেজিস্ট্রেশন করে যায়। পাশাপাশি সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেন, যাতে আমাদের রাজ্যে কর্মসংস্থান হয় এবং কাউকে পরিযায়ী শ্রমিক হতে না হয়।

শিশুকন্যার দেহ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৬ আগস্ট ঃ প্রায় ৪২ ঘণ্টা পর নিখোঁজ শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হল। বালুরঘাটের বিজয়শ্রী এলাকার ঘটনা। সোমবার ওই এলাকা থেকে এক দুই বছরের শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। বুধবার বাড়ির সামনে একটি ডোবার পাশ থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে শিশুর পচাগলা দেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাড়ির সামনে খেলার সময় সোমবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় দুই বছরের শিশুকন্যা। রাতভর খোঁজাখুঁজির পরও তার হদিস মেলেনি। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরিরাও সেখানে যান। বাড়ির পাশের পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন তাঁরা। বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করে শিশুর পরিবার। এদিন ওই শিশুর দেহ উদ্ধার হয়। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ নাসিম, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় যে বা যারা জড়িত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শিশুর মা। জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে জানিয়েছেন, ঘটনার পেছনে খুন না অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত করছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

মায়ের স্নেহ চুম্বন ও প্রার্থনা নিয়ে শপথ গ্রহণ করলেন কাজল সেখ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ আগস্ট ঃ মায়ের কাছে কখনও ছেলে হয় না বুড়ো। ৯৩ বছরের বৃদ্ধা মা তাঁর সন্তানের কপালে ও বাহুতে স্নেহ চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরলেন কাজল। মা সাদেকো বিবি ঈশ্বরের কাছে দুই হাত তুলে ছেলের জন্য করলেন প্রার্থনা। সিউড়ীতে জেলা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানের আগে নানুরের পাপুড়ির কাজল সেখের বাড়িতে এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে অনেকেই আবেগে চোখের কোনা মুছলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারে উঠে আসে কাজল সেখের নাম। রাজ্যের নির্দেশে তিনি হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি। নানুরের জেলা পরিষদের ১৯ নং আসন থেকে প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রেকর্ড মার্জিন প্রায় ৪৪ হাজার ব্যবধানে জেতেন তিনি। লড়াকু ও সৎ হওয়ার কারণে বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহভাজন ছিলেন কাজল ওরফে ফাইজল সেখ। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুকল মার্ডি। বীরভূম জেলা পরিষদের ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টিতে তৃণমূল জেতে। আরেকটি বিরোধী কংগ্রেস পায়। নলহাটি-২ ব্লকের জোট প্রার্থী সাব্বির হোসেন জয়ী হন। কাজল সেখ কেতুগ্রাম বিধায়ক সেখ শাহনাওয়াজের ভাই কাজল। এলাকায় মানুষের পাশে থাকার জন্য মানুষের মসীহা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারে কেরিম খানের পরিবর্তে তাঁর নাম উঠে আসে। শেষমেশ রাজ্যের নির্দেশে এই প্রথম তিনি প্রার্থী। জেলা পরিষদের ১৯ নং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন বিশাল মার্জিনে। কাজল সেখের পরিবার শহীদ পরিবার। তাঁর ভাই বিধায়ক শাহনাওয়াজের আরেক ভাই সাজু সেখকে খুনের উদ্দেশ্যে ২০০০ সালের ২৮ মার্চ শাহনাওয়াজের নানুরের পাপুড়ির বাড়িতে পুলিশের ছদ্মবেশে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। তারা শেখ সাজুকে বাড়ির বাইরে ডেকে আনে। তারা তাকে বোমা মারার পর শেখ শাহ নাওয়াজকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। তারপর তাকে মৃত ভেবে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন বাবা সেখ সামসুল হক। তার ক'দিন বাদে তিনি মারা যান। সেই ঘটনার তিন বছর বাদে ভাই রঘু সেখ সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীর হাতে খুন হন। সেজন্য কাজল সেখের পরিবার নানুরের জনমানসে শহীদ পরিবার নামে পরিচিত। নেতাই ও নন্দীগ্রামের মতো এই নানুর থেকেই শেষের শুরু হয় বামেদের। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল করতেন কাজল সেখ। অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে বনাবনি না হওয়ার কারণে বহু মামলায় জর্জরিত হয়ে অজ্ঞাত বাসে চলে যান কাজল। তবুও কখনও দল পরিবর্তন করেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। এতদিনে সেই পুরস্কার পেলেন কাজল।

দল থেকে বহিষ্কৃত দুই তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ আগস্ট ঃ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন গঙ্গাজলঘাটি ব্লক-২ এর দুই তৃণমূল নেতা। বুধবার গঙ্গাজলঘাটি ব্লক-২ সভাপতি নিমাই মাজি সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান। গঙ্গাজলঘাটি ব্লক-২ সহ সভাপতি জীতেন গরাই ও লটিয়াবনী অঞ্চল সভাপতি তথা বর্তমান পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান মানিক মন্ডলকে তাদের দলীয় পদ থেকে বরখাস্ত করা হল পাশাপাশি তাদেরকে দল থেকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করা হল জানিয়ে দলীয় ব্লক সভাপতি নিমাই মাজি বলেন, এই দু'জন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বোর্ড গঠনের সময় দলের নির্দেশ অমান্য করে দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থীর সাহায্য নিয়ে প্রধান পদে নিজেদের মনোমত লোককে বসিয়েছেন। অঞ্চল সভাপতি মানিক মন্ডল নিজেই প্রধান পদে ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটাভুটিতে অংশ নেন এবং সিপিএম প্রার্থীর সাহায্য নিয়ে জয়ী হয়ে প্রধান হন। সিপিএমের সাহায্য নিয়ে বিরুদ্ধ গোষ্ঠী বোর্ড গঠন করার পরও তো বোর্ড তৃণমূলের হাতছাড়া হয়নি, এই প্রশ্নের জবাবে নিমাই মাজি বলেন, ওরা দলের নির্দেশ অমান্য করে বোর্ড গঠনে গদ্দারি করেছে তাই জেলা নেতৃত্বকে জানিয়ে দল থেকে বহিস্কার করা হল। এবিষয়ে দলের ব্লক-২ সহ সভাপতি জীতেন গরাই বলেন, দল আমাকে কিছু জানায়নি। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের মুখ থেকেই শুনলাম ব্লক সভাপতি আমাকে দল এবং দলীয় পদ থেকে বহিস্কার করেছে। আমি এখনই এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না। তবে জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ এলে আপনাদের জানাব। পঞ্চায়েত প্রধান মানিক মন্ডলও বলেন আমার এ বিষয়ে বলার কিছু নেই। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লটিয়াবনী গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭ আসনের মধ্যে ১২ আসন পায় তৃণমূল। বিজেপির আসন ৩ এবং সিপিএম পায় ২ টি আসন। ১১ আগস্ট বোর্ড গঠনের দিন তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়। শেষমেষ ভোটাভুটিতে যেতে বাধ্য হন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। তৃণমূলের অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট প্রধান পদে জয় মাজি ও উপপ্রধান পদে গৌরী মন্ডলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন যথাক্রমে মানিক মন্ডল ও লক্ষ্মী রায়। ৩ জন বিজেপি ও ১ জন সিপিএম সদস্য ভোটাভুটি থেকে বিরত থাকেন। মানিক মন্ডল ৭-৬ এবং লক্ষ্মী রায় ৭-৫ ভোটে জয়লাভ করেন। ২০০৮ সালে বাম আমলে তৃণমূলের মানিক মন্ডলকে প্রধান হন। এরপর মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় ২০১৩ ও ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তিনি উপপ্রধান ছিলেন। পাশাপাশি বর্তমান উপপ্রধান লক্ষ্মী রায় ২০১৩ থেকে ২০১৮ পঞ্চায়েত প্রধান ও ২০১৮ সালেও সদস্য ছিলেন। এছাড়াও মানিক মন্ডল গত ১০ বছর যাবৎ এই অঞ্চলের সভাপতির দায়িত্ব সামলে আসছেন। ফলে মানিক ও লক্ষ্মী দু'জনেরই পঞ্চায়েত প্রশাসন চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিমাই মাজির বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর দাবি তিনি অঞ্চল সভাপতি এমনকি দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে। তারই ফল হিসাবে দলের জয়ী প্রার্থীরাই মানিক মন্ডলকে প্রধান নির্বাচন করেছেন।

মনোনয়নপত্র জমা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ মন্দির, মসজিদ ও গির্জায় মাথা ঠেকিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। প্রথমে ধূপগুড়ি মায়ের স্থানে পুজো দিয়ে সোজা সোনাখালী মাজারে চাদর চড়িয়ে, শেষে গির্জায় মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে গেলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডঃ নির্মল চন্দ্র রায়। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর, জেলা পরিষদ সদস্য মমতা বৈদ্য, দীনেশ মজুমদার, ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিপু রায়, টাউন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ইভান দাস।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-05/2023-24

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **19/08/2023** & Time up to **05.00 PM.** Tender paper issue Date **20/08/2023** & Time: from **02:00PM to 3.00PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

Nandigram- II Dev.Block
Reapara :::: Purba Medinipur
TENDER NOTICE

Executive officer Nandigram- II Panchayat Samity& Block Development Officer Nandigram-II Dev. Block, Purba Medinipur invites online Tender. Notice against **Tender Memo no- 1456, Dated 16.08.2023 for 2(two) no.** of Scheme out of SSM Fund, Last Date of application for above Tender is on **23.08.2023 upto 04:00 P.M.** Details of tender are available in the Govt.Tender site.

Sd/-
Executive Officer,
Nandigram-II Panchayat Samity
&
Block Development Officer
Nandigram-II Dev. Block

পূর্ব মেদিনীপুরে সভাধিপতি উত্তম

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৬ আগস্ট ঃ তিনি দ্বিতীয়বার সভাধিপতি হতে চলেছেন এমন জল্পনা জেলাজুড়ে ছিল। সেই জল্পনা সত্যি করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক। সহকারী সভাধিপতি হলেন নন্দীগ্রাম থেকে বিজয়ী সুহাসিনী কর। বস্তুত, শাসকদলের ক্ষেত্রে এই জেলায় বিধানসভা ভোট কেটেছে চাপের মধ্যে দিয়ে। ফলত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে নজর ছিল বাড়তি। ২১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২৫টি পঞ্চায়েত সমিতি মাথায় কে? জেলাজুড়েই চলছে রাজনৈতিক সমীকরণ ও পাটি গণিতের শেষ মুহূর্তের কাটা-ছেঁড়া। সামনে ২৪ সালে রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। হিসেব বেশ কিছুটা কঠিন। তৃণমূল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার মধ্যে দলীয় হুইপের চিঠি পৌঁছে যাওয়ার কথা জয়ী জেলা পরিষদ সদস্যদের কাছে। শেষ মুহূর্তে হিসেব কিছুটা বদলাচ্ছে বলে জেলার রাজনৈতিক মহল মনে করছে। প্রাধান্য দেওয়া হয় তাঁদের, যাঁরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, অথবা অসম্ভব জায়গায় গিয়ে দলের ঝান্ডা পুঁতেছেন কিংবা পরাজয়ের মুখে গিয়েও বাজিমাত করেছেন! সেই বিদায়ী সভাধিপতিদেরই দেওয়া হতে পারে দায়িত্ব। আর এই তালিকায় নাম ছিল উত্তম বারিকের নাম। যিনি নিজের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন জেলায়। শুধু তাই নয়, জেলা পরিষদের আসনে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি দলের নানা প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে পাশে থেকে লড়াই করেছেন। এমনকী, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দল ছাড়ার পর সেই প্রতিকূল পরিবেশকে কাটিয়ে লড়াই করেছেন। গতবারেও যোগ্যতার সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পটাশপুরের বিধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব দলের লড়াকু নেতা উত্তম বারিককে দ্বিতীয় বারের জন্য সভাধিপতি করে যোগ্য সম্মান দিল।

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী রোড,
ডাভোল কারওয়াডি, কলাদেবী মুম্বই, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র-৪০০০০২
CIN : L24235MH1996PLC057150
ওয়েবসাইটঃ www.shyamainfosys.co.in টেলিফোন ঃ ০৩৩-২২৪২০৭৫১
সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অ-নিরীক্ষিত)	চলতি ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অ-নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কারবার থেকে (মোট)	১০.৫০	৫.০৬	৯২.২৫	১১৪.৬৫
মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	০.৭৭	৯.৬০	১১.৯৫	১৩.৬০
মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.৭৭	৯.৬০	১১.৯৫	১৩.৬০
মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.৫৮	০.৪৫	৮.৮৪	১০.০৬
মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে করের পর	০.৫৮	০.৪৫	৮.৮৪	১০.০৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪
সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-২১.১৩	-৫১.০৩	-২১.০৯	-২১.০৯
শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্বে এবং পরে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) (ক) মূল (টাকা) (খ) মিশ্র (টাকা)	০.০১	০.০০	০.০৯	০.১০

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪.০৮.২০২৩।
২. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩ যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.shyamainfosysltd.co.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের-এর পক্ষে
স্বা /-
সমীর বিশ্বাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 07834496

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২২

কর্পোরেট অফিস ঃ "স্টিফেন হাউস", রুম নং.-৭৭, ৫ম ফ্লোর, ৪ বিবাদী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০০০১

মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৬ আগস্ট ঃ বুধবার বিকেলে মর্মান্তিক বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া পাঁচ নম্বর অঞ্চলের কৈমা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ যখন কৈমা গ্রামে চাষের জমিতে ধানের চারা গাছ রোপনের কাজ করছিলেন দুই মহিলা সেই সময় আচমকা প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় সঙ্গে বজ্রপাত। মাঠে কাজ করার সময় তাদের উপর বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটে। যার ফলে তারা চাষের জমিতে লুটিয়ে পড়েন। বজ্রপাতের ঘটনায় তাদের গোটা শরীর আগুনে ঝলসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি দেখতে পেয়ে দ্রুত মাঠ থেকে ওই দুই মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে ডাক্তার বাবুরা তাদের দেখার পর ওই দুই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুই মহিলা হলেন পার্বতী সিং(৪০) ও সুকুমারী পাতর(৩৮), তাদের দু'জনের বাড়ি কৈমা গ্রামে। বজ্রপাতের ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু সংবাদ গ্রামে এসে পৌঁছলে তাদের পরিবারে ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর ২ মহিলার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৪.০৮.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮৫-২৩-২৪। কাজের নামঃ** দমদম ক্যান্ট., বিরাটী, মধ্যমগ্রাম এবং টাকী রোডে - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বারাসাতের অধীনে প্ল্যাটফর্ম নং ১, ২ ও ৩-তে সিমেন্ট কংক্রিটিং কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম তল উঁচু করা তৎসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১,৮২,৩১,২৯৭ টাকা। **ইএমডি :** ২,৪১,২০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮৬-২৩-২৪। কাজের নামঃ** বারাসাতে - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বারাসাতের অধীনে স্টেশন ভবন, স্টেশন ফ্যাকাড, সার্কুলেটিং এলাকা, বুকিং কার্যালয়, টিসি কার্যালয়, হেল্থ ইউনিট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, স্টেশন ম্যানেজারের কার্যালয়, পি.এফ. প্রাচীর, সেন্ট্রাল ড্রেন, কলোনি রোড, মুখ্য নামের বোর্ড, কলোনি সহ গাছপালা মেরামতি তৎসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৬৩,২৭,৪৬৯ টাকা। **ইএমডি:** ১,২৬,৬০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ** বারাসাত কারশেডে - অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বারাসাতের অধীনে হাই বে' ও লো বে' শেডের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ আর.ডব্লু. পাইপ প্রতিস্থাপন, প্রশাসনিক ভবন, টিআরডি ভবন, টিআরডি কার্যালয় এবং টাওয়ার ওয়াগনের রক্ষণাবেক্ষণ তৎসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৫৪,৩৭,৯৯৩ টাকা। **ইএমডি :** ১,০৮,৮০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮৮-২৩-২৪। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বারাসাতের অধীনে বনগাঁ রানিং রুম, কলোনি ও হেলথ ইউনিট ইত্যাদির সম্পূর্ণ পেন্টিং এবং আইআরএস ধরনের পিএফ শেড, পিএফ প্রাচীর, কিমি বোর্ড, স্টেশনের মুখ্য নামের বোর্ড ইত্যাদির মেরামতি ও পেন্টিং তৎসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৯৬,৭০,৭১৮ টাকা। **ইএমডি :** ১,৯৩,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৮ মাস (ক্র.নং. ২ ও ৩-এর জন্য) এবং ১০ মাস (ক্র.নং. ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট প্রতিটির জন্য। টেন্ডার নথিপত্র এবং বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-149/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (ইঞ্জি), রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন/কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং : ডিএইচএনআরই/কেকেকে/ইঞ্জি/ডব্লুটি-০১ (ওপেন), তারিখ ১৬.০৮.২০২৩। স্থানসহ কাজের নাম :** রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ কাজের সাথে যুক্ত পূর্ব মধ্য রেলওয়ের ধানবাদ ডিভিসনের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে জলাবদ্ধ ম্যাকাড্যামের উপর আরসিসি রাস্তা নির্মাণ এবং পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে জঙ্গীপুর, জামিরঘাটা ও সবৌর স্টেশনে আরসিসি ড্রেন, বাফার, আরসিসি রাস্তা ইত্যাদি বিবিধ কাজের ব্যবস্থা ও মালদা টাউন স্টেশনে টাওয়ার ওয়াগন শেডের ডিস্টেম্পার, কালার ওয়াশ, পেন্টিং ইত্যাদি এবং মালদা ডিভিসনের জিআর.১৭২-এর বিভিন্ন স্টেশনে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **কাজের আনুমানিক ব্যয় :** ১,২৮,৯৬,৮৮৩.৪৮ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি :** ২,১৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত আইআরইপিএস পোর্টাল ব্যবহার করে অনলাইনে ই-টেন্ডার গৃহীত হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান :** www.ireps.gov.in (CORE-KKK-Engineering) এবং চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (ইঞ্জি), রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন, কলকাতা, বেলেঘাটা, ১১, কনভেন্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১৫-এর কার্যালয়। সংশোধনী থাকলে, বিডের পূর্বে www.ireps.gov.in (CORE-KKK-Engineering)-তে অনুগ্রহ করে দেখে নিন। (MISC-111/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/১৮_২০২৩/কে/৫৭৯, তারিখ ঃ ১০-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ (ক)** "ডামডাঙ্গিতে ঃ- ৩.০ এম প্রস্থের নতুন এফওবি দ্বারা পুরোনো ও সেন্ট্রাল কোলাম এফওবি-এর প্রতিস্থাপন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ, **(খ)** "ছত্তার হাটে ঃ- ৩.০ এম প্রস্থের নতুন এফওবি দ্বারা পুরোনো ও সেন্ট্রাল কোলাম এফওবি-এর প্রতিস্থাপন" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ, **(গ)** "মঙ্গুরজানে ঃ- ৩.০ এম প্রস্থের নতুন এফওবি দ্বারা পুরোনো ও সেন্ট্রাল কোলাম এফওবি-এর প্রতিস্থাপন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ এবং **(ঘ)** "তিন মাইল হাটে ঃ- ৩.০ এম প্রস্থের নতুন এফওবি দ্বারা পুরোনো ও সেন্ট্রাল কোলাম এফওবি-এর প্রতিস্থাপন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৯,৫৫,৯৩৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭৯,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি., কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Chandernagore Municipal Corporation

1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-18(e)/2023-24, DT-16.08.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/18, DT- 16.08.2023
Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

মাছ ধরার অধিকার বিক্রির নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০৪/২০২৩/ডব্লিউ-৪। নিম্নলিখিত নিলামগুলির বিপরীতে সাধারণ মানুষ/কর্মচারীদের কাছ থেকে মোহরযুক্ত কোটেশন আহ্বান করা হচ্ছেঃ **এলওটি ঃ ১। বিবরণঃ** বারসোই জং. থেকে হাতোয়ার সেকশন পর্যন্ত বারসোই জং. ব্যতীত রেলওয়ে খাদে মাছ ধরার অধিকার বিক্রি। (শুধু পাঁচ বছরের জন্য)। **ব্লক/সেকশন/স্থান/কিমিঃ** বারসোই জং.-হাতোয়ার (১৩৩/৬-৭ থেকে ১১৭/৩-৪)। প্রতি বছর সংরক্ষিত মূল্য ঃ ৯০,০৯০ টাকা। **এলওটি ঃ ২। বিবরণঃ** বারসোই জং. থেকে মুকুরিয়া সেকশন পর্যন্ত বারসোই সহ রেলওয়ে খাদে মাছ ধরার অধিকার বিক্রি। (শুধু পাঁচ বছরের জন্য)। **ব্লক/সেকশন/স্থান/কিমিঃ** বারসোই জং.-মুকুরিয়া (১৪৫/৩-৯ থেকে ১৪৯/৩)। প্রতি বছর সংরক্ষিত মূল্য ঃ ২,৮৫,০৯৫ টাকা। **এলওটি ঃ ৩। বিবরণঃ** মুকুরিয়া থেকে আজমনগর রোড সেকশন পর্যন্ত রেলওয়ে খাদে মাছ ধরার অধিকার বিক্রি। (শুধু পাঁচ বছরের জন্য)। **ব্লক/সেকশন/স্থান/কিমিঃ** মুকুরিয়া-আজমনগর রোড (১৫০/১ থেকে ১৫৯/১-২)। প্রতি বছর সংরক্ষিত মূল্য ঃ ১,৯১,০৮৭ টাকা। **এলওটি ঃ ৪। বিবরণঃ** আজমনগর রোড থেকে খুরিয়াল সেকশন পর্যন্ত রেলওয়ে খাদে মাছ ধরার অধিকার বিক্রি। (শুধু পাঁচ বছরের জন্য)। **ব্লক/সেকশন/স্থান/কিমিঃ** আজমনগর রোড-খুরিয়াল (১৬০/১ থেকে ১৬৬/৯)। প্রতি বছর সংরক্ষিত মূল্য ঃ ২,৯৭,৯৬৫ টাকা। **এলওটি ঃ ৫। বিবরণঃ** কাটিহার থেকে মুকুরিয়া সেকশন পর্যন্ত রেলওয়ে খাদে মাছ ধরার অধিকার বিক্রি। (শুধু পাঁচ বছরের জন্য)। **ব্লক/সেকশন/স্থান/কিমিঃ** কাটিহার-মুকুরিয়া (৮/৯ থেকে ২৯/৪)। প্রতি বছর সংরক্ষিত মূল্য ঃ ৩৭,৯৫০ টাকা। টেন্ডার মূল্য হিসেবে ৫৯০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করার ভিত্তিতে **৩০-০৮-২০২৩ থেকে ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/ওয়ার্কস/কাটিহার কার্যালয় থেকে কার্যালয় চলাকালীন সময়ে **নিলাম নথি পাওয়া যাবে**। টেন্ডারদাতাদের সংরক্ষিত মূল্যের ৫০% এবং বায়নার ধন হিসেবে প্রত্যেকটি লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% অগ্রিমভাবে জমা করতে হবে। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/ওয়ার্কস/কাটিহার কার্যালয়ে ০৪-০৯-২০২৩ তারিখের **১১.০০** ঘন্টা থেকে ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের **১৬.০০** ঘন্টা পর্যন্ত যথাযথভাবে উল্লেখ করা **নিলাম বিজ্ঞপ্তির নম্বর ও তারিখযুক্ত নিলাম নথি** ড্রপ করার জন্য টেন্ডার বাক্স রাখা থাকবে এবং ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের **১৬.৩০** ঘন্টায় **টেন্ডার বাক্স খোলা হবে**। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Jiaganj–Azimganj Municipality

PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad. Chairman of J.A Municipality invites open Tender as below :-

Sl	Name of Work	N.I.T/ N.I.e.T No	Estimated Amount	Last Date of Application/ Bid submission
1.	Repairing Cross Drain	1675/ESTB/JAM/2022-23	Rs. 103687.00	25.08.2023
2.	Repairing & Renovation	1673/ESTB/JAM/2022-23	Rs. 116180.00	25.08.2023
3.	Renovation Surface of Drain	1674/ESTB/JAM/2022-23	Rs. 124488.00	25.08.2023

Sd/-Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist-Murshidabad
Corrigendum Notice
Ref: 1. DHLYN/Electric furnace GRNT/07/2023-2024

Last date of Bid Submission and bid opening date has been changed as follows: Last date of Bid submission: **23.08.2023 at 18.00 Hrs** instead of **16.08.2023 up to 18.00 PM.** Last date of Bid opening: **28.08.2023 at 10.00 Hrs** instead of **21.08.2023 up to 10.00 PM.** For further details please visit WB Tenders.gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

TENDER NOTICE

The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites etenders for the works "Construction of 1st floor over the existing single storied building of a new wing of Guest House-II at Anandamoyee Dharmasala". **Tender Id - 2023_DMCB_557385_1.** Estimated Cost - Rs. 25,81,968.00. Bid submission closing date (online)- **02-09-2023** and "Colour washing and painting of double storied building of guest house at Anandamoyee Dharmasala". **Tender Id - 2023_DMCB_557383_1.** Estimated Cost - Rs. 1,85,561.33. Bid submission closing date (online)- **26-08-2023.** Details information will be available from the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Secretary,
Debuttor trust board.
Cooch Behar

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Supply and delivery at site of 3 numbers of four wheeled Tractors". **Tender Id - 2023_MAD_557490_1.** Tender submission end date -02/09/23. Details information will be available from the website- **(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality

নোটিস

আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের, দালালদের এবং জনসাধারণকে জানাতে চাই যে আমরা বর্তমানে দুর্গাপুরে অবস্থিত আমাদের শাখা অফিস গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নং 20, কিরণ অ্যাপার্টমেন্ট, 15 এ, যশোর রোড, ডাকবাংলো মোড়, পি.ও. – হৃদয়পুর, বারাসাত, **কোলকাতা - 700127, পশ্চিমবঙ্গ** থেকে নীচে দেওয়া একটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করছি। এই স্থানান্তরিত শাখাটি পরিষেবার জন্য 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে খোলা হবে। আপনাদের অনুরোধ যে আপনারা এটি নোট করে রাখুন এবং স্থানান্তরিত শাখা অফিসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.icicilombard.com দেখুন বা IL take care অ্যাপ ডাউনলোড করুন যাতে পুনর্নবীকরণ এবং দাবি সম্পর্কিত সহায়তা সহ আপনার পলিসির জন্য উপলব্ধ পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করা যায়।

নতুন ঠিকানা (স্থানান্তরিত)
চতুর্থ তল, সুবোধ ভবন, 13/9,
যশোর রোড, ডাকবাংলো মোড়, বারাসাত,
কোলকাতা - 700124, পশ্চিমবঙ্গ।

পুরোনো ঠিকানা (বন্ধ)
গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নং 20, কিরণ অ্যাপার্টমেন্ট, 15 এ,
যশোর রোড, ডাকবাংলো মোড়, পি.ও. – হৃদয়পুর,
বারাসাত, কোলকাতা - 700127, পশ্চিমবঙ্গ।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর জন্য
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICICI Lombard GENERAL INSURANCE

কর্পোরেট ঠিকানা: আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। আইসিআইসিআই লোম্বার্ড হাউজ, 414, পি. বালু মার্গ, অফ বীর সাভারকর মার্গ, সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরের কাছে, প্রভাদেবী, মুম্বই – 400 025। বীমা হল অনুরোধের বিষয়। উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগোটি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং নর্থব্রীজ ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশন-এর অন্তর্গত এবং আইসিআইসিআই জিআইসি লিমিটেড দ্বারা লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহার করা হয়। আইআরডিএআই রেজি. নং. 115. • টোল ফ্রি নং. 1800 2666. ফ্যাক্স নং. 02261961323. সিআইএন: L67200MH2000PLC129408. ওয়েবসাইট: www.icicilombard.com. ইমেল: customersupport@icicilombard.com

আরডিবি রসায়ন লিমিটেড
CIN- L36999WB1995PLC074860
রেজিস্টার অফিস ঃ বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রীট,
৩য় ফ্লোর, রুম নং. ০৯, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ০৩৩ ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
E-mail: info@rdbindia.com, Website : www.rdbgroup.in

শেয়ার হোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ভিসি/ওএভিএম) আলোচিত হবে বানিজ্য, যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে যা সদস্যদের পৃথকভাবে পাঠানো হবে ইমেলে।

অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং. ১০ /২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ সঙ্গে পঠিত সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং. ১৭ /২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক জারি করা অনুসারী সার্কুলার নং. ২০ /২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং. ০২ /২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ এবং অন্যান্য সমস্ত অনুসারী সার্কুলার যা জারি হয়েছে সময় সময় অনুমোদন দিয়েছে ''এজিএম'' অনুষ্ঠিত করার জন্য ডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ভিসি/ওএভিএম) সদস্যরা শারিরীকভাবে উপস্থিত না থেকে একক স্থানে। আরও, অনুসারী হিসাবে প্রয়োগযোগ্য বন্দোবস্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হবে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে। আরও, সদস্যরা যোগ দিতে ও অংশ নিতে পারবেন এজিএমে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে।

এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ডিপোসিটারিতে। সদস্যরা লক্ষ্য রাখবেন এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.rdbgroup.in বিএসই ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com।

সদস্যরা কেবলমাত্র এজিএমে অংশ নিতে পারবেন ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে। এজিএমে যোগদান করার নির্দেশাবলী ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম নোটিসে দেওয়া রয়েছে। সদস্যদের এজিএমে যোগদান ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে বিবেচিত হবে কোরামের ভিত্তিতে অধীন ধারা ১০৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।

কোম্পানি প্রদান করছে ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) সমস্ত সদস্যদের যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখ, সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত তারাই ভোট দিতে পারবেন যার সমস্ত বিধি এজিএম নোটিসে স্থির রাখা হয়েছে। আরও , কোম্পানি সুবিধা দিচ্ছে ই-ভোটিংয়ের এজিএম চলাকালীন (ই-ভোটিং)। ই-ভোটিং/ এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং বিস্তারিত পদ্ধতি সেই সদস্যদের যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোড, ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে এবং যে সদস্যরা নিজেদের ইমেল রেজিস্টার করাননি তাদের এজিএম নোটিস প্রেরণ করা হয়েছে।

যদি কোন কারনে কোন সদস্য ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার না করান এবং / অথবা আপেডট না করিয়ে থাকেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য কোম্পানি/ ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে, তাদের নিম্নসূচী দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।
এ) রেজিস্টার করান ইমেল ঠিকানা পাওয়ার জন্য এজিএম নোটিস, বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ৩১মার্চ, ২০২৩ এবং লগইন তথ্যাবলী ই-ভোটিংয়ের জন্য,
বি) আপডেট করান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য।

সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখলে	যোগাযোগ করুন নিশ টেকনোলজিস প্রা.লি. রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কোম্পানির -nichetechpl@nichetechpl.com এবং জমা করুন প্রয়োজনীয় নথি রেজিস্টার করাতে ইমেল ঠিকানা এবং / অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য।
সদস্যরা ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখলে	দয়াকরে যোগাযোগ করুন নিজের ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টের (ডিপি) সাথে রেজিস্টার করাতে ইমেল ঠিকানা এবং / অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য নিজের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের, আপনার ডিপির প্রস্তাবিত উপদেশ মোতাবেক।

বোর্ড অনুমোদন করছে না কোন লভ্যাংশ বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩-এর জন্য যা সদস্যদের অনুমোদন করার জন্য এজিএমে। যদিও, সদস্যদের অনুরোধ করা যায় আপডেট করাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্যাবলী যদি কোন কারনে তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয় আগামী দিনে লভ্যাংশ প্রদান করতে যখন তা ঘোষিত হবে।

আরডিবি রসায়ন লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা /-
পূজা এম প্যাটেল
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৬ আগস্ট, ২০২৩

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: 301, 3rd Floor, A Wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Fax:** 022-2889-2527;
Email: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the 41st (Forty-First) Annual General Meeting ('AGM/the Meeting') of the Members of **COMFORT FINCAP LIMITED** ("the Company") will be held on **Tuesday, September 12, 2023** at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility provided by **National Securities Depository Limited** ('NSDL') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder, read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued from time to time.

The e-copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 of the Company will be available on the website of the Company at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation. Additionally, the Notice of AGM will also be made available and may be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchange(s) where shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the Calcutta Stock Exchange at www.cse-india.com.

Members can attend and participate in the AGM **Only** through the VC/OVAM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 41st AGM of the Company in person. Members attending the meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ('**Registrar/RTA**')/ Depository Participants ('**DPs**'). As per SEBI Circulars, hard copies of the 41st AGM Notice and Annual Report will not be sent to any shareholders, unless any member has requested for the same. Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their DPs. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's RTA i.e. Bigshare Services Private Limited at info@bigshareonline.com along with self-attested copy of PAN Card.

The shareholders will have an opportunity to cast their vote through electronic means either during the remote e-voting period before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and process for registration of email addresses for those shareholders who have not yet registered the same will be provided in the Notice to the shareholders.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
ANKUR AGRAWAL
CHAIRPERSON & DIRECTOR
DIN: 06408167

DATE: AUGUST 17, 2023
PLACE: MUMBAI

দুরন্ত ভ্রমণ

দিঘার সমুদ্রবক্ষে চলবে প্রমোদতরী

পুজোয় গোয়ার মতো দিঘার সমুদ্রেও উপভোগ করতে পারবেন সুসজ্জিত প্রমোদতরী। পুজোর আগে পর্যটকদের কাছে একটি নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে মনে

করছেন উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকেরা। ইতিমধ্যে প্রমোদতরী প্রস্তুতির চূড়ান্ত কাজ চলছে বলে খবর মিলেছে। এতদিন পর্যটকরা সৈকত থেকেই সমুদ্রের রূপ উপভোগ করেছেন। এবার প্রমোদতরীতে চেপে সমুদ্রযাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। সমুদ্রের তীর বরাবর চলেছে দিঘা থেকে শৌলা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ। মাঝখানে রয়েছে ঝাউবন। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব এবং মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভেসে চলবেন পর্যটকরা। ইতিপূর্বে কলকাতায় গঙ্গাবক্ষে প্রমোদতরী নামতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে সমুদ্রবক্ষে প্রমোদতরী এই প্রথম। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পুজোর মরশুমে সমুদ্রবক্ষে প্রমোদতরীতে ভ্রমণের স্বাদ উপভোগের সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে রাজ্য ভূতল পরিবহণ নিগমের তরফ থেকে ‘এমভি নিবেদিতা’ নামে ওই ভেসেলটি হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ কে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সেই ভেসেল নদীর মোহনায় ঘুরবে। ভেসেল অর্থাৎ প্রমোদতরীতে পর্যটকদের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। তা থেকে আয়ও হবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি সহ অন্যান্য কারণে সেই উদ্যোগ শুরু হতে দেরি হয়। ফলে জলযানটি দীর্ঘদিন ধরে পড়েছিল। এদিকে প্রমোদতরী কাজ শুরু না করার তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে লক্ষাধিক টাকা খরচ হচ্ছিল বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের ভেসেলটি দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদকে দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাব অনুমোদনের পর ভেসেলটি হস্তান্তর করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই জলযানটি দিঘার অদূরে শংকরপুরের ন্যায়কালী মন্দির সংলগ্ন সমুদ্র থেকে ছাড়বে। দিঘা, শংকরপুর, মন্দারমণির পাশাপাশি খাঁড়ি এলাকাগুলিতেও ভ্রমণ করবে জলযানটি। অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই জলযানে রেস্তরাঁর পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। আবার সন্ধ্যের সময় আলোকজ্জ্বল পরিবেশে নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকবে। সেখানে বাউলসহ বিভিন্ন লোকসংগীত এবং আধুনিক গান পরিবেশিত হবে। পর্যটকরা সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। যাত্রাপথে সমুদ্রতীরবর্তী মৎস্যজীবীদের গ্রাম এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগ রয়েছে। যাত্রা শেষে ফের ন্যায়কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ফিরে আসবে প্রমোদতরীটি। প্রয়োজনে ছোটখাট অনুষ্ঠান, পার্টি প্রভৃতির জন্য ভাড়া করা যাবে এমভি নিবেদিতা। এই প্রমোদতরী চালিয়ে যা আয় হবে, তার একটি অংশ পাবে হলদিয়া উন্নয়ন সংস্থা এবং আর একটি অংশ পাবে দিঘা- শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ বলে জানা গিয়েছে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর বলেন, পরিবহণ দপ্তর হলদিয়াতে একটি ভেসেল দিয়েছিল। তার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে জেলা শাসক ওই ভেসেলটি দিঘা উন্নয়ন পর্ষদকে দিয়েছে। দিঘাশংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার মণ্ডল বলেন, পুজোর ঠিক আগে যাতে প্রমোদতরীটি চালু করে দেওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। আশা করছি, এই পরিকল্পনা সফল হবে।

গীতখোলা নদী, চা বাগানের কোলে কটেজ, পাহাড়প্রেমীদের হাতছানি দিচ্ছে ছোট্ট গ্রাম পাশাবং

সারাবছর শহরে আটকে থেকে সকলেরই মন চায় একটু ছুটি। শহর থেকে অনেক দূরে খোলা বাতাসে উড়তে চায় মন। আর এই অবকাশে কি পাহাড় টানে আপনাকে? তবে তো আপনাকে নতুন ঠিকানার হদিশ দিতেই হচ্ছে। পাহাড়প্রেমী পর্যটকদের কাছে এবার নতুন ঠিকানা পাশাবং। পাহাড়, জঙ্গল ও নদীর তীরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন, তাঁদের গন্তব্য হতেই পারে পাশাবং। কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের গীতখোলা নদীর ধারে পাশাবং আপনার আদর্শ গন্তব্য। ছোট্ট এক পাহাড়ি গ্রাম। পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের বাস। পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকার নাম পাশাবং। যার মধ্যমণি এই গীতখোলা নদী। উপলমুখর গীতখোলার গান শুনতে এবারে উদ্বোধন হয়ে গেল পাশাবং হিলরিভার ট্রেইল বা এইচআরটি কটেজ রিসর্টের। এখানে প্রতিটি কটেজেই দ্বিতল সজ্জার ব্যবস্থা রয়েছে। দুটি পরিবার একত্রে একটি কটেজেই যেমন রাত্রিবাস করতে পারবেন, তেমনই ছ- সাত জনের বন্ধুদের গ্রুপ নিয়েও অনায়াসে একটি কটেজে থাকার সুবিধে পাবেন। কটেজে রয়েছে প্রশস্ত ডাইনিং হল, নদীর ধারে বসবার ব্যবস্থা। প্রকৃতি ছুঁয়ে থাকার এমন উদ্যোগের কাণ্ডারি রাজেন প্রধান। যুবতীদের অনেকটা সমবায়ের মতন করে বিনিয়োগে উৎসাহ দেন। এই হোম স্টে’র উদ্বোধন করেন জিটিএর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ সঞ্চবীর সুব্বা। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন জিটিএ-র সদস্য, আধিকারিকরাও। আগামীতে পাশাবঙের এই মডেল অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করা যাবে বলে রাজেনবাবু উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই দাবি করেন। তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থানের বিকল্প মাধ্যম। এই হোম স্টে’র পাহাড়ের ঢালে রয়েছে সামাবিয়ং চা বাগান। পাহাড়, জঙ্গলঘেরা এক সুন্দর পরিবেশ। ট্রাকিং করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে বহু দূরে দেখা যাবে শিলিগুড়ি, মালবাজার- সহ ডুয়ার্সকে। মালবাজার শহর থেকে লাভা হয়ে এই এলাকাতে পৌঁছাতে দূরত্ব হবে ৪১ কিলোমিটার। ঝান্ডি হয়ে গেলে দূরত্ব পড়বে ৩৯ কিমি। শহর পেরিয়ে চা বাগান, বন, পাহাড় দেখতে দেখতে ঘন্টা দেড় সময় লাগবে গন্তব্যে পৌঁছাতে। উদ্বোধনের প্রথম দিনেই পর্যটকের ভিড় দেখা গেল এখানে। এখান থেকে অন্যান্য টুরিষ্ট স্পষ্টগুলি খুব কাছে। যেমন লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, ঝান্ডি, নকডারা।

উইকেন্ডে গাড়ি নিয়ে আসুন হলদিয়ার এক টুকরো রিসর্টে

মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে পড়ছে বৃষ্টি। তারই মাঝে হাতে যদি খানিকটা সময় পান, তো সোজা চলে আসুন হলদি নদীর তীরে একরাশ খোলা আকাশের নিচে। পাশেই তীর তীর করে বয়ে চলেছে নদী। পাড়ে সুন্দর সবুজে সাজানো এক টুকরো রিসর্ট। মুক্ত বাতাস। একঘেয়েমি জীবন থেকে কিছুটা শান্তি পেতে এখানে আসার খুব দরকার। বিরতি নিতে কার না মন চায়? রোজকার দৌঁড়ঝাপ। শহরের ব্যস্ত কাজের শিডিউলে পরিবারকেও সময় দেওয়া হয় না। যার জেরে ক্রমশঃই আলগা হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের বাঁধন। ছুটির দিনেও আবার বাড়ির একই পরিবেশে থাকতে বিরক্ত লাগছে। এদিকে নিত্যদিনই দু- এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে রোদের তেজও কম। এই যা বাঁচোয়া! উইকেন্ডে বরং ঘুরে আসুন কলকাতার কাছেপিঠে

এক রিসর্টে। খুব বেশি সময় লাগবে না। ডেস্টিনেশন হলদিয়া। নদীর একপ্রান্তে গড়ে উঠেছে সুন্দর সাজানো বাগানের মতো রিসর্ট ‘খোলা আকাশ’। পরিবার নিয়ে অনায়াসেই ঘুরে আসতে পারেন এখান থেকে। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে নদী। শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ের আদলে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বসার জায়গা। শৈল্পিক ছোঁয়ায় মন ভরে যাবে আপনার। প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারবেন। কিংবা যাঁরা দু দণ্ড একা কাটাতে চান তাঁরাও ঘুরে আসতে পারেন হলদিয়ার ‘খোলা আকাশ’ রিসর্টে। ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ব্রজলাল চক বাসস্টপেজ। সেখান থেকে বালুঘাটা যাওয়ার রাস্তায় তেরোপেখ্যা মোড় থেকে নদী পাড় বরাবর মিনিট খানেক গেলেই খোলা আকাশ রিসর্ট। থাকা- খাওয়ার সুবন্দোবস্ত সহ ফ্যামিলি রুম, কর্পোরেট রুম রয়েছে। তাছাড়া চাইলে একবেলা কাটিয়ে আসতে পারেন। দেখবেন খুব ভালো লাগবে।

উত্তর পূর্ব রেলের স্কুলের উপস্থাপনা প্যারেড পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

গোরক্ষপুর, ১৬ আগস্ট ঃ উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দ্র বীর রমন গোরক্ষপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে ১৫ আগস্ট ২০২৩-এ স্বাধীনতার ৭৬ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশনের কর্মীরা এবং স্কাউটস- গাইডস সদস্যবৃন্দ এবং রেলওয়ে

স্কুলের ছাত্র- ছাত্রীদের উপস্থাপনা প্যারেড পরিদর্শন করেছিল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মহাব্যবস্থাপক মিঃ রমন রেলওয়ে কর্মীদের অভিনন্দন জানান, স্বাধীনতা দিবসে তার পরিবারের সদস্য, রেল ব্যবহারকারী এবং সকলকে অভিনন্দন ও অভিনন্দন জানিয়েছেন আর দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকদের প্রতি। নত তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার ৭৬তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারণা। গাড়ি চালানোর মাধ্যমে দেশে দেশপ্রেম জাগ্রত হচ্ছে। যারা দেশকে ঐক্যের সুতোয় বুনেছে উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের ২৯ টি স্টেশনে ১০০ ফুট উঁচু খুঁটিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তারা বলেছে ০৭ জুলাই, ২০২৩-এ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের প্রথম বন্দে ভারত উদ্বোধন করেন। গোরখপুর এবং গোরখপুর জং থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফ্ল্যাগ অফ করা হয়েছিল। স্টেশন পুনঃউন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তররাখা হয়েছে ০৬ অগাস্ট, ২০২৩-এ, প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সমগ্র দেশে উদ্বোধন করেছিলেন। উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের ১২ টি স্টেশন সহ ৫০৮ টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে অন্তর্ভুক্ত। শ্রী রামন বলেছেন যে উত্তর- পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপদ, সুরক্ষিত, আরামদায়ক এবং দ্রুত যাত্রা প্রদান করছে। সুবিধা প্রদান।

৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন মেট্রো রেলে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে আজ ১৫.০৮.২০২৩ তারিখে ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ সকালে মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মেট্রো আরপিএফএর প্যারেড পরিদর্শন করেন। রেলওয়ের লোকজন, তাদের পরিবার ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মহাব্যবস্থাপক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেট্রো রেলের অর্জনের কথা বলেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো ২০২৪ সালে শিয়ালদহ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত প্রসারিত হবে। শহরের অন্যান্য মেট্রো প্রকল্পগুলির কাজগুলি মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে। মেট্রো রেল তার যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত যাত্রা প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তিনি যোগ করেছেন। এপ্রিল ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত, ১৭.৭ কোটি যাত্রী

কলকাতায় মেট্রো পরিষেবা গ্রহণ করেছেন এবং মেট্রো শক্তিশালী হুগলি নদীর তলদেশে একটি রেক চালিয়ে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে, ১২ এপ্রিল ২০২৩তে ভারতে এটি প্রথম। হাওড়া মেট্রো স্টেশনে খুব শীঘ্রই ভারতের গভীরতম মেট্রো স্টেশন হয়ে উঠবে, শ্রী রেড্ডি তার বক্তৃতায় জানান। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে এবং নিরাপত্তা, যাত্রী সুবিধা এবং নির্ভরযোগ্যতার মান উন্নত করতে কঠোর পরিশ্রম করছে, জেনারেল ম্যানেজার যোগ করেছেন। শ্রী বিসি কর্তৃক মেট্রো রেল ভবনের উঠানে একটি বেল ফোয়ারাও উদ্বোধন করা হয়েছিল। মহাব্যবস্থাপকের উপস্থিতিতে মেট্রো রেলওয়ের জিএম-এর সেক্রেটারি। শ্রী ভি.কে. শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, শ্রীমতি। পি শ্রীলথা, সভাপতি, মেট্রো রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থা এবং এম এমডব্লুডব্লুও-র অন্যান্য সদস্যরা এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। পরে, পি শ্রীলথা, সভাপতি, মেট্রো রেল মহিলা কল্যাণ সংস্থা এবং এম এমডব্লুডব্লুও-এর অন্যান্য সদস্যরা আজ তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেছেন।

হিমাচল প্রদেশকে ‘দুর্যোগ-বিধ্বস্ত’ ঘোষণা করুন, প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ কংগ্রেস

সিমলা, ১৬ আগস্ট ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ। গত কয়েকদিনের মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসে ইতিমধ্যে এই রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও অনেকে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে ভেসে গিয়েছে আস্ত সেতু, রাস্তা। বহু ঘর-বাড়ি, মন্দির ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আবেদন জানালেন হিমাচলের প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান প্রতিভা বীরভদ্র সিং। হিমাচল প্রদেশকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে এটিকে দুর্যোগ-বিধ্বস্ত রাজ্য ঘোষণা করার আবেদন জানালেন তিনি। কেবল সিমলাতেই মন্দির ভেঙে পড়ার ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সিমলার ডেপুটি কমিশনার আদিত্য নিয়োগী জানান, একাধিক উদ্ধারকারী দল একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। রাতে উদ্ধারকাজ শেষ করা হবে। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ১২টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ (বুধবার) সকালে আরও ৪টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী , রাজ্য পুলিশ এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। গোটা রাজ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়েছে। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিঃদর সিং সুখু জানিয়েছেন, ভূমিধস ও টানা বৃষ্টিতে ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও ২০ আটকে থাকতে পারেন। অন্যদিকে, ভূমিধসের জেরে ঘর-বাড়ির পাশাপাশি একাধিক রাস্তা, জাতীয় সড়ক, ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। এখনও যেভাবে বৃষ্টি চলছে, তার ফলে জীর্ণ বাড়িগুলি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। সবমিলিয়ে, সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হিমাচল প্রদেশ। রাজ্যের এই দুর্যোগ-বিধ্বস্ত পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেই কেন্দ্রের কাছে বিশেষ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি তথা হিমাচলের কংগ্রেস সাংসদ প্রতিভা বীরভদ্র সিং। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত, হিমাচল প্রদেশকে দুর্যোগ-বিধ্বস্ত রাজ্য ঘোষণা করা এবং পুনরুজ্জীবিত করে তোলার কাজ শুরু করা। এব্যাপারে কেন্দ্রের সাহায্যের আবেদনও জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। গত কয়েকদিনের দুর্যোগে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেবল হিমাচল প্রদেশ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পড়শি রাজ্য উত্তরাখণ্ড। সেখানেও ভূমিধসে ও নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বহু ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে রাস্তাঘাট। জোশীমঠের কাছে তো খেলনার মতো ভেঙে পড়ে আস্ত বাড়ি। পরপর এই ঘটনায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। চারধাম যাত্রা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বিগ্ন, তা স্বাধীনতা দিবসে তাঁর ভাষণেই স্পষ্ট। মঙ্গলবার লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের একটি অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগ-বিধ্বস্ত মানুষগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকারও বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে

মালিগাঁও, ১৬ আগস্ট ঃ উপযুক্ত পদ্ধতিতে দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)। মালিগাঁওয়ের এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বৃহৎ সংখ্যক রেলকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। আরপিএফ জওয়ান, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ও স্কুল পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজারকে গার্ড অব অনার জানানো হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন যথা তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহারেও স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ডিভিশনগুলিতে ডিভিশনাল রেলওয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে সম্প্রতি চালু হওয়া অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এই স্কিমের অধীনে পুনর্বিকাশের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের ৯১ টি স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও জেনারেল ম্যানেজার গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি সংযোগী অসমের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সহ একাধিক মেলএক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

Name Change
I, VIJAYA AGARWALA (old name) W/O MANISH AGARWALA Presently residing at 2052, Chak Garia, Upohar Complex, Block-10, Flat-1802, Kolkata-700094 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) VIJAYA LAXHMI AGARWALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. VIJAYA AGARWALA and VIJAYA LAXHMI AGARWALA both are same and one identical person.

Name Change
I, MASOOF ALI (old name) S/O MAQSUD ALI Presently residing at H-63-Paharpur Road, PS+PO-Garden Reach, Kolkata- 700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MASUK ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. MASOOF ALI and MASUK ALI both are same and one identical person.

Name Change
I, SANTOSH GIRI (old name) S/O LATE SHIVA DHAR GIRI Presently residing at 190F, Picnic Garden Road, PS-Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTOSH KUMAR GIRI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. SANTOSH GIRI and SANTOSH KUMAR GIRI both are same and one identical person.

Name Change
I, RABIUL ISLAM MOLLA (old name) S/O ABBAS ALI MONDAL Presently residing at Vill- North Abjanagar, PO-Gouribhoj, PS-Deganga, N 24 Pgs-743445 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RABIUL ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. RABIUL ISLAM MOLLA and RABIUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change
I, ABBAS ALI MOLLA (old name) S/O LATE ABRAHIM MONDAL Presently residing at Vill-North Abjanagar, PO-Gouribhoj, PS-Deganga, N 24 Pgs-743445 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABBAS ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ABBAS ALI MOLLA and ABBAS ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, ABDUR SAMAD SK (old name) S/O ABDUL KADER SEKH Presently residing at Vill-Enayet Nagar, PO-Chak Enayet Nagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S)-743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABU SAMAD SEKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ABDUR SAMAD SK and ABU SAMAD SEKH both are same and one identical person.

Name Change
I, B CHANDAR (old name) S/O PAMDIYA BOMANA Presently residing at Ground-FR, FL-A1, 48, Ajoy Nagar Colony, Dum Dum Nagar Bazar, Motijheel, Kolkata-700074 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BOMANA CHANDAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. B CHANDAR and BOMANA CHANDAR both are same and one identical person.

Name Change
I, B KALA (old name) W/O BOMANA CHANDAR Presently residing at Ground-FR, FL-A1, 48, Ajoy Nagar Colony, Dum Dum Nagar Bazar, Motijheel, Kolkata-700074 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BOMANA KALA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. B KALA and BOMANA KALA both are same and one identical person.

Name Change
I, SYED AZAHERUDDIN (old name) S/O SYED RAFIK ALI Presently residing at Vill-Uttarbarh, PS-Daspur, West Medinipur-721148, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SYED AJAHARUDDIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. SYED AZAHERUDDIN and SYED AJAHARUDDIN both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, গৌরবদত্ত, ঠিকানা- খাতড়া বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, গত ১৪০৮২০২৩ তারিখ আলিপুর কোর্টের নোটারি পাব্লিকে আমার পিতার নাম সত্য রঞ্জন দত্তের পরিবর্তে সত্যরঞ্জন দত্ত হইল। সত্য রঞ্জন দত্ত এবং সত্যরঞ্জন দত্ত উভয়ই একইএবং অভিন্ন ব্যাক্তি।

Name Change
I, ABDUR SAMAD SK(old name) S/O ABDUL KADER SEKH Presently residing at Vill-Enayet Nagar, PO-ChakEnayet Nagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S)-743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABU SAMAD SEKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ABDUR SAMAD SKand ABU SAMAD SEKH both are same and one identical person.

Name Change
I, FIROZA BAGANI alias PARVEEN BAGANI(old name) W/O ANISUR RAHAMAN BAGANI Presently residing at Y/84/1, MadarSaheb Math Road, PO-Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700018, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FIROJA BAGANI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. FIROZA BAGANI, PARVEEN BAGANIand FIROJA BAGANI both are same and one identical person.

Name Change
I, AFSANA KHATOON D/O Mukhtar Ahmad Presently residing at Masjid Mohalla, PO-Angus, PS-Bhadreswar, Dist-Hooghly, Pin-712221 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my husband's actual name MOHD SALIM NOORUL SHAIKH instead of MD SALIM NOORUL ISLAM SAIKH, vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sadar, Hooghly. on 14/08/2023. MOHD SALIM NOORUL SHAIKH and MD SALIM NOORUL ISLAM SAIKH both are same and one identical person.

Name Change
I , Akhtar Ali Ansari S/O- Naosad Ahmed @ NaosadAhamed @ Nowsad Ali Ansari resident of TeterparKarimnagar, P.O.- Pandua, P.S.-Pandua, Dist-Hooghly, W.B.-712149, shall henceforth be known as ‘AKTAR ALI ANSARI’ vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 16/08/2023

Name Change
I, ATIAR LASKAR(old name) S/O AHEDALI LASKARPresently residing at Vill+PO- Boinchberia, PS-Usthi, Diamond Harbour, Pin-743375 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ATIWAR LASKAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ATIAR LASKARand ATIWAR LASKAR both are same and one identical person.

Name Change
I AKKEL ALI KHAN, S/O HARU SHAH, R/O VILL DANGARPARA, P.O. SANDHIPUR, P.S. GARHBRTA, WEST MEDINIPUR, PIN-721127, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKKEL ALI SHAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2023.

Name Change
RABIYA BEGUM (old name) W/O SELIM KHAN R/O SEKH PARA, KALIKATALA, JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS 743329, WB.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIA KHAN (new name) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2023.

Name Change
I , Seikh Abdur Rahaman @ Sk Abdur Rahaman @ SkAbdur Rahman S/O- Seikh Golam Rahaman @ SeikhGolam Rahman resident of Vill-Terapur, P.O.-Abujhati, P.S.-Jamalpur, Dist-PurbaBardhaman, W.B.-713166, shall henceforth be known as ‘SEKH ABDUR RAHAMAN S/O-SEIKH GOLAM RAHAMN’ vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 16/08/2023.

Name Change
I KANIKA NATH W/O TANMAY NATH R/O B-9/250 KALYANI , KALYANI, NADIA PIN 741235,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANIKA DEBNATH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2023.KANIKA NATH AND KANIKA DEBNATH ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ANISUR RAHMAN BAGANI(old name) S/O REZWAN ALI BAGANI Presently residing at Y/84/1, MadarSaheb Math Road, PO-Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700018, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANISUR RAHAMAN BAGANI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ANISUR RAHMAN BAGANIand ANISUR RAHAMAN BAGANI both are same and one identical person.

Name Change
I, ROZINA MALI alias ROJINA BIBI(old name) W/O NAZRUL ISLAM MALI Presently residing at B-2/71/3, PanchurLaskar Para, PO-Bidhangar, PS-Rabindranagar, Kolkata-700066, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ROZINA BIBI MALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ROZINA MALI, ROJINA BIBIand ROZINA BIBI MALI both are same and one identical person.

Name Change
I, NAJRUL(old name) S/O HAZI NURUL HAQUE MALI Presently residing at B-2/71/3, PanchurLaskar Para, PO-Bidhangar, PS-Rabindranagar, Kolkata-700066, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZRUL ISLAM MALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. NAJRULand NAZRUL ISLAM MALI both are same and one identical person.

Name Change
I, SABINA BIBI(old name) W/O SAHAJAN MALLICK Presently residing at KubajpurMukshipara, PS-Pubasthali, Dist-PurbaBardhaman, Pin-713513 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SABINA KHATUN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. SABINA BIBIand SABINA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change
I, NAZIR HOSSEN(old name) S/O SHAIKH ALI AHAMMAD Presently residing at Kulipukur, Pandua, Hooghly-712149 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZIR HOSSAIN SHAIKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. NAZIR HOSSENand NAZIR HOSSAIN SHAIKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Shatabdi Chakraborty, D/o: Late Shyamal Kumar Chakraborty, R/o: 166, B.C.Roy Sarani (Main Road Paschim), Ward No.: 6, P.O. & P.S. New Barrackpore, District- North 24 Parganas, West Bengal, Kolkata- 700131, previously known as Shatabdi Roy Chakraborty, have changed my name via Affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore. Henceforth, Shatabdi Chakraborty & Shatabdi Roy Chakraborty is the same and identical person.

Name Change
I, KAMAL JEET SINGH (old name) S/O LATE BALOUR SINGH Presently residing at 3 rd Floor, FL-3B, 1852, Laskarhat Deb Banerjee Road, PO-Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAMALJIT SINGH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. KAMALJIT SINGH and KAMALJEET SINGH both are same and one identical person.

Name Change
I, ANUPRIYA MONDAL SADHU (old name) W/O DEEP SADHU Presently residing at Madhav Villa, Goragacha, Garia Station Road, PO-Garia, PS-Sonarpur, Dist-South 24 Pgs-700084 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANUPRIYA MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. ANUPRIYA MONDAL SADHU and ANUPRIYA MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, RAKESHBHAI NATVERBHAI PATEL alias RAKESHKUMAR NATVARBHAI PATEL (old name) S/O NATVARBHAI MAGANBHAI PATEL Presently residing at B-6/133, Block-B6 Kalyani, Nadia-741235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAKESHBHAI NATVARBHAI PATEL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 07/08/2023. RAKESHBHAI NATVERBHAI PATEL, RAKESHKUMAR NATVARBHAI PATEL and RAKESHBHAI NATVARBHAI PATEL both are same and one identical person.

Name Change
I, KINNERI RAKESHBHAI PATEL alias DESAI KINNERIBEN NARENDRABHAI (old name) W/O RAKESHBHAI NATVARBHAI PATEL Presently residing at B-6/133, Block-B6 Kalyani, Nadia-741235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KINNARIBEN RAKESHBHAI PATEL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. KINNERI RAKE SHBHAI PATEL, DESAI KINNERIBEN NARENDRABHAI and KINNARIBEN RAKESHBHAI PATEL both are same and one identical person.

Name Change
I, JAYABEN NARENDRABHAI PATEL (old name) W/O NARENDRAKUMAR SHANABHAI DESAI Presently residing at B-6/133, Kalyani, Nadia-741235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAYABEN NARENDRAKUMAR DESAI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. JAYABEN NARENDRABHAI PATEL and JAYABEN NARENDRAKUMAR DESAI both are same and one identical person.

Name Change
I, NARENDRABHAI SHANABHAI PATEL (old name) S/O SHANABHAI DESAI Presently residing at B-6/133, Kalyani, Nadia- 741235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NARENDRAKUMAR SHANABHAI DESAI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. NARENDRABHAI SHANABHAI PATEL and NARENDRAKUMAR SHANABHAI DESAI both are same and one identical person.

Name Change
I, MALAY KUMAR GHOSH (old name) S/O HIMANGSHU GHOSH Presently residing at 34 Baishali Park, Naktala, Kolkata-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MALAY GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/08/2023. MALAY KUMAR GHOSHand MALAY GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, **MD YUSUF ANSARI**, S/o Ataur Rahman, R/o Orbit Ashwa BL-TR-2, 4th floor, Flat 4A, 2/1, Hossain Shah Road, Mominpore, P.O. Khiddirpore, P.S. Ekbalpur, Kolkata- 700023 hereby declare that my father and my mother correct name is **Ataur Rahman** and **Jubaira Bano** but due to inadvertance it has been wrongly recorded as **Md Atur Rahman Ansari** and **Zubaira Khatoon** in my Class X, Class XII, Calcutta University certificates, Birth Certificate and other documents. That my father **Ataur Rahman** and **Md Atur Rahman Ansari** is the same and one identical person and my mother **Jubaira Bano** and **Zubaira Khatoon** is the same and one identical person. So to avoid future complicacy my name should be recorded as **Md Yusuf Ansari** and my father and my mother name should be correctly recorded as **Ataur Rahman** and **Jubaira Bano** respectively in all my documents and educational certificates for all future purposes vide affidavit No. 37068 sworn before the Learned 1st Class Judicial Magistrate Alipore, dated 08.08.2023.

ভাঙনের জেরে বিদ্যুৎহীন নদী তীরবর্তী গ্রাম, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ নদী ভাঙন কবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকাবাসী।

বুধবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা ইলেকট্রিক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জানা গেছে, ফুলহর নদী তীরবর্তী ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিরপাড়া, রশিদপুর, ভাকুরিয়া, কাউয়াডোল সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক করার দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। মূলতঃ, প্রায় একমাস আগে ফুলহর নদীতে ব্যাপক ভাঙনের জেরে নদীর ওপারে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটিগুলি জলের তলায় চলে যায়। তারপর থেকে নদীর উপরে থাকা ইসলামপুর অঞ্চলের সাতটি গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

মাধাইপুর কোলিয়ারিতে সশস্ত্র ডাকাতি, নিরাপত্তার দাবীতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ আগস্ট ঃ আবার কোলিয়ারিতে ডাকাতি। নিরাপত্তারক্ষীদের গার্ড রুমে বন্ধ করে অবাধে লুটপাট চালালো দুস্কৃতিরা। কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ চুরি করে চম্পট দুস্কৃতীদের। মঙ্গলবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএলের মাধাইপুর লস্করবাঁধ কোলিয়ারিতে। ঘটনায় কোলিয়ারীর সুরক্ষা ব্যাবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার নিরাপত্তার দাবীতে কোলিয়ারীর উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করল শ্রমিকরা। ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাত্রে দুর্গাপুর- ফরিদপুর ব্লকে ইসিএলের মাধাইপুর লস্করবাঁধ কোলিয়ারিতে সশস্ত্র দুস্কৃতীদল হানা দেয় বলে অভিযোগ। কোলিয়ারী সূত্রে জানা গেছে, রাত পৌনে দুটো নাগাদ জনা কুড়ি দুস্কৃতিদলটি কোলিয়ারিতে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীদের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে গার্ড রুমে আটকে রাখে। দুস্কৃতিদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। ওইসময় কোলিয়ারিতে হাতে গোনা ১০ কর্মী ছিল। তাদেরকে একটা ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে দুস্কৃতিরা অবাধে লুটপাট চালায় কোলিয়ারির গোডাউনে। আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ চুরি গেছে। ঘটনার খবর চাউর হতেই খনিকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বুধবার সকাল থেকে কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করে কোলিয়ারির সমস্ত শ্রমিক সংগঠন। তাদের দাবী কোলিয়ারির সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করুক ইসিএল। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুলাই একইরকমভাবে ওই কোলিয়ারিতে মূল্যবান কেবল তার ডাকাতি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে একের পর এক ডাকাতি ও চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ও কোলিয়ারির ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গেছে, ওই কোলিয়ারিতে একসময় ৬২ জন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। ধারাবাহিক অবসর গ্রহনে এখন নিরাপত্তারক্ষী ১০ জনে ঠেকেছে। সেটাও আবার লাটিধারী। কেন গানম্যান নেই বলে অভিযোগ। আর ওই সুযোগে দুস্কৃতিদের অবাধ দৌরাত্ম্য। বিক্ষোভরত শ্রমিক নেতা কাঞ্চন ঘোষ, কার্তিক দাস, মুকেশ পাশওয়ান প্রমুখ জানান, কয়লা চুরি নিয়মিত হচ্ছে। তার সঙ্গে প্রায়দিনই ডাকাতি। গত একমাস দুবার ডাকাতি হয়েছে। কোলিয়ারির নিরাপত্তা ব্যাবস্থা একেবারে তলানিতে। এভাবে চুরি ডাকাতি হলে কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে পড়বে। এই কোলিয়ারীর ওপর এলাকার ৫০ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। শ্রমিকরা জানান, যেভাবে ডাকাতি হচ্ছে কোলিয়ারিতে রাত্রে ডিউটি করতে শ্রমিকরা ভয় পাচ্ছে। তাই খনি কর্মীদের নিরাপত্তা ও কোলিয়ারির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে ইসিএলে কর্তৃপক্ষ। ওই দাবিতে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরখানেক ধরে কয়লা পাচার চক্রে সিবিআইয়ের হাতে ইসিএলের আধিকারিকরা ধরা পড়েছে। আর তাই প্রশ্ন উঠেছে, ইসিএলের আধিকারিকদের ভূমিকায়। রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উত্তোলন সংস্থার প্রকল্পে মূলত শিল্প নিরাপত্তাবাহিনী সিআইএসএফ মোতায়েন রাখা হয়। কিন্তু, লস্করবাঁধ কোলিয়ারিতে একের পর এক ডাকাতির ঘটনার পরও কেন সিআইএসএফএ মোতায়েন করা হয়নি? তাহলে কি সর্ষের মধ্যে ভুত লুকিয়ে আছে? কয়লা চুরি ও ডাকাতির ঘটনায় আধিকারিকদের উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠেছে গোটা শিল্পাঞ্চলে। কোলিয়ারির নিরাপত্তাহীনতার কথা স্বীকার করে লস্কর বাঁধ কোলিয়ারির ম্যানেজার অভিমূন্য পারিধা জানান, কোলিয়ারির মধ্যে বন্দুকধারী নিরাপত্তা রক্ষীর প্রয়োজন রযেছে। নিরাপত্তার ফাঁক থাকার কারনে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বেড়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোলিয়ারি চত্বরে ঢুকে অবাধে লুটপাট চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত তৃণমূলের লিপিকা ঘোষ বর্মন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ প্রত্যাশা মতই ৪৩ আসনের মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত তৃণমূলের হলেন লিপিকা ঘোষ বর্মন। সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩৪ টি আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস পাঁচটি ও বিজেপি চারটি আসনে জয় পায়। বুধবার মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই প্রার্থী দেয়। ৩৪-৫-৪ ভোটে জয়লাভ করেন ৩৪ জনের মধ্যে এসসি মহিলা জয়ী প্রার্থী রয়েছেন চারজন। ইংরেজবাজারের ব্লকে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ । সহকারী সভাধিপতি আসনে তৃণমূল ও কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন করে। সেখানে ৩৪-৫ ভোটে জয়লাভ করেন এটিএম রফিকুল হোসেন। মালদা জেলা পরিষদ নতুন আসন বিন্যাসে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদটি এইবার তপশিলি জাতি মহিলা সংরক্ষিত। তৃণমূলের জয়ী ৩৪ জনের মধ্যে এসসি মহিলা জয়ী প্রার্থী ছিলেন চারজন। ইংরেজবাজারের ব্লকের লিপিকা বর্মন ঘোষ, গাজোল ব্লকের সাগরিকা সরকার, মানিকচক ব্লকের কবিতা মণ্ডল, রতুয়া ব্লকের মঙ্গলী চৌধুরী। এই চারজনের মধ্যে পাল্লা ভারী ছিল ইংরেজবাজারের লিপিকা বর্মন ঘোষের। তিনি বিগত পাঁচ বছর ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। প্রত্যাশা মতই এদিন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন লিপিকা ঘোষ বর্মন।

উত্তর পূর্ব রেলের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি আগস্ট থেকে বাতিল করা হবে

গোরক্ষপুর, ১৬ আগস্টঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে গোরখপুর ক্যান্ট স্টেশনে তৃতীয় লাইনের ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং প্রাক-নন ইন্টারলক কাজের জন্য রেলওয়ে প্রশাসনের দেওয়া ব্লকের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি আগস্ট থেকে বাতিল করা হবে ০৭ থেকে ৩০, ২০২৩। অতিরিক্ত বাতিলকরণ করা হয়েছে। বাতিলকরণ-০৫০৩৬ / ০৫০৩৫ নাকাহা জঙ্গল-সিওয়ান- গোরক্ষপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি নাকাহা জঙ্গল এবং সিওয়ান থেকে ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য জব্দ করা, সংরক্ষিত টিকিটের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধ সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।একই ধারাবাহিকতায়, ১৩ আগস্ট, ২০২৩-এ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, বরেলি সিটির অপরাধমূলক নজরদারির সময় দেবরনিয়া এবং রিছা স্টেশনের মধ্যে নৈনিতাল রোড থেকে চুরি হওয়া রেলের সম্পত্তি সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, গোন্ডা এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এসকর্ট পার্টি ট্রেন নম্বর-২২৫৩৭-এ পরিত্যক্ত অবস্থায় যথাক্রমে ১০, ১১, ১২, ১৩ বছরের চারটি শিশুকে খুঁজে পায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর চার শিশুকে চাইল্ড লাইন, গোন্ডার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৩ আগস্ট, ২০২৩-এ, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, লখনউ- এর তথ্যের ভিত্তিতে, বাহরাইচ স্টেশনে বসা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন মহিলাকে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, বাহরাইচ উদ্ধার করে এবং তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

পুলিশের উপর বিষোদগার করে ধর্ণায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৬ আগস্ট ঃ প্রস্তুতি সত্ত্বেও বর্ষামঙ্গল বন্ধ করে ধর্ণায় উপাচার্য বিদ্যু চক্রবর্তী। নিঃ দায় বিভিন্ন মহল। পুলিশের উপর বিষোদগার করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিভিন্ন ভবনের আধিকারিকদের নিয়ে ধর্ণায় বসলেন বিদ্যুৎ। ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশি তদন্তকে পুলিশের অত্যাচার এবং পাশাপাশি পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের নিরাপত্তাহীনতার কথা তুলে ধরলেন সংবাদ মাধ্যমে। যে ফেসবুক পোস্টে জনৈক ছাত্র বা ছাত্রী অজ্ঞাত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন, বিশ্বভারতী প্রথম থেকে তাকে ফেক বলে আসছে। শুধু তাই নয় বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক এই পোস্টকে যাদবপুরের পাল্টা বলে মনে করেন। পুরো ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ। উপাচার্য অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ণায় বসেছেন গোটা ঘটনার প্রতিবাদে। উল্লেখ্য, ফেসবুকে অজ্ঞাতনামা এক পোস্টে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের কথা ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় বুধবার বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে শান্তিনিকেতন থানার আধিকারিকরা তদন্তে সঙ্গীত ভবনে যান। অভিযোগ, তদন্তকারী অফিসার সঙ্গীত ভবনের ছাত্রছাত্রীদের ফোন নম্বর নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলতে চায়। তার প্রতিবাদে উপাচার্য সমস্ত ভবনের আধিকারিকদের নিয়ে ধর্ণায় বসেন। অন্যদিকে, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কৌশিক ভট্টাচার্য্য বিষয়টি নিয়ে শান্তিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। ছাত্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছে। তার সত্যতা যাচাই না করে, বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে এভাবে ধর্নায় বসা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা করার একটা প্রবণতা ইদানীং কালে দেখা যাচ্ছে। আমার কাছে প্রমাণও রয়েছে। ছাত্রীদের স্বার্থেই থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হয়েছে আমাকে। ছাত্রীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। তদন্তও প্রভাবিত হতে পারে। তাই এমন পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন। ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশের প্রতিবাদে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, একটি অজ্ঞাত ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করতে চলে আসছে। আমরা বলেছি, আমাদের নিজস্ব তদন্ত চলছে। যদি আমরা না পারি, আমরা আপনাদের ডাকবো। তাছাড়াও, সব কিছুর একটা পদ্ধতি আছে। আগে কর্মসচিবের কাছে অনুমতি নিতে হবে। কই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো তা হয় না? সেটা রাজ্যসরকারের বিশ্ববিদ্যালয় বলে? আর এটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নরম মাটি বলে? পুলিশ অন্যায় করছে। আমরা জিডি করলে এফ আই আর হয় না। কিন্তু উপাচার্যর বিরুদ্ধে, কোনো অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জি ডি করা হলে সঙ্গে এফ আই আর হয়ে যায়। বুঝতে পারছি কেন হয়। নেত্রী এসে আমাকে অপমান করে গেলেন। কিন্তু আমি উপাচার্য বিশ্বভারতীকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। তারজন্য যদি জান যায় যাক। উপাচার্য বলেন, আপনারা দেখেছেন, একজন বিধায়কের নেতৃত্বে কি রকম ভূতের নেতৃত্ব করে গেল। তিন ঘন্টা ধরে পুলিশকে ডেকে পাই নি। মেলা করতে গিয়েও তাই হয়েছে। গ্রীন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে মেলা তুলতে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে মহিলা ঘটিত এফ আই আর হলো, ব্যবসায়ী সমিতি চুরির মামলা করলো, তপশিলি নির্যাতনের মামলা হলো। এই গভীর ষড়যন্ত্রের মূলে তিন মাস্টার মশাই ও দুই ছাত্র ছাত্রী। পুলিশও এই ষড়যন্ত্রে আছে। আমরা বলছি না, তদন্তে সাহায্য করবো না। কিন্তু পদ্ধতি আছে। আই সি সি আছে। সেখান থেকে রিপোর্ট ইসিতে যাবে। যদি ঘটনা সত্য হয়, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিতে গ্রামে ছুটে এলেন কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৬ আগস্ট ঃ ব্রিটিশের বুটের শব্দ আজো যেন কানে বাজে। ১৯৪৭ সাল সবে মাত্র কিশোর, রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বন্দুকধারী সেনা, মিলিটারির মতো পোশাক পরে দশ বারোজন মিলে এই রাস্তা দিয়ে আসত, খুব ভয় পেতো, সুযোগ পেলেই লুকিয়ে যেতাম। আজ কিন্তু সেই ভয় নেই। শেষ বয়সে এসে পতাকা তুলতে পেরে কতই না ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারব না গল্প নয় সত্যি। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসের দাঁড়িয়ে ১১০ বছর বয়সী ব্যাক্তির খোঁজ ও ইতিহাস জানাগেল। তাঁর নাম আব্দুস সামাদ সেখ, বহরমপুর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তি হল্ট স্পোর্টিং ক্লাবে ছিল বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানকার মানুষের দাবি মেনেই পতাকা উত্তোলন থেকে চিকিৎসা পরিষেবার শুভ উদ্বোধন মাননীয় সামাদ সাহেবের হাত দিয়ে সূচনা করা হয়। বয়সের ভারে নতজানু হয়ে একটি লাঠির ভরে এখনো দিব্যি হেঁটে চলেছেন। ব্রিটিশের ভয় মুক্ত হয়ে এক রাশ হাঁসি দিয়ে বলেন। দেশের জন্য কাজ করে যাও ভালো থেকো। হ্যাঁ এই দেশের জন্য সমাজের জন্য, মানুষের জন্য এগিয়ে এলেন চিকিৎসকেরা। স্বাধীনতা দিবস মানে অনেকেরই কাছে কেবলমাত্র পতাকা উত্তোলন। কিন্তু এ যেন অন্যরকম স্বাধীনতার স্বাদ। গ্রামের ছেলে কলকতার খ্যাতনামা ডাক্তার। ভুলে যাননি গ্রামের অসহায় মানুষের কথা। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অসহায় মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে কলকাতা থেকে ছুটে এলেন গ্রামে। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সারাদিন ধরে ভিড় জমালো জীবন্তি হল্টে। প্রসঙ্গত কান্দি এবং বহরমপুর থানার অন্তর্গত ১২ টির বেশি গ্রামের কেন্দ্রস্থল জীবন্তি হল্ট। সেখানকার জীবন্তি হল্ট স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং শান্তি কমিটির পরিচালনায়। বিনামূলে চিকিৎসা পরিষেবা , স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেমলমাত্র তাই নয় রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ঔষধ পেয়ে সকাল থেকেই উদয়চাঁদপর, দুর্গাপুর , লক্ষীনারাপুর, নিশ্চিন্তপুর সহ একাধিক গ্রামের ছোটো থেকে বড়ো মানুষের ভি। জমতে থাকে বিশেষ করে মহিলার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিলে কলকাতার বিশিষ্ট্য চিকিৎসক মোহতাসিম হোসেন ওরফে পিয়ার ডাক্তার যিনি গাউনো (প্রসূতি) এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ । তিনি বলেন স্বাধীনতা দিবসে অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি আপনাদেরই একজন এই গ্রামের উদয়চাঁদপুর হাইস্কের ছাত্র। এখানেই বড়ো হয়েছি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার তুহিন চক্রবর্তী ও বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতের চিকিৎসক মোহম্মদ আমানুল্লা। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন। উপস্থিত পুলিশ কর্তা সুজাউদ্দিন সেখ বলেন স্বাধীনতা গল্প ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে চিকিৎসক থেকে গ্রামের মানুষ যেভাবে অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন সত্যিই গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে। এ যেন অন্যরকম স্বাধীনতার স্বাদ।

নদীয়ায় পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া তৃণমূলের, এই প্রথম গঠিত হলো বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ আগস্ট ঃ নদীয়ায় পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া তৃণমূলের, বোর্ড গঠন করলো বিজেপি। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ঘটনা। যা জেলার মধ্যে এই প্রথম পঞ্চায়েত সমিতি দখল করল বিজেপি। জানা যায় এই পঞ্চায়েত সমিতি পূর্বে বামফ্রন্ট পরবর্তীতে তৃণমূলের দখলে ছিল, তবে এবার ২০২৩-এ এই পঞ্চায়েত সমিতি দখল করল বিজেপি। উল্লেখ থাকে সাংগঠনিক ভাবে নদীয়া দক্ষিণের গোটা এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিজেপির প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে এই শান্তি পুর এলাকায়, যদিও বিধানসভার উপনির্চানে বিজেপির থেকে বিধানসভা ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। তথাপি পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৩ এ শান্তি পুর, ফুলিয়া সহ বহু এলাকায় বিজেপির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং একাধিক পঞ্চায়েতে বোর্ডও গঠন করেছে বিজেপি। এবার শান্তি পুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি। শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গঠনের পর বিজেপির নবনিযুক্ত সভাপতি হলেন নৃপেন মন্ডল, যিনি হরিপুর ১০ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জয়লাভ করেছিলেন। পাশাপাশি সহ সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন চঞ্চল চক্রবর্তী, যিনি ফুলিয়া টাউনশিপ ২৮ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জয়লাভ করেছিলেন। বোর্ড গঠনের পর বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতেও লক্ষ্য করা যায়। এদিনের বোর্ড গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জী এবং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ জগন্নাথ সরকার। রানাঘাট উত্তর-পূর্বের বিধায়ক অসীম বিশ্বাস, চাকদা বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করলেও খোঁচা দিতে ছাড়লেন না শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। তার দাবি, বিজেপি বারবার দাবি করে এই রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গড়বে, যেদিন এ রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সকার হবে সেদিন এর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে পরিণত হবে। এ রাজ্যে তৃণমূল আছে বলেই মা- বোনেরা এখনো স্বাধীনভাবে রাস্তায় বেরোতে পারে। অন্যদিকে বিজেপি সংসদ জগন্নাথ সরকারের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ যেভাবে বিজেপির প্রতি আস্থা রেখেছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোটই দেবে না মানুষ।

দাসনগরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর রহস্যমৃত্যু, আটক ৪

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ দাসনগরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, ঘটনায় আটক চার। হাওড়ার দাসনগরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনায় চার জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ওই হোমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার ভোররাতে ওই রোগী মারা যান বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শুভজিত ঘরামি (৩১)। মঙ্গলবার রাতে বাউড়িয়া হাসপাতাল থেকে দাসনগরের ওই বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রের হোমে ভর্তি করা হয় শুভজিতকে। এরপর থেকেই ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে তার চিকিৎসাও শুরু করা হয়। তবে, ওই রোগীর উপর হোমের অন্য আবাসিক রোগীরা কিছু অত্যাচার করেছিল কিনা বা কি কারণে তার মৃত্যু হলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিন হোম কর্তৃপক্ষের তরফে ওই যুবকের বাড়িতে ফোন করে শুভজিতের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হলো। বুধবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটে হাওড়ার ওলাবিবিতলায়। এদিন বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে নেমেছিলেন ওই ছাত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌম্যব্রত দাস (১৮)। শিবপুরের ভূতনাথ হালদার লেনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পরিবারের একমাত্র সন্তান। নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এদিন ফুটবল খেলে কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে শিবপুরের ওলাবিবিতলার বেজপুকুরে স্নান করতে নামেন ওই ছাত্র। সাঁতার জানতেন না বলে পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। বর্ষার সময় জল বেশি থাকায় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলে পড়ে তলিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় ছাত্রকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

কোচবিহারের শীতলকুচিতে শুটআউট, গুলিবিদ্ধ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ আগস্ট ঃ আবার শুটআউট কোচবিহারের শীতলকুচিতে। গুলিবিদ্ধ হলেন এক মহিলা। বুধবার শীতলকুচির পাঠানতুলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম রোশনা বিবি (৩৫)। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। এদিন খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সেইসময় এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় রোশনা বিবির পায়ে গুলি লাগে। তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোচবিহারে রেফার করা হয় তাঁকে। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, একটি ঝামেলার খবর এসেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ত্রিশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজন আটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাস থেকে ৪ কেজি ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল এস ও জি এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় ধৃত তিনজনের নাম দুর্গা সোরেন, প্রদীপ মুন্ডা এবং রশিদ শেখ। ধৃত দুর্গা এবং প্রদীপের বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে । অন্যদিকে রশিদের বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার মালদা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাসেই এই ব্রাউন সুগারের হাত বদল হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তার আগেই এস ও জি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ একটি গাড়ি সমেত এই ত্রিশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার আটক করে।

স্বচ্ছ জেলা পরিষদ চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ আগস্ট ঃ ৭০ আসন বিশিষ্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৫৬ এবং বিজেপি পেয়েছে ১৪ টি আসন। বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থীরা একে একে জেলা পরিষদ অফিসে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে আজ সকাল দশটায় রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী তমলুকের কার্যালয়ে জেলা পরিষদের ১৪ জন বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের সম্মান এবং পরামর্শ দেন। তারপরে বিজেপির ১৪ জন জয়ী প্রার্থীরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সভাগৃহে প্রবেশ করেন। বিজেপির প্রার্থীরা যখন সভায় প্রবেশ করেন সেই সময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। দলীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাধিপতি হিসাবে উত্তম বারিকের নাম উঠে আসে। সহ-সভাপতি হিসেবে নাম উঠে আসে সুহাসিনী কর। পরে বিজেপি ভোটাভুটি থেকে বেরিয়ে আসেন। শপথ গ্রহণ করে বেরিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন গঠনমূলক কাজে সমর্থন করব এবং দুর্নীতি হলেই সেখানে প্রতিবাদ হবে। এরপর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর উত্তম বারিক বলেন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারণ আমাকে পুনরায় আবার সভাধিপতি মনোনীত করার জন্য।

ব্যক্তি মালিকানার দাবিতে বন্‌ধে সামিল বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ আজও পূরণ হয়নি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি । ব্যক্তি মালিকানার দাবিতে ফের বন্‌ধে সামিল হলেন শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। বুধবার প্রতীকী বন্‌ধের ডাক দিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। সেইমতো এদিন ব্যক্তি মালিকানার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও বড়সড় হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ১৯৬২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য এই মার্কেট তৈরি করেছিলেন। সেই সময় ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স তুলে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কথা ছিল ১০ বছর ব্যবসা চালানোর পর মালিকানা দেওয়া হবে। কিন্তু ওই সময়ের আগেই বিধানচন্দ্র রায় মারা যাওয়ায় মালিকানা অধরাই থাকে। যা আজও মেটেনি। নিজেদের ব্যক্তি মালিকানার দাবিতে চিঠি দেওয়া, বন্ধ পালন করেই চলেছেন ব্যবসায়ীরা কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি । ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপী সাহা বলেন, 'ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দাবি সকলকে জানিয়ে আসছিলাম। মাঝে কিছুদিন সময় দিয়েছিলাম প্রশাসনকে। কিন্তু এটাকে সবাই ভেবে নিয়েছে আমাদের আন্দোলন শেষ। তাই আমরা আরও তীব্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই প্রশাসনকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমরা এই দাবি থেকে সরছি না।' তিনি আরও বলেন, '২০১২ সাল থেকে অন্তত ৭৫ টি চিঠি দেওয়া হয়েছে। এসজেডিএ থেকে ঠিকঠাক একটা উত্তর আজ পর্যন্তও মেলেনি। দোকান ভেঙে গেলেও দেখতে আসেন না কেউ। অথচ কেউ নিজের উদ্যোগে দোকান সারাইয়ে হাত দিলেই নোটিশ, গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দেওয়া হয়। এভাবে আর কতদিন। তাই এই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।' চলতি বছর ১৬ মে এই দাবিতে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। তিনদিন চলেছিল অবস্থান। সেই সময় ব্যবসা বন্‌ধের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এরপর কখনও মৌন মিছিল, কখনও মন্ত্রীর সঙ্গে দরবার, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক ধারাবাহিকভাবে চলেছে। যদিও ব্যবসায়ীদের মূল দাবি এসজেডিএ-র কাছে। যদিও এসজেডিএ বাকি সমস্ত কাজের কথা বললেও মালিকানা নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে রাজি নয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The DG(E)/KMC invites tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-67/23-24 (1st call)

Name of the work: **Repairing of LT cable and supplying new cable with jointing for supplying power to the IT Building for Servers under KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,84,022.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00** Period of completion: **7 Days.** Last Date & Time of submission of bid : **31.08.2023 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023** from the website **https://wbetenders.gov.in.**

The Ex. Eng. (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites open tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/140/R1 (2nd call)

Name of the work: **Repairing of lighting system by different lighting accessories at Pagladanga Road, D. C. Dey Road & surrounding areas in ward no.-57, under Br.-VII.** Estimated Amount : ₹ **1,99,690.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 Days.**

2. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/246

Name of the work: **Operation & maintenance of street & decorative lighting system at Metropolitan, Tapurighata, Makaltala & others in ward no.-57, under Br.-VII.** Estimated Amount : ₹ **2,05,130.00.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **365 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.08.2023 - 12 noon (For sl no. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online) : **31.08.2023 - 5 p.m. (For sl. no. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in. (For sl no. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting, Zone-IV/KMC invites tender online two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/125/05/23-24

Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Kenaram Ganguly Road, Sashibhusan Banerjee Road, Thakurpukur Road, 1 no. and 2 no. Bacharpara areas in ward no.-125.** Estimated Amount : ₹ **1,99,783.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **25 Days.**

2. NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/125/07/23-24

Name of the work: **Installation of street lighting system by LED fittings at Natur Colony, GFC Math, Mora Pota, Paner Ara etc. areas in ward no.-125.** Estimated Amount : ₹ **4,90,005.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 Days.**

3. NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/126/03/23-24

Name of the work: **Supply electrical items of street lighting system on existing pole at Narayan Roy Road, Brojomoni Debya Road, Anandanagar and other areas in ward no.-126.** Estimated Amount : ₹ **4,98,718.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 Days.**

4. NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/126/12/23-24

Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Jagat Roychowdhury Rd., Naren Sarkar Road, Jadav Ghosh Rd., etc areas in ward no.-126.** Estimated Amount : ₹ **2,00,497.00.** Earnest Money: ₹ **4,010.00.** Period of completion: **20 Days.**

5. NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/05/23-24

Name of the work: **Supply electrical items of street lighting system on existing pole at Mondal Para, Hanspukur, Bakhrahat Road, Kalagachia, Khalpar, Joka and other areas in ward no. - 144.** Estimated Amount : ₹ **4,99,986.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.08.2023 - 12 noon (For sl. no. 1 to 5).** Technical Bid open date : **26.08.2023 - 12 noon (For sl no. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2023 - 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in. (For sl no. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC invites online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE-III/13/9/23-24 (1st call)

Name of the work: **Repair of passage at 2/H/2 Murari Pukur Lane, 13B/14, 7/1, Ariff Road, 6, G. S. Lane, 5/8/1, C. E. Road, 77, A. C. D. Lane in ward no.-13 to be disturbed by W/S Deptt.** Estimated Amount : ₹ **2,31,924.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 Days.**

2. NIT No.: KMC/EE-III/13/11/23-24 (1st call)

Name of the work: **Repair of road surface at 13/14, Ariff Road and its surrounding areas in ward no. 13 to be disturbed by W/S Deptt.** Estimated Amount : ₹ **2,57,705.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **25.08.2023 upto 12 noon (For sl no. 1 & 2).** Date and Time of opening of Tender : **28.08.2023 on or after 12 noon (For sl no. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in. (For sl no. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/013/2023-2024/D

Name of the work: **Restoration of footpath at 10H/1, 22/7, 22/8, Monohar Pukur Road, 4/1/C, Sebak Baidya Street, 16, Kabi Sabitri Prasanna Chattopadhyay, 18, Lansdown Place, 88/B, Hazra Road etc. in ward no. - 85.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **4,26,692.68.** Earnest Money: ₹ **8,600.00** Period of completion: **60 Days.** Last Date & Time of submission of bid : **31.08.2023 - 12 noon.** Date of opening of tender : **02.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2023 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

583/23-24

অপেক্ষার ৪৯ দিন!

বিশ্বকাপের আগে তাজমহলের সামনে এ বার সোনালি ট্রফি

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ বর্তমানে বাঙালি দুর্গাপুজো আসার দিন গুনছে। অন্যদিকে একই সময়ে দুর্গাপুজোর পাশাপাশি ক্রিকেট প্রেমীরা ওডিআই বিশ্বকাপের দিন গুনছে। অপেক্ষার আর ৫০ দিন। তারপর ভারতের মাটিতে শুরু হবে বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধ। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ৫ অক্টোবর ক্রিকেট বিশ্বকাপের বল মাঠে গড়াবে। বর্তমানে আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের ট্রফি টুর চলছে। আজ, বুধবার ১৬ আগস্ট তাজমহলের সামনে পৌঁছে গিয়েছে বিশ্বকাপের ট্রফি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য তাজমহলের সামনে ওডিআই বিশ্বকাপের ট্রফি দেখতে ভিড় জমান পর্যটকরা। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাজমহলের সামনে রাখা হয় ওডিআই বিশ্বকাপের সুন্দর ট্রফিটি। সেটি দেখার জন্য দর্শকদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় সেখানে থাকা নিরাপত্তা কর্মীদের। তাজমহলের সামনে বিশ্বকাপের ট্রফি ফটোশুট হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আসা দর্শকরা সেই সোনালি ট্রফির সঙ্গে সেলফি তোলেন। ভিডিয়ো বানান। এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে মোট ১৮টি দেশে ঘুরছে এই মেগা ইভেন্টের ট্রফি। ক্রিকেট প্রেমীরা আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের এই ট্রফি টুরের মাধ্যমে সামনে থেকে ট্রফি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। ২৭ জুন থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি টুর শুরু হয়েছে। বিশ্বজুড়ে যে ১৮টি দেশে ঘুরছে এই সোনালি ট্রফি সেই দেশগুলি হল- কুয়েত, বাহরিন, মালয়েশিয়া, ইউএসএ, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, ফ্রান্স, ইতালি, ইউনাইটেড স্টেটস, আমেরিকা এবং ভারত। আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফি টুর এখনও শেষ হয়নি। বিশ্বকাপের আগে আরও বেশ কয়েকটি দেশে ঘুরবে এই ট্রফিটি। তারপর ৪ সেপ্টেম্বর ভারতে ফিরবে।

২২ গজে ফিরলেন পন্থ, মাঠে নেমেই হাঁকালেন চার-ছয়

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ বাইশ গজে চার-ছক্কা হাঁকাচ্ছেন ঋষভ পন্থ। এই দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন তাঁর অগণিত ভক্তরা। এ বার সেই দৃশ্যই দেখা গেল। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। ২২ গজে ফিরেছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। আর মাঠে নেমেই পন্থ নিজের স্বভাবচিত ভঙ্গিতে চার-ছক্কাও হাঁকিয়েছেন। ভিডিয়োটি দেখেছেন? গত আট মাস ঋষভ পন্থ মাঠের বাইরে। বেঙ্গালুরুর এনসিএতে চলছে তাঁর রিহ্যাব পর্ব। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর দিনটা ভুলে যেতে চাইবেন ঋষভ পন্থ। কারণ ওই দিন এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় জীবন পাওয়ার পর দীর্ঘ লড়াই করেছেন পন্থ। ওই গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে একাধিক সার্জারি হয়েছে তাঁর। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং লড়াই জারি রেখেছেন। আর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ২২ গজে ফেরার

প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছেন পন্থ। এ বার সেই লড়াকু পন্থকেই দেখা গেল ব্যাটিং করতে। মাঠে নেমে চার-ছক্কা হাঁকিয়েছেন পন্থ। সেই ভিডিয়োতে সকলে প্রচুর কমেন্ট করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পন্থের ব্যাটিং ছাড়া তাঁর আরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ঋষভ পন্থ ১৫ অগস্ট তাঁর আইপিএল টিম দিল্লি ক্যাপিটালসের কো-ওনার জেএসডব্লু-এর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এক বক্তৃতা দেন। সেই ভিডিয়োতে পন্থকে বলতে শোনা যায়, ''এক বার বড় হয়ে গেলে, খেলাকে ভালোবাসতে অনেকেই ভুলে যায়। তার একটা অন্যতম কারণ, জীবনে এটা ওটা করতে চাওয়ার জন্য প্রচুর চাপ। কিন্তু জীবনে ওই আনন্দের মুহূর্তটা অবশ্যই উপভোগ করা উচিত।'

মেসির ছোঁয়ায় প্রথমবার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস লিগ কাপে ইন্টার মায়ামি

মাঝমাঠের একটু ওপরে বল পেয়ে সামনে ছুটলেন লিওনেল মেসি। ডান পাশ থেকে তাকে আটকাতে ছুটে এলেন প্রতিপক্ষের একজন। সামনে দুই ডিফেন্ডার, বাঁ পাশে একটু দূরে আরেকজন। তাদেরকে কাছাকাছি আসতে না দিয়ে আচমকাই শট নিলেন মেসি। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া সেই গড়ানো শট গোলকিপারকে ফাঁকি নিয়ে আশ্রয় নিল জালে।

পেনসিলভেনিয়া, ১৬ আগস্টঃ পার্থক্য গড়ে দেবেন, সেটা তো অনুমিতই ছিল। তবে লিওনেল মেসির প্রভাবে ইন্টার মায়ামি এতটা বদলে যাবে, সেটা কী ভেবেছেন! বোধ হয় না। আর এমন কিছু ভাবলেও সেই ভাবনাকে দুঃসাহসীই বলতে হবে। কারণ, যে মায়ামি মেসির যোগ দেওয়ার আগের ১১ ম্যাচেই ছিল জয়হীন, সেই দলটাই মেসির যোগ দেওয়ার পর জিতেছে টানা ৬ ম্যাচে। নিজেদের লিগে ২২ ম্যাচে ২২ গোল করা দলটি লিগস কাপে করেছে ৬ ম্যাচে ২১ গোল। বুধবার ভোরে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে তারা পৌঁছে গেল লিগস কাপের ফাইনালে। লিগস কাপের ফাইনালে ওঠায় পরের মরসুমের কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে (এখনকার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস লিগ) খেলা নিশ্চিত হলো মায়ামির। মহাদেশীয় এই আসরে প্রথমবার খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি। ২৭ দলের এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে ২০২৫ সালের ক্লাব বিশ্বকাপে। মেসির মায়ামির সামনে সুযোগ আছে সরাসরি কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার। সে ক্ষেত্রে লিগস কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে তাদের। এ ছাড়া এমএলএস চ্যাম্পিয়ন, লিগা এমএক্স চ্যাম্পিয়ন, সেন্ট্রাল আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন, ক্যারিবিয়ান চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে লিগস কাপের চ্যাম্পিয়ন সরাসরি খেলবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। ২৭ দলের এই আসরে ২২টি দল খেলে প্রথম রাউন্ডে। লিগস কাপের ফাইনাল ও কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ নিশ্চিত হওয়া ইন্টার মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্তিনোর কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের মতো, ''দল আন্তর্জাতিক একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে। কনক্যাকাফ কাপে কোয়ালিফাই করাও আমাদের লক্ষ্য ছিল। এখন আমাদের লিগস কাপের ফাইনাল জেতার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী, আমাদের মনোযোগ প্রতিদিন উন্নতি করার দিকে।'৪ মেসি, সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা-এই ত্রিফলাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মার্তিনো, ''দলের ওপর লিও (মেসি), বুসকেতস ও আলবার যে প্রভাব, তারা তরুণ ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বুসকেতস বল পুনরুদ্ধার নিয়ে অনেক কাজ করছে, যেটা সতীর্থদেরও ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।'' আর যিনি মায়ামির এত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, সেই মেসিও ফাইনালে ওঠার পর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন কাজ এখনো শেষ হয়নি, 'ফাইনালে ওঠার পথ করে নিয়েছে। তবে এখনো একটি স্টেশন বাকি।' মেসি যোগ দেওয়ার পরই বদলে যাওয়া দলটি প্রথমবার বড় কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার স্বাদ পেল। গত লিগস কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে গিয়েছিল ফিলাডেলফিয়া। কাগজ-কলমের শক্তিতে মায়ামির সামনে এখনও পর্যন্ত আসরের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল তারাই। কিন্তু সেই দলও পাত্তা পেল না মেসিকে পেয়ে উজ্জীবিত মায়ামির কাছে। ফিলাডেলফিয়ার মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই মায়ামিকে এগিয়ে দেন ইয়োসেফ মার্তিনেজ। ভেনেজুয়েলার এই ফরোয়ার্ডের আসরে গোল হলো তিনটি। ২০তম মিনিটে মেসির সেই গোল। তার আচমকা শটে কিছু করতে পারেননি চারপাশে থাকা প্রতিপক্ষের ফুটবলাররা, গোলকিপার পারেননি বাঁ দিকে ফুল লেংথ ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পেতে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জর্দি আলবা গোল করে অনেকটাই নিশ্চিত করে দেন মায়ামির জয়। পাল্টা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান মেসির প্রাক্তন এই বার্সেলোনা সতীর্থ। ৭৩তম মিনিটে ফিলাডেলফিয়া একটি গোল শোধ করে বটে। তবে ম্যাচের শেষ দিকে গোল করে আবার ব্যবধান বাড়ান ইন্টার মায়ামির একাডেমি থেকে উঠে আসা ১৯ বছর বয়সি মিডফিল্ডার দাভিদ রুইস। লিগস কাপের ফাইনালে শনিবার রাতে মায়ামির প্রতিপক্ষ ন্যাশভিল এসসি।

বিশ্বকাপের আগে অবসর ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে ফিরছেন স্টোকস

লন্ডন, ১৬ আগস্টঃ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে খুশির হাওয়া। বিরাট চমক নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইসিবি। আর সেখানেই চমক। অবসর ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। ভারতের মাটিতে অক্টোবরে শুরু হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের আগে যা ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য বিরাট খুশির খবর। বেশ কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, বিশ্বকাপে খেলার জন্য বেন স্টোকসকে অনুরোধ জানাতে চলেছেন জস বাটলার। তখন থেকেই মনে করা হচ্ছিল

অবসর ভেঙে ইংল্যান্ড টিমে এ বার ফিরতে চলেছেন তারকা অলরাউন্ডার স্টোকস। প্রত্যাশামতোই ইংল্যান্ড টিমে ফিরলেন স্টাকস। সেপ্টেম্বরের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। সেই ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন স্টোকস। কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের কোচ ম্যাথু মট জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড চায় ওডিআই ফর্ম্যাটে অবসর ভেঙে টিমে ফিরুন স্টোকস। তিনি ফিরলেন। আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ১৩ মাস পর সিদ্ধান্ত বদল করলেন স্টোকস।

ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হতে হবে, উৎসাহ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ তিন প্রধানকে ছাড়া ভারতীয় ফুটবল অসম্পূর্ণ। ময়দানে এ দিন আরও একটা গর্বের দিন। ময়দানের প্রথম দ্বিতল তাঁবু নির্মাণ করেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লর্ডসের আদলে তৈরি করা হয়েছে ব্যালকনি। আজ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের নবনির্মিত এই তাঁবুর উদ্বোধন হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরে। উপস্থিত ছিলেন বাংলা ফুটবলের দিকপাল, বাকি দুই প্রধানের শীর্ষকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীকে সাদা-কালো উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান মহমেডান কর্তারা। একই সঙ্গে দেওয়া হল ফুটবলের স্মারক। তবে আরও একটা উপহার রাখা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'দিদি' লেখা জার্সি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের তাঁবু উদ্বোধনে নানা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এক দিন আগেই ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছে এক রত্নকে। মঙ্গলবার প্রয়াত হন ভারত তথা বাংলা ফুটবলের কিংবদন্তি মহম্মদ হাবিব। একই দিনে প্রাণ হারিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন সচিব সুপ্রকাশ গড়গড়ি। দু-জনকেই শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন প্রধানেই দাপটের সঙ্গে খেলা হাবিব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শ্রদ্ধা জানাই মহম্মদ হাবিবকে। বাংলাকে অনেক দিয়েছেন। দেশকে অনেক দিয়েছেন।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলুক মহমেডান স্পোর্টিংও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কিছু করতে পারার জন্য মনে জেদ থাকা দরকার। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আইএসএল খেলছে। মহমেডান কেন খেলবে না? সমর্থকদের টাকাতেও আইএসএল খেলা যায়। আমি নিজেও কন্ট্রিবিউট করি। বই লিখে যা পাই সেখান থেকে। আইএসএল খেলতেই হবে মহমেডানকে। আইএসএলে খেলা হবে। এত সমর্থক। ১ টাকা করে চাঁদা দিলেই হয়ে যাবে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো।'' মহমেডান স্পোর্টিংয়ের গ্যালারি সংস্কারের জন্য বড় অঙ্কের অনুদানও ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ করেছি মহমেডানের ক্লাব তাঁবু উন্নতিতে। গ্যালারি সংস্কারের জন্য ৬০ লাখ টাকা দেব। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের মতো এই গ্যালারিতেও বাকেট সিট দেখতে চাই।'' এ বার শান-ই-মহমেডান সম্মান দেওয়া হল ভাস্কর গাঙ্গুলি এবং আসলাম পারভেজকে। সম্মান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্যালারিতে থাকা মহমেডান সমর্থকদের

ফুটবলও ছুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাদা-কালো শিবির সব মিলিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে। গত মরসুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল কেন পারবে না! এ দিন সেই কথাই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। মহমেডানের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাকি দু-প্রধানের কর্তারাও। ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারও ছিলেন। তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলো বলেন। ডার্বি প্রসঙ্গ উঠতে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, ''ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। মোহনবাগান হয়েছে। এ বার ইস্টবেঙ্গলের দরকার।''

তারকা ক্রিকেটারের চোট, এশিয়া কাপের আগে চিন্তা বাবরদের!

করাচি, ১৬ আগস্টঃ এশিয়া কাপে ভারত-পাক মহাযুদ্ধের অপেক্ষায় দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা। ৩০ আগস্ট আসন্ন এশিয়া কাপ শুরু হলেও বেশির ভাগ ক্রিকেট প্রেমী ২ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষায় রয়েছেন। কারণ ওই দিন এশিয়া কাপে রয়েছে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচ। এরই মাঝে চিন্তার মেঘ বাবর আজমের পাকিস্তানে। দলের এক তারকা পেসার কাঁধে চোট পেয়েছেন। এশিয়া কাপের আগে যা ভাবাচ্ছে গ্রিন আর্মিকে। মেগা ইভেন্টের আগে পাক শিবিরে কে চোট পেলেন? আসলে পাকিস্তানের তরুণ পেসার নাসিম শাহ কাঁধে চোট পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে কলম্বো স্ট্রাইকার্সে খেলছেন। আর সেখানেই তিনি কাঁধে চোট পেয়েছেন। যে কারণে কলম্বোর হয়ে তিনি মঙ্গলবার গল টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামেননি। তাঁর চোটের কথা ম্যাচের আগে জানান কলম্বোর অধিনায়ক চামিকা করুণারত্নে। নাসিমের চোট কতটা গুরুতর তা যদিও জানা যায়নি। এশিয়া কাপের আগে আফগানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলার কথা পাকিস্তানের। সেই স্কোয়াডে রয়েছেন নাসিম। এ বার দেখার তিনি আফগানদের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলতে পারেন কিনা। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নাসিমের কাঁধের চোট যদি বেশি গুরুতর না হয়, তা হলে তাঁকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২২ আগস্ট মাঠে নামতে দেখা যাবে। এশিয়া কাপে ভারত-পাক মেগা ম্যাচের আগে পাক ক্রিকেট টিম চাইবে তাদের দলের তারকা পেসার যেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরই মাঝে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার সৈয়দ আজমল জানিয়েছেন, নাসিম শাহ যদি চোটের কারণে পাকিস্তানের হয়ে সামনের ম্যাচগুলোতে খেলতে না পারেন, তা হলে তাঁর পরিবর্তে পাক ক্রিকেট টিম দলে নিতে পারে ইমাদ ওয়াসিমকে। আরও ভালো করে বললে সৈয়দ আজমল আসলে নাসিম শাহর বদলি হিসেবে ইমাদ ওয়াসিমকে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে। তাঁর মতে, বিভিন্ন সময় নতুন বলে পাকিস্তানের হয়ে শাহিন বা নাসিম না খেললে দল চাপে পড়ে যায়। তাই ইমাজ ওয়াসিম দলে থাকলে তিন-চার ওভার বোলিং করতে পারবে। যা পাক টিমকে সাহায্য করবে।

সিভেরিওর গোলে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ ডুরান্ড কাপের গ্রুপ এ-তে সহজ হিসেব ছিল আজ। জিতলেই নকআউটে জায়গা করে নিত ইস্টবেঙ্গল। পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচের ২২ মিনিটে সিভেরিওর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রতিটি দলের কাছেই একটা পজিটিভ দিক, গোলের সুযোগ তৈরি করা। ইস্টবেঙ্গল সেটা করতে পারল। কিন্তু স্কোরলাইন বদল হল না। শেষ অবধি পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জিতে এই গ্রুপের সেরা দল হিসেবে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল ইস্টবেঙ্গল। গত শনিবার বড় ম্যাচের দিনই পৌঁছেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের গত মরসুমের নায়ক ক্লেটন সিলভা। ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পঞ্জাব ম্যাচের আগে নতুন যোগ দেওয়া পারদো এবং ক্লেটন দু-জনেই প্রস্তুতি সারেন। ক্লেটনকে অবশ্য শুরু থেকে খেলাননি কার্লেস কুয়াদ্রাত। বোরহা, সিভেরিওদের নিয়েই কম্বিনেশন সাজান। প্রথম ম্যাচে রেড কার্ড দেখায় ডার্বিতে পাওয়া যায়নি নিশু কুমারকে। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফেরেন নিশু। ডার্বি জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে

নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলার চেষ্টা। ম্যাচের ২০ মিনিটে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বক্সের বাঁ দিকের কোনা থেকে বোরহার শট লক্ষ্যেই ছিল। কোনওরকমে তা আটকান পঞ্জাব এফসি গোলরক্ষক কিরণ কুমার লিম্বু। পরের মিনিটেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কর্নার থেকে হেডে গোল করেন হাভিয়ের সিভেরিও। শর্ট কর্নার নেয় ইস্টবেঙ্গল। নাওরেম মহেশের ছোট্ট পাস, সেখান থেকে বোরহার মাপা ক্রস। পাওয়ারফুল হেডারে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সিভেরিও। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে নাওরেম মহেশের অনবদ্য সেন্টার। ফ্লাইং হেডে আরও একটা গোলের সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায় বল। অল্পের জন্য ইস্টবেঙ্গলের স্কোরলাইন ২-০ হয়নি। প্রথমার্ধে তিন মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। সে সময়ই হুয়ান মেরার কর্নার। নাওরেম মহেশের ফাউলে ফ্রি-কিক পায় পঞ্জাব এফসি। হুয়ান মেরা ফ্রি-কিক নেন। ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, তবে ক্রসবারের ওপর দিয়ে। ১-০ এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা পঞ্জাব এফসির। বল পজেশনেও তারা এগিয়ে ছিল। তবে সুযোগ তৈরি হচ্ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের জন্য গ্যালারিতে প্রচুর সমর্থন। যা আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে লাল-হলুদ জার্সি ফুটবলারদের। ৬৬ মিনিটে বোরহা হেরেরার পরিবর্তে নামানো হয় সদ্য যোগ দেওয়া হোসে পারদোকে। লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হল তাঁর। ৭২ মিনিটে ক্লেটন সিলভাকে নামাতেই বাড়তি উন্মাদনা গ্যালারিতে। ৭২ মিনিটে প্রতিপক্ষর হ্যান্ডবল। বক্সের কোনায় ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্ত হিসেবে নেমেই অনবদ্য ফ্রি-কিক, অল্পের জন্য ক্রসবারের ওপর দিয়ে। দুর্দান্ত একটা ফ্রি-কিক ছিল। ক্লেটন নামতে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হয়। যদিও এত সুযোগ তৈরি করে স্কোর লাইনে বদল না হওয়ায় কিছুটা অস্বস্তি লাল-হলুদ শিবিরে। ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত এই ম্যাচের আগেও বলেছেন, উন্নতির কথা। ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলকে যে অনেক অনেক উন্নতি করতে হবে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501